নবীজীর দৈনন্দিন সুন্নাত ও যিকিরসমূহ

সংকলন
ড. আব্দুল্লাহ ইবনে হামূদ
আল ফুরাইহ

ভূমিকা
প্রফেসর ড. খালেদ ইবনে আলী
আল মুশাইকিহ

নবীজীর
দৈনন্দিন সুন্নাত ও যিকিরসমূহ

আল্লাহ তাআলা হাদীসে কুদসীতে বলেন :

'বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। এক পর্যায়ে আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি'

সংকলন

ড. আব্দুল্লাহ ইবনে হামূদ আল ফুরাইহ

ভূমিকা

প্রফেসর ড. খালেদ ইবনে আলী আল মুশাইকিহ

সংকলকের অনুমতি সাপেক্ষে যে কেউ এটা অন্য কোনো ভাষায়
অনুবাদ কিংবা ফ্রি বিতরণ করতে পারবেন

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি অসংখ্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে

গ্রন্থসূচি

ভূমিকাসমূহ

সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতসমূহ

সময়ের সঙ্গে নির্ধারিত নয় এমন সুন্নাতসমূহ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد قرأت في هذا المؤلف للشيخ عبد الله بن حمود

الفريح (المنح العلية في بيان السنن اليومية)

فقد ألفيته مؤلفاً مفيداً اشتمل على استقصاء السنن

اليومية الفعلية والقولية في الليل والنهار، المنفردة

والتابعة لغيرها مما ثبت بالدليل فجزاه الله خيراً،

ونفع بمؤلفه آمين، وبالله التوفيق.

كتبه

د/ خالد بن علي المشيقح

[signature]

١٤٣٤/١١/٧ هـ

ড. খালেদ ইবনে আলী আল মুশাইকিহের ভূমিকা

সংকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর।

শাইখ আব্দুল্লাহ বিন হামূদ আল-ফুরাইহ রচিত **‘আল-মিনাহুল আলিয়্যা ফী বায়ানিস সুনান আল-ইয়াওমিয়্যাহ’** গ্রন্থটি আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। মনে হয়েছে বেশ উপকারী একটি গ্রন্থ তৈরি হয়েছে। এতে লেখক প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিন ও রাতের আমলকৃত এবং তাঁর মুখ নিঃসৃত সুন্নাতগুলো একত্র করেছেন। এক্ষেত্রে সঠিক ও প্রামাণিক বর্ণনাগুলোই তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। গ্রন্থটিকে উপকারী হিসেবে কবুল করুন। তিনিই একমাত্র তাওফীকদাতা।

ড. খালেদ বিন আলী আল-মুশাইকিহ
অধ্যাপক, আল ক্বাসীম বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষক, হারামাইন শরীফাইন, মক্কা ও মদীনা

গ্রন্থকারের মুখবন্ধ

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, **‘নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যে আল্লাহ ও পরকাল দিবসের আশা করে আর বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে’**। {সূরা আহযাব :২১} দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর প্রকৃত আনুগত্য ও সুন্নাতের অনুসরণের দিকে সর্বশ্রেষ্ঠ আহ্বানকারী প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওপর।

পরকথা :

প্রিয় পাঠক! বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আপনার সমীপে আমরা প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সকালে ঘুম হতে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত দৈনন্দিন সুন্নাতগুলো তুলে ধরবো। এক্ষেত্রে প্রথমে আমরা সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতগুলো বর্ণনা করবো। এরপর অতিরিক্ত এমন কিছু সুন্নাত উল্লেখ করবো যেগুলো নির্ধারিত সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। **এখানে সুন্নাত বলতে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুস্তাহাব আমল- যেগুলো দীনের আবশ্যকীয় বিধান নয়** ; বরং পূর্ণ আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ।

এটা মূলত আমাদের রচিত ‘আল মিনাহুল আলিয়্যা ফী বায়ানিস সুনান আল ইয়াওমিয়্যাহ’ শীর্ষক গ্রন্থটি থেকে গবেষণামূলক মাসায়েল ও সুন্নাহ সংশ্লিষ্ট আলোচনা বাদ দিয়ে তৈরি করা সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত রূপ। পাঠকের সময় ও ব্যস্ততার দিকে তাকিয়ে কিছু ভাইয়ের পরামর্শে আমরা কাজটি সম্পন্ন করেছি। পাশাপাশি কলেবর ছোট হওয়ার সুবাদে গ্রন্থটি যেন সর্বাধিক সংখ্যক পাঠকের হাতে পৌঁছতে পারে সেটাও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দৈনন্দিন সুন্নাতগুলো এক মলাটে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রণোদনা আমাদের ভেতরে কাজ করছিল। প্রথমত প্রিয় নবীজী সা. এর দৈনন্দিন জীবন-আদর্শ যথাযথভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরা যেটাকে পশ্চিমা দুনিয়া বিকৃত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। দ্বিতীয়ত নফল হওয়ার দোহাই দিয়ে মুসলিম উম্মাহর এসব সুন্নাত পালনে উদাসীনতা ও শিথীলতাও আমাদের এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। কারণ এগুলো ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে উম্মাহ বড় ধরনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

গ্রন্থটিতে আমরা প্রতিদিনের সহীহ সুন্নাতগুলো দলীলসহ উল্লেখ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পদাঙ্ক অনুসরণের তাওফীক দান করুন। কিয়ামতের ময়দানে নবীজীর ঝাণ্ডাতলে সমবেত করুন। আমীন।

বিনীত

ড. আব্দুল্লাহ বিন হামূদ আল-ফুরাইহ

ইমেইল :
eqtidaa@gmail.com

মুখবন্ধ

‘সুন্নাত’ এর অর্থ

‘সুন্নাত’ এর স্বাভাবিক অর্থ হলো : মুস্তাহাব, নফল।

সুতরাং বলা যায় সুন্নাত হলো এমন বিধানের নাম যা পালন করা আবশ্যক নয়। করলে সওয়াব হবে। কিন্তু না করলে গোনাহ হবে না।

সুন্নাতের প্রতি সালাফের ভালোবাসা ও অনুরাগের চিত্র

১. মুসলিম শরীফে আমর বিন আউস রা. থেকে নুমান বিন সালিম রা.এর বর্ণনা। তিনি বলেন, আনবাসা ইবনে আবু সুফিয়ান আমাকে বলেছেন, উম্মে হাবীবাকে আমি বলতে শুনেছি, প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : **'যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে বারো রাকাআত নামাজ আদায় করবে, বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মিত হবে।'** (মুসলিম : ১৭২৭)। উম্মে হাবীবা রা. বলেন, নবীজীর মুখে এই হাদীস শোনার পর থেকে কোনোদিন আমি সেই নামাজ ছাড়িনি। আনবাসা বলেন, উম্মে হাবীবা রা. থেকে এই হাদীস শোনার পর থেকে কোনোদিন আমি এই নামাজ ছাড়িনি।

আমর বিন আউস বলেন : আনবাসা থেকে শোনার পরে আমিও কোনোদিন ছাড়িনি।

নুমান বিন সালেম বলেন, আমর বিন আউস থেকে শোনার পর থেকে আমিও কোনোদিন এই নামাজগুলো ছাড়িনি।

২. আলী রা. এর হাদীস। যাতা ঘুরাতে ঘুরাতে এক পর্যায়ে ফাতেমা রা. এর হাত যখম হয়ে যায়। ঠিক সেই সময় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে কিছু যুদ্ধবন্দী আসে। তখন তিনি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে (ভৃত্যের জন্য) ছুটে যান। কিন্তু নবীজীকে না পেয়ে আয়েশা রা. কে বিষয়টি জানিয়ে চলে আসেন। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে এলে আয়েশা রা. তাঁকে বিষয়টি জানান। আলী রা. বলেন, রাতের বেলা আমরা তখন শুয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের বাড়িতে এলেন। আমরা উঠতে গেলে তিনি বললেন, 'বসো বসো!' এরপর তিনি আমাদের দু'জনের মাঝে বসলেন। আমার বুকের ওপর তাঁর পায়ের শীতলতা অনুভব করছিলাম। তিনি বললেন, **আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তুর চেয়ে উত্তম কিছু দিবো না? যখন তোমরা বিছানায় যাবে, তখন ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলবে, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ বলবে। আর ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ বলবে। এটা ভৃত্যের চেয়ে তোমার জন্য উত্তম।** (বুখারী : ৩৭০৫, মুসলিম : ২৭২৭)

অপর একটি বর্ণনায় আলী রা. বলেন, নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখ থেকে শোনার পর থেকে উক্ত আমলটি শোনার পরে আমি কোনোদিন ছাড়িনি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো : 'সিফফীন যুদ্ধের ভয়ংকর রাতেও নয়'? তিনি বললেন, 'সিফফীনের রাতেও নয়'! (বুখারী : ৫৩৬২, মুসলিম : ২৭২৭)

উল্লেখ্য, সিফফীন যুদ্ধের রাত যে কি পরিমাণ ভয়ংকর ছিল সচেতন ব্যক্তিমাত্রই সেটা জানেন। উপরন্তু আলী রা. ছিলেন একটি বাহিনীর সিপাহসালার। এতদসত্ত্বেও তিনি এই সুন্নাতটি ছেড়ে দেননি।

৩ ইবনে উমর রা. জানাজার নামাজ পড়েই ঘরে ফিরে আসতেন। পূর্ণাঙ্গ সুন্নাত হিসেবে লাশের সঙ্গে যেতেন না। জানাজার পর থেকে দাফন পর্যন্ত লাশের সঙ্গে যাওয়া কত বড় সওয়াবের কাজ সেটা জানতেন না। পরবর্তীতে যখন এ ব্যাপারে আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস শুনতে পেলেন, তখন তিনি চরম মর্মাহত হলেন। বলুন তো কী করলেন?

তাঁর হাতে কিছু পাথরকুচি ছিল। সেগুলো মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে বললেন, অসংখ্য 'ক্বীরাত' (বিশাল পরিমাণ সওয়াব) থেকে বঞ্চিত হলাম। (বুখারী : ১৩২৪, মুসলিম ৯৪৫)

ইমাম নববী র. বলেন, উপর্যুক্ত হাদীস দ্বারাই বোঝা যায় নেক আমলের প্রতি সাহাবায়ে কিরামের কতটা অনুরাগ ছিল। অজ্ঞাতসারেও কোনো আমল ছুটে গেলে সেটার প্রতি তাদের কত বেশি আফসোস ছিল! । দেখুন : (আল-মিনহাজ : ৭/১৫)

সুন্নাতের ইত্তেবা' এর ফলাফল

প্রিয় ভাই আমার! নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত অনুসরণের ভেতরে রয়েছে অসংখ্য উপকারিতা। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১ ভালোবাসা লাভ করা। কারণ নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে গিয়ে বান্দা আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করে।

ইবনুল কাইয়্যিম র. বলেন, 'আল্লাহর ভালোবাসা তখনই অর্জিত হবে, যখন কেউ প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে তাঁর প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করবে। তাঁকে সত্যায়ন করবে। তাঁর নির্দেশ পালন করবে। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে। তাঁর আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দিবে। তাঁর নির্দেশের সামনে অন্যের নির্দেশকে জলাঞ্জলি দিবে। তাঁর ভালোবাসার সামনে অন্যের ভালোবাসাকে উৎসর্গ করবে। তাঁর আনুগত্যের সামনে জগতের সবার আনুগত্যকে তুচ্ছজ্ঞান করবে। এটা যদি কারও ভেতরে তৈরি না হয় তবে তাকে তার দীন ও ঈমান নিয়ে আবারও ভাবতে হবে। তাকে আলোর সন্ধান করতে হবে। কারণ সে অন্ধকারে আছে'। মাদারিজুস সালেকীন : ৩/৩৭

২ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ। তখন আল্লাহ তাকে নেক আমলের তাওফীক দিবেন। ফলে তাঁর থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিরুদ্ধ কোনো কিছু প্রকাশ পাবে না। কারণ যখন আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হবে, তখন সান্নিধ্যও লাভ হবে।

৩ দুআ কবুল হওয়া। কারণ যে নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হবে সে তাঁর ভালোবাসা লাভ করবে। আর যে তাঁর ভালোবাসা লাভ করবে, তার দুআও তিনি কবুল করবেন।

নফল ইবাদতের উপর্যুক্ত তিন ফলাফলের দলীল হচ্ছে :

আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : **'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যে আমার কোনো অলীর (বন্ধু) বিরোধিতা করলো, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। ফরজ ইবাদতের চেয়ে অধিক প্রিয় আর কিছুর মাধ্যমে বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। এরপর বান্দা যখন নফল ইবাদত করতে থাকে, তখন আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যার দ্বারা সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই যার দ্বারা সে দেখতে পায়। আমি তার হাত হয়ে যাই যার দ্বারা সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যায় যার দ্বারা সে চলে। তখন সে আমার কাছে যা চায় আমি তাকে দান করি। আমার কাছে আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দিই। মুমিন বান্দাকে মৃত্যু দেয়ার বিষয়টিই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি দ্বিধাকর। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে (মৃত্যুদান করে) কষ্ট দেয়াকে অপছন্দ করি।** (বুখারী : ৬৫০২)

৪ ফরজের ক্ষেত্রে সৃষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ। ফরজ ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি থাকলে নফল দিয়ে সেটাকে পুরণ করা যায়।

দলীল:

আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, আমি প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি : **'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসাব হবে। যদি এ হিসাব সঠিক হয়, তবে সে সফলকাম। আর যদি এ হিসাব সঠিক না হয়, তবে সে ব্যর্থ ও অসফল। তবে যদি তার ফরজের ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি দেখা যায়, তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরা দেখো তার কোনো নফল ইবাদত আছে কি না? যদি থাকে তবে সেই নফল দিয়ে ফরজের ঘাটতি পূরণ করা হবে। এরপর একই পদ্ধতিতে সকল আমলের হিসাব সম্পন্ন হবে। (আহমদ: ৯৪৯৪, আবূ দাউদ ৮৬৪, তিরমিযী ৪১৩)।** (আলবানী-সহীহুল জামি' ১/৪০৫)

সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতসমূহ

এখানে সেসব সুন্নাত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য দিন ও রাতের বিশেষ সময়ের সঙ্গে যেগুলো নির্দিষ্ট। এই সময়ের বাইরে সেগুলো করা যায় না। এগুলোকে ৭ টি সময়ে ভাগ করা হয়েছে : ফজরের আগে। ফজরের সময়। সকালের সময়। যোহরের সময়। আসরের সময়। মাগরিবের সময়। ইশার সময়।

প্রথম: ফজরের আগের সময়

ঘুম থেকে ওঠার ধারাবাহিকতা বিবেচনায় এটিই সর্বপ্রথম সময়। এই সময়ের সুন্নাতগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

প্রথম ভাগ

ঘুম থেকে জাগা এবং জেগে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কৃত আমলগুলো:

১ মিসওয়াক করে মুখ ধোয়া।

দলীল : হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন মিসওয়াক করতেন। (বুখারী ২৪৫, মুসলিম ২৫৫) মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, যখন নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, তখন মিসওয়াক দ্বারা মুখ পরিস্কার করতেন। (মুসলিম ২৫৫)।
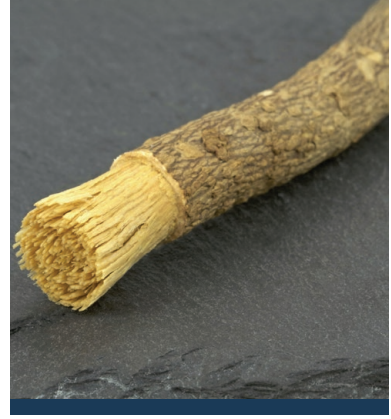
২ ঘুমানোর ও ঘুম থেকে ওঠার দুআ

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَ أَحْيَا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

দলীল : বুখারী শরীফে হুযাইফা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ঘুমাতে যেতেন তখন বলতেন, **'বিসমিকা আল্লাহুম্মা আমূতু ওয়া আহইয়া'**। আর যখন তিনি ঘুম থেকে উঠতেন তখন বলতেন, **'আল হামদু লিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর'**। (বুখারী ৬৩২৪, মুসলিম বারা সূত্রে ২৭১১)

৩ মুখমণ্ডল থেকে ঘুম মুছে ফেলা।

৪ আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করা।

৫ সূরা আলে ইমরানের শেষ ১০ আয়াত তিলাওয়াত করা।

দলীল : বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে একটি হাদীসে ওপরের তিনটি সুন্নতের কথা এসেছে। ইবনে আব্বাস বলেন, একবার তিনি তার খালা প্রিয় নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রী মাইমুনার ঘরে রাত যাপন করলেন। (ইবনে আব্বাস বলেন) রাতে আমি বালিশের প্রস্থের দিকটাতে শুয়েছিলাম। নবীজী ও খালা শুয়েছিলেন লম্বাভাবে। এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুমিয়ে গেলেন। যখন মধ্যরাত কিংবা সামান্য কম-বেশি হলো, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুম থেকে উঠলেন। এরপর বসে তিনি হাত দ্বারা মুখ থেকে ঘুমের ভাব মুছতে লাগলেন। এরপর সূরা আলে ইমরানের শেষ দশটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর তিনি একটি ঝুলন্ত মশকের কাছে গেলেন এবং সেটা দিয়ে সর্বোত্তমভাবে অজু করলেন। এরপর তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। (বুখারী : ১৮৩, মুসলিম ৭৬৩)

মুসলিম শরীফে এসেছে (২৫৬) : রাতের শেষ ভাগে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জাগ্রত হলেন। অতঃপর তিনি বাইরে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন : (অর্থ) **'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীন সৃষ্টির ভেতরে, দিন ও রাতের বিবর্তনের মাঝে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন'**। (আলে ইমরান : ১৯০)

'মুখ থেকে ঘুম মোছা' র অর্থ হলো : হাত দিয়ে চোখ মোছা।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আলে ইমরানের আয়াত তিলাওয়াতের আমলী ব্যাখ্যা রয়েছে। এর সারমর্ম হলো, '{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} আয়াত থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করবে।

৬ তিনবার উভয় হাত ধৌত করা।

দলীল : আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, তখন তিনবার না ধুয়ে যেন তার হাত কোনো পাত্রে প্রবেশ না করায়। কেননা তার জানা নেই সারা রাত তার হাত কোথায় ছিল'**। (বুখারী : ১৬২, মুসলিম : ২৭৮)

৭ নাকে পানি দেয়া। তিনবার নাক ঝেড়ে পরিস্কার করা।

দলীল : আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে ওঠে, তখন যেন তিনবার নাক ঝেড়ে পরিস্কার করে নেয়। কেননা শয়তান তার নাকের ভেতরে রাত যাপন করে। (বুখারী ৩২৯৫, মুসলিম ২৩৮)। বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, **'যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে ওঠে, তবে সে যেন অজু করে এবং তিনবার নাক ঝেড়ে পরিস্কার করে নেয়।...** (বুখারী ৩২৯৫)

৮ অজু করা

দলীল : ইবনে আব্বাস রা. এর পেছনে উল্লেখ করা হাদীসটি। সেখানে উল্লেখ রয়েছে, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাজ আদায়ের আগে একটি ঝুলন্ত মশক দিয়ে অজু করেছেন।

অজুর আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে আমরা অজুর সুন্নাতগুলোর ওপর একটু আলোকপাত করবো। সংক্ষেপে পয়েন্ট আকারে আমরা সেগুলো তুলে ধরবো। যেহেতু অধিকাংশ মানুষেরই এগুলো জানা আছে; তাই জানানোর উদ্দেশ্যে নয়; বরং স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এগুলো আমরা আলোচনা করছি।

অজুর সুন্নাতগুলো হলো

১ মিসওয়াক করা।

অজুর শুরুতে কিংবা কুলি করার আগে মিসওয়াক করতে হবে। এটা হলো মিসওয়াক করার দ্বিতীয় জায়গা। আগে আমরা আরেক জায়গায় মিসওয়াকের কথা উল্লেখ করেছি। সুতরাং অজুর আগে মিসওয়াক করা সুন্নাত। আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস এর দলীল। প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে প্রত্যেকবার অজু করার সময় মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম। (আহমদ : ৯৯২৮, ইবনে খুযাইমা : ১/৭৩/১৪০, হাকেম ১/২৪৫, বুখারী (হাদীসে মুআল্লাক), রোজাদারের জন্য শুকনো ও ভেজা মিসওয়াক অধ্যায়।
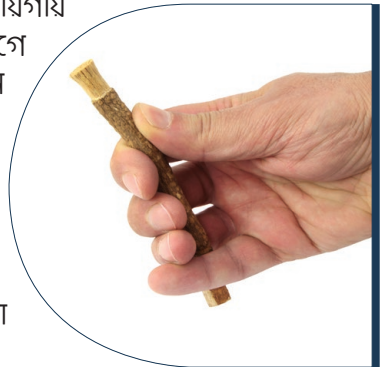
উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. এর হাদীসও এক্ষেত্রে দলীল। তিনি বলেন, **'আমরা তাঁর জন্য মিসওয়াক ও অজুর পানি প্রস্তুত করে দিতাম। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী রাতে তাকে জাগ্রত করতেন। তিনি উঠে মিসওয়াক করতেন। এরপর অজু করে নামাজ পড়তেন..'**। (মুসলিম ৭৫৬)

২ বিসমিল্লাহ পড়া।

দলীল : আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলো না, তার অজু হলো না'**। (আহমদ ১১৩৭১, আবু দাঊদ ১০১, ইবনে মাজাহ ৩৯৭)

৩ উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া

দলীল : নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অজুর রূপরেখা বর্ণনা সংক্রান্ত উসমান রা. এর হাদীস। তাতে এসেছে, 'তিনি (উসমান) অজুর পানি চাইলেন। অতঃপর অজু শুরু করলেন এবং উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ৩ বার ধুইলেন'..'। অতঃপর বললেন, 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আমি এভাবে অজু করতে দেখেছি'। (বুখারী ১৬৪, মুসলিম ২২৬)

৪ ডান হাত ও ডান পা আগে ধোয়া।

দলীল : আয়েশা রা. বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুতা পরা, মাথা আঁচড়ানো, অজুসহ সকল কাজে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। (বুখারী ১৬৮, মুসলিম ২৬৮)

৫ কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া।

দলীল : নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অজুর আমলী বর্ণনা প্রসঙ্গে উসমান রা. এর হাদীস। '... অতঃপর তিনি কুলি করলেন, নাক পরিস্কার করলেন। এরপর তিনি মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করলেন....'। (বুখারী ১৯৯, মুসলিম ২২৬) তবে মুখমণ্ডল ধোয়ার পরেও কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া জায়েজ।

৬ ভালোভাবে কুলি করা। রোজাদার না হলে ভালোভাবে নাক ঝেড়ে পরিস্কার করা।

দলীল : লাকীত ইবনে সাবরা রা. এর হাদীস। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেছেন, **'পূর্ণাঙ্গভাবে অজু করবে। আঙুল খেলাল করবে। রোজাদার না হলে ভালো করে নাকে পানি দিয়ে পরিস্কার করবে'**। (আহমদ ১৭৮৪৬, আবু দাঊদ ১৪২)। ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, 'হাদীসটি বিশুদ্ধ' (আল-ইসাবা ৯/১৫)। **'পূর্ণাঙ্গভাবে অজু করবে' বক্তব্যটির মাঝে ভালোভাবে কুলি করার প্রমাণ রয়েছে ।**

৭ এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করা ও নাক ধোয়া।

দলীল : নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অজুর বর্ণনা প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ রা. এর হাদীস। তিনি বলেন : **'... তিনি (পাত্রে) হাত প্রবেশ করিয়ে এক আঁজলা পানি নিলেন এবং সেটা দিয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তিনবার এমন করলেন'...**। (বুখারী ১৯২, মুসলিম ২৩৫)

৮ সুন্নাত তরীকায় মাথা মাসাহ করা।

প্রথমে মাথার অগ্রভাগে উভয় হাত রাখবে। সেগুলো টেনে পেছনে নিয়ে যাবে। এরপর আবার পেছন দিক থেকে টেনে সামনে নিয়ে আসবে। নারীরাও এভাবে মাথা মাসাহ করবে। তবে তাদের ঘাড়ের নিচের ঝুলন্ত চুল মাসাহ করতে হবে না।

দলীল:

নবীজীর অজুর বর্ণনা প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ রা. এর হাদীস। তাতে এসেছে, 'তিনি মাথার অগ্রভাগ থেকে মাসাহ শুরু করলেন এবং পেছনের দিকে নিয়ে গেলেন। এরপর যেখান থেকে মাসাহ শুরু করেছিলেন, হাতগুলোকে আবার সেখানে নিয়ে এলেন'। (বুখারী ১৮৫, মুসলিম ২৩৫)

৯ সকল অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া।

প্রথমবার ধোয়া ওয়াজিব। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার সুন্নাত। তিনবারের বেশি ধুইবে না।

দলীল:

বুখারী শরীফে বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীস : 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অজু করলেন এবং একবার করে সকল অঙ্গ ধৌত করলেন' (বুখারী ১৫৭)। অপরদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ থেকে বুখারীর হাদীস : 'নবীজী সা. অজু করলেন এবং সকল অঙ্গ দুই বার করে ধৌত করলেন' (বুখারী ১৫৮)। সর্বশেষ বুখারী ও মুসলিমে উসমান রা. এর হাদীস : 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অজু করলেন এবং তিন বার কর ধৌত করলেন'। বর্ণনার এই ভিন্নতার কারণে আমলের ভেতরেও বৈচিত্র্য নিয়ে আসা উত্তম। সুতরাং কখনও একবার, কখনও দুই বার আবার কখনও তিনবার করে ধোয়া উচিত। আবার কখনও সংখ্যা ও অঙ্গের ভেতরেও ব্যতিক্রম করা উচিত। উদাহরণত মুখ একবার ধুয়ে হাত কিংবা পা দুইবার ধুইবে। যেমন বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দের অন্য একটি সূত্রের হাদীস এর প্রমাণ বহন করে (দেখুন যাদুল মাআদ ১/১৯২)। তবে সর্বশেষ কথা হলো, তিন বারের ওপরই আমল করা উচিত। এটাই প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত ও হিদায়াত।

১০ অজুর পরে বর্ণিত দুআ।

أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

উমর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'তোমাদের যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অজু করার পরে এই দুআ পড়বে- আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আব্দুল্লাহি ওয়া রাসূলুহ'- তার জন্য জান্নাতের ৮ টি দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। যেই দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে তাতে প্রবেশ করবে'**। (মুসলিম ২৩৪)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيْكَ

অনুরূপভাবে আবু সাঈদ রা. থেকে 'মারফূ' সূত্রে বর্ণিত আছে, **'যে ব্যক্তি অজু শেষ করবে এই দুআ পড়বে- সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা। আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা- এটা একটি কাগজে মুড়িয়ে আল্লাহ তাআলার তার ওপর সীল মেরে দিবেন। অতঃপর সেটা আরশের নিচে সুরক্ষিত করে রেখে দেয়া হবে। কিয়ামতের আগে সেটা খোলা হবে না'** । (নাসাঈ দিন ও রাতের আমল অধ্যায় পৃ. ১৪৭, হাকেম ১/৭৫২ ; ইবনে হাজার এটার সনদ সহীহ বলেছেন- দেখুন নাতায়িজুল আফকার ১/২৪৬। আরও বলেছেন, যদি মারফূ' না হয়, তথাপি এটা মাওকূফ হাদীস। তাতে সমস্যা নেই। কেননা এটা মারফূ এর হুকুমে। কারণ এটা এমন একটা হাদীস যেখানে যুক্তি বা অনুমান খাটে না। সাহাবী অবশ্যই এটা নবীজী থেকে শুনে থাকবেন)

দ্বিতীয় ভাগ: রাতের বেলা তাহাজ্জুদ ও বিতরের নামাজসহ আরও কিছু সুন্নত আমল

১ তাহাজ্জুদ নামাজ রাতের সর্বোত্তম অংশে আদায় করা সুন্নাত।

প্রশ্ন: তাহাজ্জুদের সর্বোত্তম সময় কখন?

উত্তর: বিতরের নামাজের সময় হচ্ছে ইশার নামাজের পর থেকে সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত। সুতরাং তাহাজ্জুদের সময়ও হচ্ছে ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত।

দলীল:

আয়েশা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইশা ও ফজরের মাঝখানে এগারো রাকাআত নামাজ পড়তেন। দুই দুই রাকাআত পড়ে সালাম ফেরাতেন। শেষে এক রাকাআত পড়তেন'। (বুখারী ২০৩১, মুসলিম ৭৩৬)

তবে তাহাজ্জুদ নামাজের সর্বোত্তম সময় হচ্ছে রাতের শেষ ভাগ। মধ্যরাতের পরে শেষ তৃতীয়াংশে।

আরেকটু ব্যাখা দিয়ে বললে বলা যায়, রাতকে কয়েক ভাগে ভাগ করবে। প্রথমে দুই ভাগে ভাগ করবে। এরপর দ্বিতীয় ভাগের এক তৃতীয়াংশে নামাজ পড়বে। একেবারে শেষ প্রহরে ঘুমাবে। অন্য কথায়, পুরো রাতকে ছয় ভাগে ভাগ করবে। চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগে নামাজ পড়বে। ষষ্ঠ ভাগের সময়টুকু ঘুমাবে।

দলীল : আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় রোজা হচ্ছে দাঊদ আ. এর রোজা। আর সবচেয়ে প্রিয় নামাজ হচ্ছে দাঊদ আ. এর নামাজ। তিনি অর্ধরাত পর্যন্ত ঘুমাতেন। এরপর এক তৃতীয়াংশ ভাগ নামাজ পড়তেন। সর্বশেষ রাতের ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। তিনি একদিন রোজা রাখতেন আর পরের দিন বিরতি দিতেন। (বুখারী ৩৪২০, মুসলিম ১১৫৯)

কেউ তাহাজ্জুদ পড়তে চাইলে রাতের হিসাব কীভাবে করবে?

সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের হিসেব করে পুরো রাতকে ছয় ভাগে ভাগ করবে। প্রথম তিন ভাগ হবে রাতের প্রথম অর্ধেক। তাহাজ্জুদ পড়বে এই সময়ের পরে। অন্য কথায়, রাতের চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগে পড়বে। কেননা এই দুই সময়ই মূলত হচ্ছে রাতের এক তৃতীয়াংশ (ছয় ভাগের দুই ভাগ)। সর্বশেষ ভাগে ঘুমাবে। এ কারণেই আয়েশা রা. বলেছেন , 'সাহরীর সময়ে প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সর্বদা নিদ্রিত দেখেছি'। (বুখারী ১১৩৩, মুসলিম ৭৪২)

এভাবে হিসেব করেই রাতের সর্বোত্তম অংশে নামাজের ফজীলত অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ। পেছনে উল্লিখিত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর হাদীসও এটাই বোঝায়।

সুতরাং সকল বক্তব্যের খোলাসা হলো: তাহাজ্জুদ নামাজের সর্বোত্তম সময় তিনটি ধাপে বিন্যস্ত:

সর্বোচ্চ ধাপ: রাতের অর্ধভাগ ঘুমাবে। এরপর এক তৃতীয়াংশ নামাজ পড়বে। এরপর সর্বশেষ ষষ্ঠাংশ ঘুমাবে।

এর দলীল হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. এর হাদীস।

দ্বিতীয় ধাপ: রাতের শেষ এক তৃতীয়াংশে নামাজ পড়বে।

এর দলীল হচ্ছে:

আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যখন প্রত্যেক রাতের সর্বশেষ এক তৃতীয়াংশ বাকি থাকে, তখন আমাদের রব আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন। অতঃপর তিনি বলতে থাকেন, এমন কে আছে যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিবো। এমন কে আছে যে আমার কাছে চাইবে আমি তার চাওয়া পূরণ করবো। এমন কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো'**। (বুখারী ১১৪৫, মুসলিম ৭৫৮)। জাবের রা. থেকেও এতদ্বসংশ্লিষ্ট হাদীস রয়েছে। সামনের অধ্যায়ে সেটার আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

যদি শেষ রাতে উঠতে না পারার আশংকা করে, তবে রাতের শুরু ভাগে কিংবা রাতের যে কোনো সময়ে সুযোগ মতো পড়ে নিবে। এটা হলো তৃতীয় ধাপের ফজীলত।

তৃতীয় ধাপ: রাতের শুরু ভাগে কিংবা যখন সম্ভব হয় পড়ে নিবে।

দলীল:

জাবের রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যদি কারও শেষ রাতে উঠতে না পারার আশংকা থাকে, তবে সে যেন রাতের শুরুভাগেই বিতরের নামাজ পড়ে নেয়। আর যদি কারও ওঠার প্রবল সম্ভাবনা থাকে, তবে সে যেন শেষ রাতে পড়ে। কেননা শেষ রাতের নামাজে ফিরিশতারা উপস্থিত থাকে। সেটাই সর্বোত্তম'**। (মুসলিম ৭৫৫)

পাশাপাশি বিভিন্ন সাহাবীর প্রতি প্রিয় নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসীয়তকেও এক্ষেত্রে দলীল হিসেবে পেশ করা যায় নাসাঈর সুনানে কুবরা (২৭১২), সহীহুল আলবানী (২১৬৬) তে আবু যরের প্রতি অসীয়ত, আহমদ (২৭৪৮১), আবু দাঊদ (১৪৩৩), সহীহু আবু দাঊদ আলবানীর (৫/১৭৭) তে আবু দারদার প্রতি অসীয়ত, মুসলিম (৭৩৭) এ আবু হুরাইরার প্রতি অসীয়ত। প্রত্যেকেই বলেছেন, 'আমার প্রিয় বন্ধু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তিনটি অসীয়ত করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো 'ঘুমের আগে বিতর পড়ে নিতে বলেছেন'।

২ তাহাজ্জুদের নামাজে সুন্নত হলো এগারো রাকাআত আদায় করা।

আয়েশা রা. এর হাদীস দ্বারা বোঝা যায় এটাই সর্বোত্তম। তিনি বলেন, 'রমজান কিংবা রমজানের বাইরে কোনো সময় প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এগারো রাকাআতের বেশি (রাতে) নামাজ পড়তেন না'। (বুখারী ১১৪৭, মুসলিম ৭৩৮)

কিন্তু মুসলিম শরীফে আয়েশা রা. এর হাদীসে এসেছে, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তেরো রাকাআত নামাজও পড়েছেন।

যদিও ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এগারো রাকাআত নামাজ পড়তেন। কখনও কখনও তেরো রাকাআত পড়েছেন। কিন্তু এগারো রাকাআতই মূল।

৩ তাহাজ্জুদ নামাজের প্রথম দুই রাকাআত সংক্ষিপ্ত হওয়া সুন্নাত।

আয়েশা রা. এর হাদীসে এসেছে তিনি বলেন, 'রাতের বেলা প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাহাজ্জুদ নামাজে দাঁড়াতেন, প্রথম দুই রাকাআত খুব সংক্ষেপে আদায় করতেন'। (মুসলিম ৭৬৭)

১. اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

মুসলিম শরীফে আয়েশা রা. এর সূত্রে বর্ণনা এসেছে, **‘নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাহাজ্জুদ নামাজে দাঁড়াতেন, তখন শুরুতে বলতেন, ‘আল্লাহুম্মা রাব্বা জিবরাঈল ওয়া মীকাঈল ওয়া ইসরাফীল, ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। আলিমাল গাইবি ওয়াশ শাহাদাহ। আনতা তাহকুমু বাইনা ইবাদিকা ফীমা কানূ ফীহি ইয়াখতালিফুন। ইহদিনী লিমাখ তুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কি বিইযনিক। ইন্নাকা তাহদী মান তাশাউ ইলা সিরাতিম মুসতাকীম’**। (মুসলিম ৭৭০)

২. اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস রা. এর সূত্রে হাদীস তিনি বলেন, **‘প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাহাজ্জুদ নামাজে দাঁড়াতেন, তখন বলতেন,** ‘আল্লাহুম্মা লাকাল হামদ। আনতা নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। ওয়া লাকাল হামদু আনতা কাইয়্যিমুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। ওয়ালাকাল হামদু আনতা রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া মান ফীহিন্না। আনতাল হাক্ক। ওয়া ওয়াদুকাল হাক্ক। ওয়া কাওলুকাল হাক্ক। ওয়া লিকাউকাল হাক্ক। ওয়াল জান্নাতু হাক্ক। ওয়ান নারু হাক্ক। ওয়া নাবিয়্যূনা হাক্ক। ওয়াস সাআতু হাক্ক। আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু। ওয়া বিকা আমানতু। ওয়া আলাইকা তাওয়াককালতু। ওয়া ইলাইকা আনাবতু। ওয়া বিকা খাসামতু। ওয়া ইলাইকা হাকামতু। ফাগফিরলী মা কাদ্দামতু। ওয়া মা আখখারতু ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা আ’লানতু। আনতা ইলাহী লা ইলাহা ইল্লা আনতা’। (বুখারী ৭৪৯৯, মুসলিম ৭৬৮)

৫ নামাজে ক্বিয়াম, রুকূ ও সিজদাসহ সকল রূকনগুলো সমানভাবে লম্বা করা সুন্নাত।

৬ ক্বিরাত পড়ার সময় সুন্নাত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবে:

১> ধীরে ধীরে পড়বে। তাড়াহুড়া করে দ্রুত পড়বে না আবার অতিরিক্ত ধীরেও পড়বে না।

২> আয়াত আয়াত করে পড়বে। অন্য কথায়, প্রয়োজন ছাড়া দুই তিন আয়াত এক শ্বাসে মিলিয়ে পড়বে না। প্রত্যেক আয়াতের শেষে ওয়াকফ করবে।

৩> যখন 'তাসবীহ' সংক্রান্ত কোনো আয়াত পড়বে তখন তাসবীহ পাঠ করবে। যখন আল্লাহর কাছে চাওয়া সংক্রান্ত কোনো আয়াত পাঠ করবে তখন চাইবে। যখন আশ্রয় প্রার্থনামূলক কোনো আয়াত পাঠ করবে তখন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

এগুলোর দলীল হচ্ছে :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ – سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ – سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

হুযাইফা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'আমি এক রাতে প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে নামাজে দাঁড়ালাম। তিনি সূরা বাক্বারা পড়তে শুরু করলেন। আমি ভাবলাম হয়তো একশ' আয়াত পড়ে তিনি রুকূতে যাবেন। কিন্তু তিনি এক শ'র পরেও পড়তে লাগলেন। আমি মনে মনে বললাম সূরাটি শেষ করে তিনি রুকূতে যাবেন। কিন্তু তিনি বাক্বারা শেষ করেও রুকূতে গেলেন না। নিসা পড়তে শুরু করলেন। নিসা শেষ করে তিনি আলে ইমরান শুরু করলেন। সেটাও শেষ করলেন। তিনি খুব ধীরে ধীরে পড়ছিলেন। যখনই কোনো তাসবীহের আয়াত পড়ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাসবীহ পড়ে নিতেন। যখনই কেনো চাওয়া-পাওয়া সংক্রান্ত আয়াত আসছিলো তিনি আল্লাহর কাছে চাইতেন। যখনই কোনো আশ্রয়মূলক আয়াত আসছিলো তিনি আশ্রয় চাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি রুকূতে গেলেন। গিয়ে দুআ করতে লাগলেন 'সুবহানা রাব্বী আল-আযীম'। রুকূতেও তিনি দাঁড়ানো পরিমাণ সময় বিলম্ব করলেন। এরপর তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' বলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। এই দণ্ডায়মানও ছিল রুকূর কাছাকাছি পরিমাণ দীর্ঘ। অতঃপর তিনি সিজদায় গিয়ে বলতে লাগলেন 'সুবহানা রাব্বী আল-আ'লা'। তাঁর সিজদার পরিমাণও ছিল ক্বিয়াম পরিমাণ দীর্ঘ'! (মুসলিম ৭৭২)

উম্মে সালামা রা. থেকে মুসনাদে আহমদেও একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। যেখানে তাঁকে প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ক্বিরাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তিনি প্রত্যেকটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তেন। যেমন : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আররাহমানির রাহীম। মালিকি ইয়াও মিদ্দীন। (আহমদ ২৬৫৮৩, ইমাম দারাকুতনী (১১৮) বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। নববীও এটাকে সহীহ বলেছেন (আল মাজমূ' ৩/৩৩৩)

৭ দুই রাকাআত পর পর সালাম ফেরানো সুন্নাত।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! রাতের নামাজ কীভাবে পড়তে হবে? নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'রাতের নামাজ 'মাসনা' 'মাসনা' । কিন্তু যখন রাত শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে, তখন এক রাকাআত বিতর পড়ে নিবে'। (বুখারী ৯৯০, মুসলিম ৭৪৯)

'মাসনা' 'মাসনা' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দুই রাকাআত দুই রাকাআত পড়বে। প্রত্যেক দুই রাকাআত পরে সালাম ফিরাবে। এক সঙ্গে চার রাকাআত পড়বে না।

৮ শেষের তিন রাকাআতে নির্ধারিত সূরা পড়া সুন্নাত।

প্রথম রাকাআতে সূরা আ'লা পড়বে। দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা কাফিরূন পড়বে। আর তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়বে।

দলীল:

উবাই বিন কা'ব রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিতরের নামাজে সূরা আ'লা, সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পাঠ করতেন (আবু দাঊদ ১৪২৩, নাসাঈ ১৭৩৩, ইবনে মাজাহ ১১৭১। নববী এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন 'খুলাসা'- ১/৫৫৬, আলবানীও সহীহ বলেছেন- সহীহুন নাসাঈ ১/২৭৩)

৯ বিতরের নামাজে মাঝে মাঝে 'কুনূত' পড়া সুন্নাত

'কুনূত' দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো দুআ করা। তৃতীয় রাকাআতে এটা পড়বে।

বিতরের নামাজে মাঝে মাঝে দুআ কুনূত পড়া সুন্নাত। কোনো কোনো সাহাবী এটা পড়েছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। কখনও তারা ছেড়েও দিয়েছেন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া র. এটাকেই পছন্দ করেছেন। সুতরাং উত্তম হলো পড়বে মাঝে মাঝে, ছাড়বে বেশি বেশি।

মাসআলা: বিতরের কুনূত পড়ার সময় হাত তুলবে কি না?

উত্তম: বিশুদ্ধ বক্তব্য মতে, দুআ কুনূত পড়ার সময় হাত তুলবে। এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের বক্তব্য। ইবনে উমর রা. থেকে এটা প্রমাণিত। ইমাম বাইহাকী এটা বর্ণনা করেছেন এবং বিশুদ্ধ বলেছেন।

ইমাম বাইহাকী র. বলেন, 'বেশ কয়েকজন সাহাবী দুআ কুনূতের সময় তাদের হাত তুলতেন'। (দেখুন : সুনানে কুবরা ২/২১১)

মাসআলা: বিতরের নামাজে কীভাবে কুনূত শুরু করবে?

বিশুদ্ধ বক্তব্য মতে- আল্লাহ ভালো জানেন- : প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু করবে। এরপর নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওপর দরূদ পড়বে। এরপর দুআ করবে। এভাবে হলে কবুল হওয়ার আশা করা যায়।

দলীল :

ফাজালা ইবনে উবাইদ রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে নামাজে দুআ করতে শুনলেন। কিন্তু লোকটি তাঁর ওপর দুরূদ পড়লো না। তখন নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'সে বড্ড তাড়াহুড়া করে ফেললো। অতঃপর তিনি তাকে ডাকলেন এবং তাকে ও উপস্থিত সবাইকে বললেন, তোমাদের যখন কেউ দুআ করে তখন প্রথমে যেন আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করে। এরপর নবীর ওপর দুরূদ পড়ে। এরপর যা ইচ্ছা দুআ করে'। (তিরমিযী ৩৪৭৭। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম র. বলেছেন, 'দুআর ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হলো নিজের প্রয়োজন তুলে ধরার আগে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা। এরপর নিজের প্রয়োজন তুলে ধরা। যেমনটি পেছনে ফাজালার হাদীসের গেছে'। (দেখুন- আল ওয়াবিলুস সাইয়্যিব পৃ. ১১০)

মাসআলা: দুআ কুনূতের পরে হাত মুখে মুছবে কি না?

বিশুদ্ধ বক্তব্য হচ্ছে দুআ কুনূতের পরে হাত মুখে মোছা সুন্নাত নয়। কারণ এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো দলীল নেই।

ইমাম মালেক র. এর কাছে এক ব্যক্তির ব্যাপারে বলা হলো যে সে দুআ কুনূতের পরে হাত মুখে মোছে। ইমাম মালেক র. এটাকে অপছন্দ করলেন এবং বললেন, 'এমনটা আমি জানি না'। (দেখুন- কিতাবুল বিতর- মারূযী পৃ. ২৩৬)

শাইখুল ইসলাম (ইবনে তাইমিয়া) র. বলেছেন, 'দুআ কুনূতের পরে মুখে হাত মোছার ব্যাপারে এক দুইটা হাদীস পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলো দিয়ে দলীল দেয়া সম্ভব নয়। (দেখুন ফাতওয়া ২২/৫১৯)

১০ রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুআ করা।

রাতের শেষ তৃতীয়াংশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত হচ্ছে দুআ করা। সুতরাং রাতের শেষ প্রহরে যদি কুনূতের ভেতরে দুআ করে তবে সেটাই যথেষ্ট। যদি কুনূতের ভেতরে দুআ না করে তবুও স্বাভাবিক দুআ করা উত্তম। কারণ এই সময়ে দুআ কবুলের বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন। বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরাইরা রা. থেকে সহীহ হাদীস এসেছে। প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আমাদের রব আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রাতের যখন শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে তখন দুনিয়ার আসমানে নেমে এসে ডাকতে থাকেন, **'কে আছে যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিবো। কে আছে আমার কাছে চাইবে আমি তাকে দিবো। কে আছে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো'**। (বুখারী ১১৪৫, মুসলিম ৭৫৮)

১১ বিতরের সালাম ফিরিয়ে 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' দুআটি তিনবার বলা সুন্নাত। শেষের বার উচ্চস্বরে বলবে।

দলীল :

উবাই বিন কা'ব রা. এর হাদীস তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিতরে সূরা আ'লা, সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতেন। সালাম ফিরিয়ে তিনি তিনবার '**সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস**' দুআটি পড়তেন। (নাসাঈ ১৭০২, নববী ও আলবানী এটাবে বিশুদ্ধ বলেছেন। আব্দুর রহমান ইবনে আবযী র. এর হাদীসে এসেছে, **'তৃতীয়বারের সময় উচ্চস্বরে বলবে'**। (আহমদ ১৫৩৫৪, নাসাঈ ১৭৩৪, আলবানী র. এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন। দেখুন তাহকীকু মিশকাতিল মাসাবীহ ১/৩৯৮)

১২ তাহাজ্জুদের জন্য পরিবারকে ডেকে দেয়া সুন্নাত।

তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য নিজের পরিবারকে জাগিয়ে দেয়া সুন্নাত। একইভাবে যদি স্ত্রীর আগে ঘুম ভাঙে, তবে সে নিজের স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জাগিয়ে দিবে। এটা ভালো কাজে পরস্পরের সহায়তার দৃষ্টান্ত।

দলীল:

আয়েশা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সারা রাত নামাজ পড়তেন। আমি তাঁর ও কিবলার মাঝে আড়াআড়ি হয়ে শুয়ে থাকতাম। পরে যখন তিনি বিতর শুরু করতেন, আমাকে ডেকে দিতেন, আমিও উঠে বিতর পড়তাম। (বুখারী ৫১২, মুসলিম ৫১২)

উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার (শেষ রাতে) ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন, **'সুবহানাল্লাহ। কত সম্পদ অবতীর্ণ হয়েছে। সুবহানাল্লাহ! কত ফিতনা ছড়িয়ে পড়েছে। গৃহ-বাসিনীদের (উদ্দেশ্য নিজের স্ত্রীগণ) কে ডেকে দিবে? যাতে তারা উঠে নামাজ পড়ে। দুনিয়ার অনেক বস্ত্রধারী পরকালে বস্ত্রহীন থাকবে'**। (বুখারী ৬২১৮)

১৩ রাতে তাহাজ্জুদ আদায়কারীর জন্য নিজের শরীরের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। যাতে করে অবসাদ-ক্লান্তি খুশূর ভেতরে প্রভাব না ফেলে।

সুতরাং যদি ক্লান্তি এসে যায়, তবে বসে বসে নামাজ আদায় করবে।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার মসজিদে প্রবেশ করে দুইটি স্তম্ভের মাঝে টানটান করে একটা রশি বাঁধা দেখলেন। তিনি বললেন, এটা কী? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, এটা যয়নব নামাজ পড়ার জন্য বেঁধেছে। যখন সে ক্লান্ত হয়ে যায় এটা ধরে ঝুলে থাকে। নবীজী দেখলেন বললেন, 'এটা খুলে ফেলো। যতক্ষণ স্পৃহা ও উদ্যোম থাকে ততক্ষণ নামাজ পড়ো। যখন ক্লান্তি বা অসলতা এসে যায় তখন বসে পড়ো'। (বুখারী ১১৫০, মুসলিম ৭৮৪)

আর যদি ঘুমে ধরে তবে ঘুমিয়ে যাবে। পরে যখন শক্তি ফিরে আসবে, আবারও নামাজে দাঁড়াবে।

আয়েশা রা. এর হাদীস এর দলীল। তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'তোমাদের কারও নামাজের ভেতরে তন্দ্রা এলে সে যেন শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নেয়। কারণ তন্দ্রালু হয়ে নামাজ পড়লে হয়তো ইস্তেগফার করতে গিয়ে কেউ নিজেকে গালি দিয়ে ফেলতে পারে'**। (বুখারী ২১২, মুসলিম ৭৮৬)।

একইভাবে যদি রাতের বেলা কুরআন তিলাওয়াত অবস্থায় তন্দ্রা বা এজাতীয় কিছু পেয়ে বসে, তবে সুন্নাত হলো ঘুমিয়ে যাওয়া। যাতে করে শরীরে কর্ম-চঞ্চলতা ফিরে আসে।

দলীল আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'তোমাদের কেউ যদি রাতে উঠে কুরআন তিলাওয়াত করে। কিন্তু তিলাওয়াত তার জন্য কঠিন হয়ে যায় এবং কী পড়ে নিজেও না জানে। তবে সে যেন শুয়ে পড়ে'**। (মুসলিম ৭৮৭)

১৪ যদি কারও রাতের নামাজ ছুটে যায়, তবে দিনে দুই দুই রাকাআত করে পড়ে নেয়া সুন্নাত।

সুতরাং কারও যদি রাতে বিতরসহ তিন রাকাআত পড়ার অভ্যাস থাকে, কিন্তু সে নিদ্রা বা অসুস্থতা যে কোনো কারণে সেটা রাতে পড়তে না পারে, তবে দিনে চার রাকাআত পড়ে নিবে। আর যদি রাতে পাঁচ রাকাআত পড়ার অভ্যাস থাকে, তবে দিনে ছয় রাকাআত পড়ে নিবে। এভাবেই চলতে থাকবে। নবীজীও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমনটি করতেন। তিনি সাধারণত রাতের বেলা ১১ রাকাআত নামাজ পড়তেন। আয়েশা রা. বলেন, অসুস্থতা কিংবা নিদ্রাজনিত কারণে যদি রাতে নবীজী নামাজ পড়তে না পারতেন, তবে দিনের বেলা বারো রাকাআত নামাজ পড়ে নিতেন। (মুসলিম ৭৪৬)

দ্বিতীয়ত: ফজরের সময়

এই সময়ে অসংখ্য নেক আমল রয়েছে। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বেশকিছু সুন্নাত রয়েছে:

 আযান। এতে কয়েকটি সুন্নাত রয়েছে:

 ১ মুয়াযযিনের অনুসরণ করা।

لا حول ولا قوة إلا بالله

আযান শুনলে মুয়াযযিন যা বলেন সেটা বলা সুন্নাত। তবে মুয়াযযিন যখন 'হাইয়্যা আলাস-সালাহ' এবং **'হাইয়্যা আলাল-ফালাহ' বলবেন, তখন 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলা সুন্নাত।**

দলীল হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. এর হাদীস। তিনি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন, **'তোমরা যখন মুয়াযযিনের আযান শোনো, তখন সে যা বলে তোমরাও তাই বলো....'**। (মুসলিম ৩৮৪)। একইভাবে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যখন মুয়াযযিন 'আল্লাহ আকবার, আল্লাহু আকবার' বলে, তখন কেউ যদি 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে। মুয়াযযিন যখন বলে, 'আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', সেও বলে, 'আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মুয়াযযিন যখন বলে, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ', সেও বলে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'। মুয়াযযিন যখন বলে 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' সে বলে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ'। মুয়াযযিন যখন বলে, 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ', সে বলে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। মুয়াযযিন যখন বলে, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার', সে বলে, 'আল্লাহু আকবার, আল্লহু আকবার'। মুয়াযযিন যখন বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু', সে বলে, 'লা ইল্লাল্লাহ'। এগুলো যদি কেউ হৃদয়ের গভীর থেকে বলে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'**। (মুসলিম ৩৮৫)

ফজরের আযানের সময় তাসওঈব করা সুন্নাত। অর্থাৎ এসময়ে মুয়াযযিন যখন 'আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম' বলবে, তখন জবাবদাতাও 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম'।

২ আযানের দুই সাক্ষ্য-বাক্যের পরে নিম্নোক্ত দুআ পড়া সুন্নাত।

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً

সা'দ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'মুয়াযযিন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলা শেষ করলে যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দুআটি পড়বে, 'আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহ। ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহ; রাযীতু বিল্লাহি রাব্বা, ওয়া বিমুহাম্মাদির রাসূলা, ওয়া বিল-ইসলামি দীনা'- তার গোনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে'**। (মুসলিম ৩৮৬)

৩ আযানের পরে নবীজীর ওপর দরূদ পড়া।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'তোমরা যখন আযান শোনো, তখন মুয়াযযিন যা বলে সেটা বলো। এরপর আমার ওপর দুরূদ পাঠ করো। কেননা যে আমার ওপর একবার দুরূদ পড়ে, আল্লাহ তাআলার তার ওপর দশটি রহমত নাযিল করেন। এরপর আমার**

জন্য ওসীলা প্রার্থনা করো। 'ওসীলা' হলো জান্নাতের এমন একটি সমুন্নত স্তর, যেটা আল্লাহর বান্দাদের ভেতর থেকে কেবল একজন বান্দার জন্য বরাদ্দ। আমার আশা আমিই সেই জন। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য আল্লাহর কাছে 'ওসীলা' প্রার্থনা করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত অপরিহার্য হয়ে যাবে'। (মুসলিম ৩৮৪)

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم

নবীজীর ওপর সর্বোত্তম দুরূদ হলো 'দুরূদে-ইবরাহীম'- **'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীম....'**।

৪ আযানের পরে হাদীসে বর্ণিত দুআ পড়া।

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

জাবের রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যে ব্যক্তি আযানের পড়ে বলবে, 'আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দা'ওয়াতিত তাম্মাহ, ওয়াস সালাতিল কায়িমাহ, আতি মুহাম্মাদানিল ওসীলাহ ওয়াল ফাযীলাহ, ওয়াবআসহু মাকামাম মাহমূদা নিল্লাযি ওয়াদ-তাহ'- তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে'**। (বুখারী ৬১৪)

৫ আযানের পরে দুআ পড়া।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসে বললো হে আল্লাহর রাসূল! 'মুয়াযযিনরা তো আমাদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে'। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, **'তারা যা বলে, তুমিও তাদের সঙ্গে সেটা বলো। এরপর আল্লাহর কাছে চাও, দেয়া হবে'**। (আবূ দাঊদ ৫২৪, ইবনে হাজার এটাকে হাসান বলেছেন (নাতাইজুল আফকার ১/৩৬৭, আলবানীও এটাকে হাসান বলেছেন (সহীহুল কালিমিত তাইয়্যিব পৃ. ৭৩)
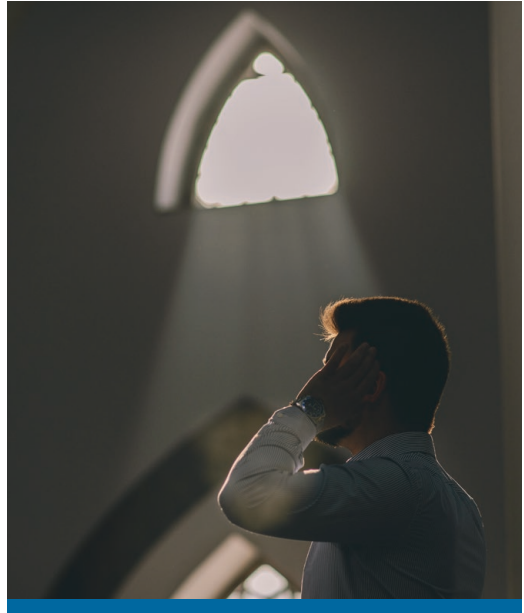
আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **‘আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী দুআ ফিরিয়ে দেয়া হয় না’**। (নাসাঈ ৯৮৯৫, ইবনে খুজাইমা এটাকে সহীহ বলেছেন ১/২২১/৪২৫)

ফজরের সুন্নাত। এখানে কয়েকটি সুন্নাত রয়েছে :

ফজরের সুন্নাত হলো দীনের প্রথম সুন্নাতে রাতেবা (মুয়াক্কাদা)। এখানে কয়েকটি সুন্নাত আমল রয়েছে। তবে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে ‘সুনানে রাওয়াতেব’ নিয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার। এক কথায় সুন্নাতে রাতেবা হলো : ফরজ নামাজের পরে সবসময় পড়তে হয় এমন সুন্নাত। আর সেটা হলো বারো রাকাআত।

উম্মে হাবীবা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, **‘যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে বারো রাকাআত নামাজ পড়বে, জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মিত হবে**। (মুসলিম ৭২৮), তিরমিযীতে আরও একটু বিস্তারিত রয়েছে : **যোহরের আগে চার রাকাআত। যোহরের পরে দুই রাকাআত। মাগরিবের আগে দুই রাকাআত। ইশার পরে দুই রাকাআত এবং ফজরের আগে দুই রাকাআত**। (তিরমিযী- ৪১৫। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ)

সুন্নাতে রাতেবা নামাজ ঘরে আদায় করা উত্তম।

যায়দ বিন সাবেত রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **‘সুতরাং তোমরা তোমাদের ঘরে নামাজ পড়ো। কেননা ফরজ নামাজ ছাড়া ঘরের নামাজই শ্রেষ্ঠ নামাজ’**। (বুখারী ৭২৯০, মুসলিম ৭৮১)

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতে রাতেবা (মুয়াক্কাদা)

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতে রাতেবা হলো ফজরের সুন্নাত। দলীল হলো :

১) আয়েশা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, ‘নফল নামাজের ভেতর থেকে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত অপেক্ষা অধিক যত্নের আর কিছু তাঁর কাছে ছিল না’। (বুখারী ১১৯৬, মুসলিম ৭২৪)

২) আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **‘ফজরের দুই রাকাআত নামাজ দুনিয়া ও দুনিয়ার ভেতরে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর চেয়ে উত্তম’**। (মুসলিম ৭২৫)

ফজরের সুন্নাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

এক. ঘরে ও সফরে উভয় অবস্থায় এই সুন্নাত পড়ার সমান গুরুত্ব রয়েছে। **বুখারী ও মুসলিম শরীফে** এ ব্যাপারে হাদীস রয়েছে। এর বিপরীতে অন্যান্য নামাজের সুন্নাতগুলো সফরের সময় ছেড়ে দেয়াই সুন্নাত। যেমন যোহর, মাগরিব ও ইশার সুন্নাত।

দুই. এই সুন্নাত দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে যা কিছু রয়েছে সবচেয়ে উত্তম- যেমনটা পূর্বে বলা হয়েছে।

তিন. এই দুই রাকাআত সুন্নাত সংক্ষিপ্তাকারে আদায় করা সুন্নাত।

দলীল : আয়েশা রা. এর হাদীস। তিনি বলতেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের দুই রাকাআত (সুন্নাত) এত হালকা করে পড়তেন যে আমি (মনে মনে) বলতাম, তিনি কি তাতে সূরা ফাতেহা পড়েছেন নাকি পড়েননি?' (বুখারী ১১৭১, মুসলিম ৭২৪)

তবে শর্ত হলো, হালকা করতে গিয়ে যেন ওয়াজিব ছুটে না যায়। কিংবা মুরগীর মতো ঠোকর দিয়ে নামাজ না পড়তে হয়। তাতে সুন্নাত ধরতে গিয়ে নিষিদ্ধ কাজ করা হবে।

চার. ফজরের সুন্নাত নামাজের প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতেহার পরে সূরা কাফিরূন আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়া সুন্নাত। মুসলিম শরীফে আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস এটার দলীল।

অথবা চাইলে প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতেহার পরে সূরা বাক্বারার নিম্নোক্ত আয়াত পড়তে পারে : قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [বাক্বারা : ১৩৬]

আর দ্বিতীয় রাকাআতে আলে ইমরানের নিম্নোক্ত আয়াত পড়বে : قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [আলে ইমরান : ৫২]। দলীল মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাসের হাদীস। যেহেতু একাধিক সূরা পড়ার কথা রয়েছে। সুতরাং কখনও এটা পড়বে, কখনও অন্যটা পড়বে।

পাঁচ. ফজরের সুন্নাত আদায়ের পরে ডান কাতে শোয়া সুন্নাত।

দলীল:

আয়েশা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের দুই রাকাআত নামাজ পড়ে ডান কাত হয়ে শুইতেন। (বুখারী ১১৬০, মুসলিম ৭৩৬)

মসজিদে গমন করা। তাতে কয়েকটি সুন্নাত রয়েছে:

সাধারণত ফজর নামাজের জন্যই মানুষ দিনের সর্বপ্রথম মসজিদে যায়। এখানে কয়েকটি সুন্নাত রয়েছে। নিচে আমরা আলোচনা করছি :

১ আগে আগে মসজিদে যাওয়া সুন্নাত।

দলীল : আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যদি তারা আগে আগে মসজিদে যাওয়ার ফজীলত জানতো, তবে প্রতিযোগিতা শুরু করতো'। (বুখারী ৬১৫, মুসলিম ৪৩৭)

২ পবিত্র অবস্থায় থেকে বের হওয়া। এতে প্রতি কদমে সওয়াব হয়।

দলীল আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'বাড়িতে কিংবা বাজারে একাকী নামাজের চেয়ে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় বিশের অধিক গুণ শ্রেষ্ঠ। কেননা এক ব্যক্তি যখন কেবল নামাজের উদ্দেশ্যেই সুন্দরভাবে অজু করে মসজিদের পানে ঘর থেকে বের হয়, তখন তার প্রত্যেকটি কদমে একটি করে মর্যাদা বুলন্দ করে হয় এবং একটি করে গোনাহ ক্ষমা করা হয়। অতঃপর যখন মসজিদে থাকে, নামাজের জন্যই থাকে। তোমাদের কেউ যখন নামাজ পড়ার পরে সেই জায়গাতেই বসে থাকে, তবে যতক্ষণ সেখানে বসে থাকে ফিরিশতারা তার জন্য দুআ করতে থাকে। বলতে থাকে, 'হে আল্লাহ আপনি তাকে রহম করুন। তাকে ক্ষমা করে দিন। তার তাওবা কবুল করুন। বান্দা কাউকে কষ্ট দেয়া কিংবা অজু ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ফিরিশতারা এভাবে দুআ করতে থাকে'।** (মুসলিম ৬৪৯)

৩ ধীরে-সুস্থে ও শান্তভাবে মসজিদের দিকে যাওয়া

দলীল আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'ইকামত শুনলে তোমরা মসজিদের দিকে যাবে। **'সাকীনা' ও 'ওকার' এর সঙ্গে যাবে। তাড়াহুড়ো করবে না। (ইমামের সঙ্গে) যতটুকু পাবে ততটুকু পড়বে। আর যেটুকু ছুটে যাবে সেটা পূর্ণ করবে।** (বুখারী ৬৩৬, মুসলিম ৬০২)

ইমাম নববী র. বলেছেন, (হাদীসে ব্যবহৃত) 'সাকীনা' র সম্পৃক্ততা হচ্ছে চলাফেরার সঙ্গে। অর্থ হচ্ছে ধীরে চলা। অনর্থক কাজ থেকে বেঁচে থাকা। আর 'ওকার' এর সম্পৃক্ততা হচ্ছে অবস্থার সঙ্গে। অর্থ হচ্ছে চোখ অবনমিত রাখা। আওয়াজ অনুচ্চ রাখা এবং এদিক সেদিক না তাকানো'। নববী র. কৃত শরহে মুসলিম হাদীস নং ৬০২, 'ধীরে-সুস্থে মসজিদে আসা মুস্তাহাব এবং দৌড়ে আসা নিষেধ অধ্যায়'।

৪ মসজিদে ঢোকার সময় ডান পা আগে দেয়া এবং বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে বের হওয়া।

দলীল : আনাস রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'মসজিদে ঢোকার সময় প্রথমে ডান পা দেয়া আর বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা দেয়া সুন্নাত'। (হাকিম ১/৩৩৮ ; মুসলিমের শর্তে এটাকে সহীহ বলেছেন)

৫ মসজিদে ঢোকা ও বের হওয়ার সময় হাদীসে বর্ণিত দুআ পড়া।

اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

দলীল : আবু হুমাইদ অথবা আবু উসাইদ রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন যেন বলে 'আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিক'। আর যখন বের হয়, তখন যেন বলে, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিক'**। (মুসলিম ৭১৩)

৬ দুই রাকাআত 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' নামাজ পড়া

আগে আগে মসজিদে এলে বসার আগে দুই রাকাআত নামাজ পড়া সুন্নাত। এটাকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ বলা হয়। দলীল আবু কাতাদা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন দুই রাকাআত নামাজ পড়া ব্যতীত যেন না বসে'**। (বুখারী ১১৬৩, মুসলিম ৭১৪)
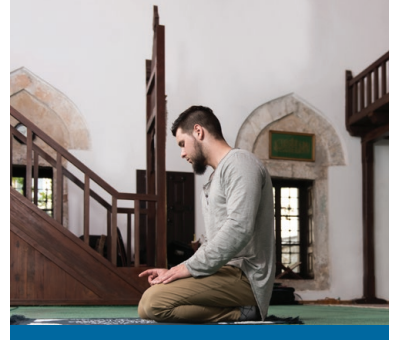
যেসব ফরজ নামাজের আগে সুন্নাত রয়েছে, সেসব নামাজের সুন্নাত আদায় করলেই তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় হয়ে যাবে। উদাহরণত ফজর কিংবা যোহরের সুন্নাত। যদি চাশতের সময় মসজিদে প্রবেশ করে তখন চাশতের নামাজ। অথবা মসজিদে যদি বিতরের নামাজ আদায় করে অথবা কোনো ফরজ আদায় করে সেটাও তাহিয়্যাতুল মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজের উদ্দেশ্য হলো বসার আগে নামাজ পড়া। এভাবেই নামাজের দ্বারা মসজিদ আবাদ করা হবে। ফলে নামাজ ছাড়া সেখানে কেউ যাবে না।

৭ পুরুষের প্রথম কাতারে থাকার চেষ্টা করা। তাদের জন্য প্রথম কাতার উত্তম। আর নারীদের জন্য শেষের কাতার উত্তম।

দলীল : আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'পুরুষের জন্য সর্বোত্তম কাতার হলো সামনের কাতার। আর সর্বনিম্ন কাতার হলো পেছনের কাতার। অপরদিকে নারীদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হলো পেছনের কাতার। আর সর্বনিম্ন কাতার হলো সামনের কাতার'**। (মুসলিম : ৪৪০) সর্বোত্তম কাতার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শ্রেষ্ঠত্ব ও সওয়াবের দিক থেকে উত্তম আর সর্বনিম্ন কাতার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শ্রেষ্ঠত্ব ও সওয়াবের দিক থেকে সবচেয়ে কম।

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে আরও একটি মাসআলা জানা গেলো। সেটা হচ্ছে যখন নারী-পুরুষ একই জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করে এবং তাদের মাঝে দেয়াল কিংবা অন্য কোনো আড়াল না থাকে। তখন নারীদের জন্য সবচেয়ে উত্তম কাতার হলো পেছনের কাতার। কেননা এটা পুরুষের দৃষ্টি থেকে তাদের সুরক্ষার সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। তবে যদি উভয়ের মাঝে দেয়াল বা এজাতীয় কিছু থাকে ; উদাহরণত বর্তমান সময়ের মসজিদগুলোতে যেমন রয়েছে, সেক্ষেত্রে নারীদেরও সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে সামনের কাতার। কারণ এ অবস্থায় নিষেধাজ্ঞার 'ইল্লত' বা কারণ বিদ্যমান নেই। আর ফিক্বহী কায়েদা হচ্ছে, 'ইল্লাত' তথা কারণ বিদ্যমান থাকা না থাকার সঙ্গে হুকুমও সম্পৃক্ত। সুতরাং একদিকে কারণ বিদ্যমান নেই। অপরদিকে সাধারণভাবেই নামাজের শ্রেষ্ঠ কাতার বলা হয়েছে সামনের কাতারকে। এর অসংখ্য দলীল রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করছি :

আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যদি মানুষেরা জানতো আযান দেয়া ও প্রথম কাতারে নামাজ পড়ার ভেতরে কতটা ফজীলত রয়েছে, তাহলে প্রয়োজনে তারা এর জন্য লটারির ব্যবস্থা করতো। যদি তারা জানতো আগে আগে মসজিদে যাওয়ার ভেতরে কতটা ফজীলত রয়েছে, তবে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করতো। যদি তারা জানতো ইশা ও ফজরের নামাজে কী রয়েছে, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও মসজিদে এসে নামাজ পড়তো'**। (বুখারী ৬১৫, মুসলিম ৪৩৭)

৮ মুক্তাদীর জন্য ইমামের কাছাকাছি দাঁড়ানো সুন্নাত।

যেমনটি আমরা পেছনে বলেছি, মুক্তাদীর জন্য সর্বোত্তম হলো সামনের কাতার। পাশাপাশি যথাসাধ্য ইমামের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করবে। কেননা সামনের কাতার হওয়ার পাশাপাশি ইমামের ডানে ও বামে যত কাছে থাকবে ততোই উত্তম।

দলীল :

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'তোমাদের ভেতর থেকে আমার আশপাশে যেন জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান লোক থাকে'**। (আবু দাউদ ৬৭৪, তিরমিযী ২২৮)। এ হাদীস দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, যে কোনো দিক থেকেই হোক, ইমামের কাছাকাছি থাকা উচিত।

নামাজের সুন্নাতসমূহ

◆ মসজিদে জামাআতের সঙ্গে নামাজ ত্যাগ করার কারণে মানুষ আরও অনেকগুলো ফজীলত থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ মসজিদের দিকে প্রত্যেক কদমে আল্লাহর কাছে বান্দার মর্যাদা বুলন্দ হয়। গোনাহ মাফ হয়।

নামাজের ভেতরে অসংখ্য সুন্নাত রয়েছে। নিচে আমরা সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করছি:

‹১› ‘সুতরা’। এক্ষেত্রে সুন্নাত বিষয়গুলো হচ্ছে:

১ ‘সুতরা’ ব্যবহার করা।

জামাতের ইমাম কিংবা একাকী নামাজ আদায়কারীর জন্য ‘সুতরা’ ব্যবহার করা সুন্নাত। আর মুক্তাদীর জন্য ইমামের সুতরা-ই যথেষ্ট।

দলীল হচ্ছে আবু সাঈদ খুদরী রা. এর ‘মারফূ’ হাদীস। হাদীসের অংশবিশেষ হচ্ছে : **‘তোমাদের কেউ যখন নামাজ পড়ে তখন যেন মানুষের থেকে আড়াল গ্রহণ করে...’** (বুখারী ৫০৯, মুসলিম ৫০৫)। নামাজে ‘সুতরা’ গ্রহণ সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বস্তু সুতরা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। উদাহরণত খাট, দেয়াল, খেজুরের কাণ্ড, কাঠের টুকরা, বল্লম, বর্শা, এমনকি সওয়ারী ইত্যাদি।

লোকালয় কিংবা মরুভূমিতে, ঘরে কিংবা সফরে সকল অবস্থাতেই ‘সুতরা’ ব্যবহার করা উচিত। সামনে দিয়ে কারও যাওয়ার আশংকা থাকুক বা না থাকুক। কেননা হাদীসে এ ব্যাপারে কোনো পার্থক্যের কথা আসেনি। তাছাড়া নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে ও সফরে সবসময় সুতরা ব্যবহার করতেন। আবু জুহাইফা রা. এর হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। (বুখারী ৫০১, মুসলিম ৫০৩)

২ সুতরা কাছাকাছি রাখা সুন্নাত।

সুতরা এতটা কাছাকাছি রাখা সুন্নাত যে, সিজদার জায়গা আর সুতরার মাঝে যেন বেশির চেয়ে বেশি একটা ছাগল অতিক্রম করার জায়গা থাকে।

দলীল হচ্ছে সাহল বিন সা'দ সায়েদী র. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামাজের জায়গা আর দেয়ালের মাঝে একটি বকরী অতিক্রম করার মতো জায়গা থাকতো'। (বুখারী ৪৯৬, মুসলিম ৫০৮)। এখানে নামাজের জায়গা বলতে উদ্দেশ্য হলো সিজদার জায়গা। অপরদিকে মুসনাদে আহমদ ও সুনানে আবু দাঊদ এ এসেছে যে, নবীজী ও সুতরার মাঝে তিন হাত জায়গা থাকতো (আহমদ ৬২৩১, আবু দাঊদ ২০২৪, আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন, (সহীহ আবু দাঊদ ৬/২৬৩) বুখারীতে এটার দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় (৫০৬)। এই হিসাব মূলত পায়ের ও সুতরার মাঝের জায়গা।

৩ নামাজের সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাধা দেয়া সুন্নাত।

দলীল : আবু সাঈদ রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'তোমাদের যখন কেউ সামনে সুতরা রেখে নামাজ পড়ে, এরপর কোনো লোক তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে যায়, তখন সে যেন তার গলায় ধাক্কা দেয়। তারপরেও যদি লোকটি ক্ষান্ত না হয়, তবে যেন তার সঙ্গে মারামারি শুরু করে দেয়। কেননা সে হচ্ছে শয়তান'**। (মুসলিম ৫০৫)

আর যদি সামনে দিয়ে মহিলা, কালো কুকুর বা গাধা ইত্যাদি অতিক্রম করতে যায়, তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তাদের প্রতিহত করা ওয়াজিব। কেননা আবু যর রা. এর হাদীস অনুযায়ী এগুলো নামাজের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামাজ ভেঙে যায়। (মুসলিম ৫১০)। তবে মহিলা ছাড়া অন্য কিছু অতিক্রম করলে নামাজ ভাঙে না। ইবনে উসামীন র. এর বক্তব্যও এটা।

৪ প্রত্যেক নামাজের সময় মিসওয়াক করা সুন্নাত।

যেসকল স্থানে মিসওয়াকের ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বের কথা এসেছে, এটা হলো তার তৃতীয় স্থান।

দলীল:

আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যদি আমি আমার উম্মতের (কিংবা বলেছেন) মানুষের ওপর কষ্টের আশংকা না করতাম, তবে প্রত্যেক নামাজের সময় তাদের মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম'**। (বুখারী ৮৮৭)

‹২› কিয়াম (দণ্ডায়মান) অবস্থায় নিম্নোক্ত কাজগুলো সুন্নাত:

১ তাকবীরে তাহরিমার সময় হাত উঠানো।

দলীল ইবনে উমর রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন নামাজ শুরু করতেন, রুকূর জন্য তাকবীর বলতেন তখন কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতেন। আবার যখন রুকূ থেকে মাথা উত্তোলন করতেন, তখনও দুই হাত তুলতেন এবং বলতেন, **'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদু'। সিজদার সময় তিনি হাত তুলতেন না'**। (বুখারী ৭৩৫, মুসলিম ৩৯০)

ইবনে হুবাইরা র. বলেন, উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত তোলা ওয়াজিব নয়; সুন্নাত। (দেখুন আল ইফসাহ ১/১২৩)

সুন্নাহ অনুযায়ী নামাজের চার জায়গাতে হাত তোলার কথা এসেছে

এই তিনটি সময় হাত তোলার কথা বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ইবনে উমর রা. এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। চতুর্থটি হলো :

প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ শেষ করে দাঁড়ানোর সময়

এটাও বুখারী শরীফে ইবনে উমর রা. এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত

২ হাত তোলার সময় আঙুলগুলো ছড়িয়ে রাখা সুন্নাত।

দলীল আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাজে দাঁড়ানোর সময় দুই হাত তুলতেন। তখন তার আঙুলগুলো ছড়ানো থাকতো। (আহমদ ৮৮৭৫, আবূ দাঊদ ৭৫৩, তিরমিযী ২৪০, আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন। দেখুন সহীহ আবু দাঊদ ৩/৩৪১)

৩ সুন্নাতী জায়গা পর্যন্ত হাত ওঠানো।

হাদীসে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে দুই পদ্ধতিতে হাত তোলার কথা এসেছে। বুখারী ও মুসলিমে ইবনে উমর রা. থেকে কাঁধ বরাবার হাত তোলার কথা এসেছে। (বুখারী ৭৩৫, মুসলিম ৩৯০) । অপরদিকে সহীহ মুসলিমে মালেক বিন হুআইরিস রা. এর হাদীসে কানের লতি বরাবর হাত তোলার কথা এসেছে। (মসুলিম ৩৯১)। সুতরাং কখনও এই হাদীস অনুযায়ী আবার কখনও ঐ হাদীস অনুযায়ী আমল করা উত্তম।

৪ তাকবীরে তাহরীমার পরে বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখা সুন্নাত।

এ ব্যাপারে ইবনে হুবাইরা. র. এর বক্তব্য অনুযায়ী, সকল উলামায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে। (দেখুন- আল ইফসাহ ১/১২৪)

৫ ডান হাত দিয়ে বাম হাত আঁকড়ে ধরা সুন্নাত।

এটা একাধিক পদ্ধতিতে করা যায় :

প্রথম পদ্ধতি: ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখবে। দলীল ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, **'আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখেছি, নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় তিনি ডান হাত দিয়ে বাম হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ধরতেন'**। (আবু দাঊদ ৭৫৫, নাসাঈ ৮৮৮, আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন)

দ্বিতীয় পদ্ধতি : ডান হাত বাম হাতের অগ্রবাহুর ওপর রাখবে। দলীল সাহল ইবনে সা'দ রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, **'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে) লোকদেরকে নামাজের ভেতরে বাম হাতের অগ্রবাহুর ওপর ডান হাত রাখতে নির্দেশ দেয়া হতো'**। (বুখারী ৭৪০)

সুতরাং সবগুলো হাদীসের ওপর আমল করার প্রতি লক্ষ রেখে কখনও বাম হাতের ওপর স্বাভাবিকভাবে রাখবে। আবার কখনও বাম হাতের অগ্রবাহুর ওপর ডান হাত রাখবে।

৬ সানা পড়া সুন্নাত।

নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সানার অনেকগুলো পদ্ধতি পাওয়া যায়। সুতরাং একেক সময় একেকটার ওপর আমল করবে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটা বর্ণনা হচ্ছে :

১) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, তাবারকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা, ওয়া লা ইলাহা গাইরুক'। দলীল আবু সাঈদ রা. এর হাদীস- (আহমদ ১১৪৩৭, আবু দাউদ ৭৭৬, তিরমিযী ২৪৩, নাসাঈ ৯০০)। হাদীসটির ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কিরামের বক্তব্য রয়েছে। তবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হওয়ার কারণে হাদীসটির মান বেড়েছে। ইবনে হাজার র. এটাকে হাসান বলেছেন (নাতাইজুল আফকার ১/৪১২)

২) الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيه

'আল-হামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তাইয়্যিবান মুবারকান ফীহ'। এই দুআর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'আমি দেখেছি বারোজন জন ফিরিশতা দুআটি আকাশে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করছে'**। (আনাস রা. এর হাদীসের অংশ ; মুসলিম ৬০০)

৩) اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

'আল্লাহুম্মা বায়িদ বাইনী ওয় বাইনা খাতাইয়া কামা বাআদতা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি। আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মিনাল খাতাইয়া কামা ইউনাক্কাস সাওবুল আবইয়াজু মিনাদ-দানাসি। আল্লাহুম্মাগসিলনি মিন খাতাইয়ায়া বিস-সালজি ওয়াল মায়ি ওয়াল বারাদি'। (বুখারী ৭৪৪, মুসলিম ৫৯৮। আবু হুরাই রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ)

৪〉 اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً ، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيراً ، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

'আল্লাহু আকবার কাবীরা। ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাসীরা। ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসীলা'। এই দুআর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'আমি আশ্চর্য হয়েছি। এটার জন্য আকাশের দরজাগুলো খুলে গিয়েছে'**। (মুসলিম ৬০১ : ইবনে উমর রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ)

৭ শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া সুন্নাত।

বিভিন্ন দুআর মাধ্যমে আশ্রয় চাওয়া যেতে পারে। হাদীসে কয়েকটি পদ্ধতি এসেছে। একেক সময় একেকটার ওপর আমলা করা উত্তম। নিচে আমরা কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করছি :

১〉 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম'।

এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের পছন্দনীয় পদ্ধতি। দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী :{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} সূরা নাহল : ৯৮ অর্থ : **'যখন তুমি কুরআন পড়তে থাকো, তখন 'শাইতানির রাজীম' তথা কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো'**।

২〉 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

'আউযুবিল্লাহি মিনাস সামীইল আলীমি মিনাশ শাইতানির রাজীম'।

দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী : {وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} অর্থ : যদি শয়তান থেকে কেনো কুমন্ত্রণা আসে, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় কামনা করো। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন। সূরা ফুসসিলাত : ৩৬

৮ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়া।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

'আউযুবিল্লাহ' এর পরে 'বিসমিল্লাহ' বলা সুন্নাত। 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পুরোটা পড়বে। দলীল : নুআইম আল মুজমির রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'আমি আবু হুরাইরা রা. এর পেছনে নামাজ পড়েছি। তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়েছেন এরপর সূরা ফাতেহা পড়েছেন'..। উক্ত বর্ণনায় আরও এসেছে, 'ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের সবার থেকে আমার নামাজ নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামাজের অধিক সদৃশ'। (নাসাঈ ৯০৬, ইবনে খুজাইমা এটাকে সহীহ বলেছেন ১/২৫১। ইমাম দারাকুতনী বলেন, 'এটা সহীহ হাদীস। সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য'। (সুনান ২/৪৬)

এতকিছু সত্ত্বেও নামাজে এটা পড়া ওয়াজিব নয়। কেননা নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন এক ব্যক্তিকে (হাদীসুল মুসী ফী সালাতিহী শীর্ষক হাদীসের ব্যক্তি) নামাজের আরকান ও ওয়াজিবগুলো শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন বিসমিল্লাহ শিখাননি। বরং সরাসরি সূরা ফাতেহার করা বলেছেন। যেমনটা আবু হুরাইরা রা. এর হাদীসে পাওয়া যায়। (বুখারী ৭৫৭, মুসলিম ৩৯৭)

৯ ইমামের সঙ্গে আমীন বলা

যেসব নামাজে উচ্চস্বরে ক্বিরাত পড়া হয়, সেসব নামাজে ইমাম সাহেব যখন সূরা ফাতিহা শেষ করে আমীন বলবেন, তখন মুক্তাদীগণের জন্যও আমীন বলা সুন্নাত। দলীল আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যখন ইমাম আমীন বলেন তখন তোমরাও আমীন বলো। কেননা যার আমীন ফিরিশতাদের আমীনের সঙ্গে মিলে যাবে, তার পেছনের সকল পাপ মোচন করে দেয়া হবে'**। (বুখারী ৭৮০, মুসলিম ৪১০)

১০ সূরা ফাতিহার সঙ্গে একটি সূরা মিলিয়ে পড়া।

প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ফাতেহার সঙ্গে একটি সূরা মিলিয়ে পড়া সুন্নাত। এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের বক্তব্য। দলীল হচ্ছে আবু কাতাদা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহরের নামাজের প্রথম দুই রাকাআতে সূরা ফাতেহা পড়তেন। সঙ্গে আরও দুইটি সূরা পড়তেন। প্রথম সূরাটি একটু বড় হতো। দ্বিতীয় রাকাআতের সূরাটি একটু ছোট হতো'। (বুখারী ৭৫৯, মুসীরম ৪৫১)

তবে যেসব নামাজে উচ্চস্বরে ক্বিরাত পড়া হয়, সেসব নামাজে মুক্তাদী সূরা ফাতেহার পরে কোনো সূরা পড়বে না; বরং ইমামের ক্বিরাত শুনবে।

ইবনে কুদামা র. বলেন, 'প্রত্যেক নামাজের প্রথম দুই রাকাআতে সূরা ফাতেহার পরে অন্য একটি সূরা পড়া সুন্নাত- এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মাঝে কোনো মতভেদ আমাদের জানা নেই'। (দেখুন আল-মুগনী ১/৫৬৮)

〈৩〉 রুকূর সুন্নাতসমূহ

১ রুকূ অবস্থায় দুই হাত দিয়ে হাঁটু শক্ত করে ধরে রাখা ও আঙুলগুলো ছড়িয়ে রাখা সুন্নাত।

দলীল আবু হুমাইদ রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের ভেতরে রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামাজ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত। আমি দেখেছি, যখন তিনি তাকবীর দিতেন, তার হাত দু'খানা কাঁধ বরাবর তুলতেন। আর যখন রুকূ করতেন, তখন হাত দিয়ে হাঁটু শক্ত করে ধরতেন। এরপর পিঠকে সমানভাবে মাটির দিকে ঝুঁকাতেন'। (বুখারী ৮২৮) আবূ মাসঊদ রা. এর হাদীসে এসেছে, 'হাঁটুর চারপাশে আঙুলগুলো ছড়িয়ে রাখতেন' (আহমদ ১৭০৮১, আবু দাউদে হাসান সনদে বর্ণিত ৮৬৩)। ইবনে খুযাইমাতে বর্ণিত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. এর হাদীসেও এর 'শাহেদ' (সদৃশ বর্ণনা) রয়েছে।

২ রুকূতে পিঠ সমানভাবে বিছিয়ে দেয়া সুন্নাত।

দলীল আবু হুমাইদ সায়েদী রা. এর হাদীস। রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ... 'যখন রুকূতে যেতেন, তখন হাত দিয়ে শক্তভাবে হাঁটু ধরতেন এরপর মাটির দিকে পিঠকে সমানভাবে ঝুঁকাতেন'.... (বুখারী ৮২৮)। একইভাবে মাথাও উপরে না উঠিয়ে বা নিচে না ঝুঁকিয়ে পিঠ বরাবর রাখা সুন্নাত। দলীল সহীহ মুসলিমে আয়েশা রা. এর হাদীস। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রুকূর বর্ণনা দিয়ে বলেন :
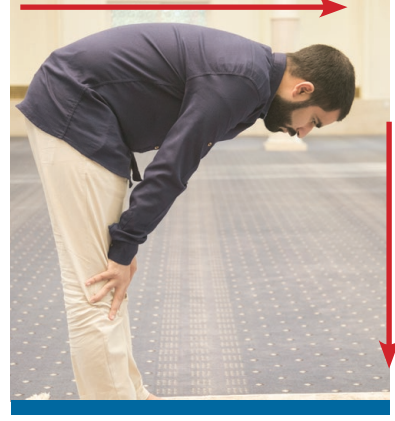
'তিনি যখন রুকূ করতেন, তখন মাথা উঁচু করতেন না কিংবা নিচু করতেন না। বরং মাঝামাঝি রাখতেন'। (মুসলিম ৪৯৮)

৩ রুকূর সময় কনুইকে পার্শ্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা সুন্নাত।

সুতরাং রুকূর সময় কনুইকে পার্শ্বদেশের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে না। দলীল পেছনে উল্লিখিত আবু মাসঊদ রা. এর হাদীস। সেটার অংশ বিশেষ হলো : ...'অতঃপর তিনি (আবু মাসঊদ) রুকূ করলেন এবং হাত দু'খানি পার্শ্বদেশ থেকে আলাদা রাখলেন। এরপর দুই হাঁটুর ওপর হাত রেখে আঙুলগুলো ছড়িয়ে রাখলেন। অতঃপর তিনি বললেন, এভাবেই আমি আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাজ পড়তে দেখেছি'। (আহমদ ১৭০৮১, আবু দাঊদ ৮৬৩, নাসাঈ ১০৩৮ ; আরও দেখুন : হাশিয়া ২)
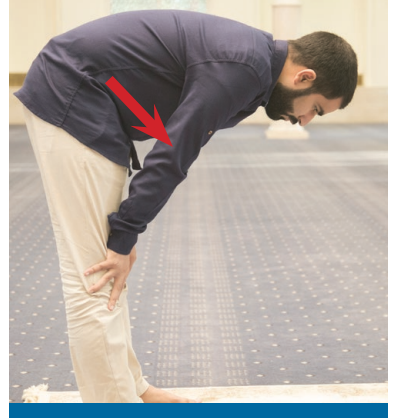
তবে হাতের কনুইকে পার্শ্বদেশ থেকে দূরে রাখার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না। অবস্থা এমন যেন না হয় যে, আশপাশের লোকদের গায়ে লেগে গিয়ে সেটা তাদেরকে কষ্ট দেয়। কেননা সুন্নাত আদায় করতে গিয়ে মুসল্লীদের কষ্ট দেয়ার কোনো সুযোগ নেই।

ইমাম নববী র. রুকূ অবস্থায় কনুইকে দূরে রাখার ব্যাপারে বলেন, 'এটা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের কোনা মতভেদ নেই। ইমাম তিরমিযীও রুকূ ও সিজদাতে এটা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের সর্বোত সিদ্ধান্ত বর্ণনা করেছেন। (দেখুন : মাজমূ' ৩/৪১০)

৪ রুকূতে থাকা অবস্থায় হাদীসে বর্ণিত দুআগুলো পড়া।

রুকূতে থাকা অবস্থায় **'সুবহানা রাব্বী আল-আযীম'** এর পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন দুআ ও যিকির পড়াও সুন্নাত। **নিচে আমরা কয়েকটি দুআ উল্লেখ করছি:**

১) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা। আল্লাহুম্মাগ ফিরলী'- আয়েশা রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ। (বুখারী ৭৯৪, মুসলিম ৪৮৪)

২) سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ

'সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার-রূহ'- আয়েশা রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ (মুসলিম ৪৮৭)

৩) اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي ، وَمُخِّي ، وَعَظْمِي ، وَعَصَبِي

'আল্লাহুম্মা লাকা রাকা'তু, ,ওয়া বিকা আমানতু, ওয়া লাকা আসলামতু, খাশাআ লাকা সাময়ী, ওয়া বাসারী, ওয়া মুখখী, ওয়া আজমী, ওয়া আসাবী' । (মুসলিম ৭৭১- আলী রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ)

৪) سبحانَ ذِي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكوتِ وَالكِبْرِياءِ وَالعَظَمَة

'সুবহানা যিল জাবারূতি ওয়াল মালাকূতি ওয়াল কিবরিয়ায়ি ওয়াল আজামাতি' (আহমদ ২৩৪১১, আবু দাঊদ ৮৭৩, নাসাঈ ১০৫০ ; আউফ ইবনে মালিকের হাদীসের অংশবিশেষ। আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন- সহীহু আবু দাঊদ ৪/২৭)

৪ রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সুন্নাতসমূহ:

১ ধীরে ধীরে এবং সময় নিয়ে আদায় করা।

দলীল সাবেত বুনানী সূত্রে আনাস রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'নবীজী কে যেভাবে আমি আমাদের সঙ্গে নামাজ পড়তে দেখেছি, আমিও সেভাবেই তোমাদের সঙ্গে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে চেষ্টায় ক্রুটি রাখবো না। তিনি (সাবেত) বলেন, আমি আনাস রা. কে নামাজে এমন একটি কাজ করতে দেখেছি যেটা তোমাদেরকে করতে দেখি না। যখন তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন, তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। এত লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন, যে কেউ দেখলে বলতো তিনি (নামাজের কথা) ভুলে গেছেন। একইভাবে যখন সিজদা থেকে তিনি মাথা তুলতেন, এত দীর্ঘসময় বসতেন, যে কেউ দেখলে বলতো তিনি ভুলে গেছেন'। (বুখারী ৮২১, মুসলিম ৪৭২)

২ ‘রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ’ বিভিন্নভাবে বলা।

১〉 اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

‘আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ’ (বুখারী ৭৯৫)। আবু হুরাইরা রা. এর হাদীসের অংশ বিশেষ।

২〉 اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

‘আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ’ (বুখারী ৭৯৬, মুসলিম ৪০৪)। আবু হুরাইরা রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ।

৩〉 رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

‘রাব্বানা লাকাল হামদ’ (বুখারী ৭৯৯), মুসলিম ৪১১)। আয়েশা রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ।

৪〉 رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

‘রাব্বানা লাকাল হামদ’ (বুখালী ৭২২)। আবু হুরাইরা রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ।

বর্ণনার এই বিভিন্নতার কারণে আমলের ভেতরেও বৈচিত্র নিয়ে আসা উচিত। একেক সময় একেকটা পড়া উচিত।

৩ রুকূ থেকে ওঠার পরে হাদীসে বর্ণিত দুআগুলো পড়া সুন্নাত।

রুকূ থেকে ওঠার পরে হাদীসে যেসব দুআর কথা এসেছে :

১〉 رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

‘রাব্বানা লাকাল হামদু, মিলউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, ওয়া মিলউ মা শি’তা মিন শাইয়িন বা’দু, আহলুস-সানায়ি ওয়াল মাজদি, আহাক্ক মা কালাল আবদু, ওয়া কুল্লুনা লাকা আবদুন। আল্লাহুম্মা লা মানেআ লিমা আ’তাইতা। ওয়ালা মু’তিয়া লিমা মানা’তা। ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু’। (মুসলিম ৪৭৭- আবু সাঈদ রা. এর হাদীস)।

২〉 الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ

‘আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তাইয়্যিবান মুবারাকান ফীহ’। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দুআর ফজীলত সম্পর্কে বলেছেন, **‘আমি দেখেছি বারোজন জন ফিরিশতা এই দুআ আসমানে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করছে’**। (মুসলিম ৬০০, বুখারী ৭৯৯)

৩〉 اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ

‘আল্লাহুম্মা তাহহিরনী বিস-সালজি ওয়াল বারাদি ওয়াল মাইল বারিদি। আল্লাহুম্মা তাহহিরনী মিনায যুনূবি ওয়াল খাতাইয়া কামা ইউনাক্কাস-সাউবুল আবইয়াজু মিনাল ওয়াসাখি’। (মুসলিম ৪৭৬)

এভাবে যখন এসব দুআ পড়া হবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সময়ও দীর্ঘ হবে।

〈৫〉 সিজদার সুন্নাতসমূহ

১ সিজদার ভেতরে বাহুদ্বয়কে পার্শ্বদেশ থেকে এবং পেটকে উরু থেকে দূরে রাখা সুন্নাত।

দলীল আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনাতা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন নামাজ পড়তেন, তখন (সিজদা অবস্থায়) হাত দু'খানি এতটাই ছড়িয়ে রাখতেন যে তার বগলের শুভ্রতা দেখা যেতো'। (বুখারী ৩৯০, মুসলিম ৪৯৫)। আরও দলীল হচ্ছে মাইমূনা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সিজদা করতেন, তখন ছোট একটি মেষ-শাবক অনায়াসে তাঁর মাঝ দিয়ে চলে যেতে পারতো'। (মুসলিম ৪৯৬)

হাত ছড়িয়ে রাখার এই যে বিধান, এটা কেবল তখনই আমল করা হবে, যখন সেটা আশপাশের মুসল্লীদের কষ্টের কারণ না হবে। রুকূতেও বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি।

একইভাবে সিজদার আরেকটি সুন্নাত হচ্ছে দুই উরুকে বিচ্ছিন্ন রাখা। একসঙ্গে মিলিয়ে না ফেলা। পাশাপাশি পেটকে উরুর ওপর ভর না দিয়ে রাখা। বরং উরুকে পেট থেকে দূরে রাখা। দলীল হচ্ছে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামাজের বর্ণনা প্রসঙ্গে আবু হুমাইদ রা. এর হাদীস : ...'যখন তিনি সিজদা করতেন তখন উরু দু'খানি বিচ্ছিন্ন রাখতেন। পেটকে উরুর ওপর ভর দিয়ে রাখতেন না'। (আবু দাউদ ৭৩৫ ; শাওকানী র. প্রমুখ আলেমদের বর্ণনা মতে, এটার সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের ঐক্য রয়েছে।

শাওকানী র. বলেন, 'উক্ত হাদীসে সিজদা অবস্থায় উভয় উরুকে বিচ্ছিন্ন রাখা, পেটকে উরু থেকে দূরে রাখার বিধান এসেছে। এই ব্যাপারে কোনো মতভেদ পাওয়া যায় না'। (দেখুন নাইলুল আওতার ২/২৫৭)

২ সিজদা অবস্থায় পায়ের আঙুলগুলো কিবলামুখী করে রাখা সুন্নাত।

দলীল আবু হুমাইদ রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের মাঝে প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামাজ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত'। উক্ত

হাদীসে এসেছে, 'যখন সিজদা করলেন, তখন হাতকে স্বাভাবিকভাবে মাটিতে রাখলেন। ছড়িয়েও রাখলেন না আবার মুষ্টিবদ্ধও করলেন না। আর পায়ের আঙুলগুলো কিবলামুখী করে রাখলেন'। (বুখারী ৮২৮)

অপরদিকে সিজদার সময় হাতের আঙুলগুলো মিলিয়ে কিবলামুখী করে রাখা সুন্নাত। দলীল মুআত্তা ইমাম মালেকে ইবনে উমর রা. এর হাদীস। তাছাড়া মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে হাফস ইবনে আসেম রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, '(সিজদার ভেতরে) আঙুলগুলো মিলিয়ে কিবলামুখী করে হাত বিছিয়ে রাখা সুন্নাত। (দেখুন : মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/২৩৬)। ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. এর হাদীসেও বিষয়টি রয়েছে : 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সিজদা করতেন, আঙুলগুলো মিলিয়ে রাখতেন। হাইসামী র. এটাকে হাসান বলেছেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ২/১৩৫)

৩ সিজদার ভেতরে হাদীসে বর্ণিত দুআগুলো পড়া সুন্নাত।

সিজদার সময় **'সুবহানা রাব্বী আল-আ'লা'** ছাড়া আরও অনেক দুআ রয়েছে। সেগুলো পড়াও সুন্নাত। নিম্নে আমরা কয়েকটি উল্লেখ করছি :

১) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা। আল্লাহুম্মাগফিরলী'। (বুখারী ৭৯৪, মুসলিম ৪৮৪ ; আয়েশা রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ)।

২) سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ

'সুব্বুহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়ার রূহ'। (মুসলিম ৪৮৭ ; আয়েশা রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ)

৩) اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

'আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদতু, ওয়া বিকা আমানতু, ওয়া লাকা আসলামতু, সাজাদা ওয়াজহী লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া সাওয়ারাহ, ওয়া শাক্কা সামআহু ওয়া বাসারাহ। তাবারকাল্লাহু আহসানুল খালিকীন'। (মুসলিম ৭৭১ ; আলী রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ)

৪) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ

'আল্লাহুম্মাগফিরলী যামবী কুল্লাহ, দিক্কাহূ ওয়া জিল্লাহ। ওয়া আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহ, ওয়া আলানিয়্যাতাহু ওয়া সিররাহ'। (মুসলিম ৪৮৩ ; আবু হুরাইরা রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ)

৫) اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

'আল্লাহুম্মা আউযু বিরিযাকা মিন সাখাতিক, ওয়া বিমুআফাতিকা মিন উকুবাতিক, ওয়া আঅজু বিকা মিনকা, লা উহসী সানাআন আলাইক, আনতা কামা আসনাইতা আলা নাফসিক'। আয়েশা রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ। নামাজী ব্যক্তির সিজদা

অবস্থায় সাধ্যমতো এসব দুআ ও যিকির করা উচিত। একেক সময় একেকটা করা উত্তম। রুকূতে যেমন একবার 'সুবহানা রাব্বী আল-আযীম' বলা ওয়াজিব এবং এর চেয়ে বেশি বলা সুন্নাত ; একইভাবে সিজদাতেও একবার 'সুবহানা রাব্বী আল-আ'লা' বলা ওয়াজিব। দুইবার বা তিনবার বলা সুন্নাত।

৪ সিজদাতে বেশি বেশি দুআ করা সুন্নাত।

দলীল সহীহ মুসলিমে ইবনে আব্বাস রা .এর হাদীস। **'সিজদাতে তোমরা বেশি বেশি করে দুআ করো। কেননা সেটা কবুল হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে'**। (মুসলিম ৪৭৯)

‹৬› দুই সিজদার মাঝখানের বৈঠকে সুন্নাতসমূহ

১ ডান পা খাড়া করে বাম পা বিছিয়ে সেটার ওপর বসা সুন্নাত।

দলীল আবু হুমাইদ সায়েদী রা. এর মারফূ হাদীস। তাতে এসেছে, 'যখন তিনি দুই রাকাআতের মাঝে বসলেন, তখন বাম পায়ের ওপর বসলেন, এবং ডান পা খাড়া করে রাখলেন'। (বুখারী ৮২৮)

২ দীর্ঘক্ষণ বসা।

দলীল সাবেত বুনানী রা. এর হাদীস। পেছনে এটি উল্লেখ করা হয়েছে।

৩ দ্বিতীয় কিংবা চতুর্থ রাকাআতে দাঁড়ানোর আগে খানিক সময় বসা সুন্নাত।

এটাকে ফিক্বহী পরিভাষায় **'বিশ্রাম-বৈঠক'** বলা হয়। এখানে নির্দিষ্ট কোনো দুআ নেই।

এটার প্রমাণে তিনটি হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে :

মালেক বিন হুআইরিস রা. এর হাদীস। 'তিনি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নামাজ পড়তে দেখেছেন। যখন তিনি বেজোড় রাকাআতে থাকতেন (এক বা তিন) তখন সোজা হয়ে বসার আগ পর্যন্ত দাঁড়াতেন না'। (বুখারী ৮২৩) উল্লেখ্য, মালেক বিন হুআইরিসই নবীজীর প্রসিদ্ধ হাদীস- **'তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখো, সেভাবেই নামাজ পড়ো'- বর্ণনা করেছেন**। (বুখারী ৬৩১)

'বিশ্রাম বৈঠক' সুন্নাত কি না এই ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মতানৈক্য রয়েছে। বিশুদ্ধ বক্তব্য অনুযায়ী এটা সুন্নাত। দলীল মালেক রা. এর হাদীস। তাছাড়া ইমাম নববী, শাওকানী, বিন বায ও আলবানী র. সহ উম্মাহর বড় বড় উলামায়ে কিরাম এটার সুন্নাত হওয়ার

ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন মতামত দিয়েছেন। সৌদি আরবের ইফতা বোর্ড (লাজনা-দায়েমা) এর ফতোয়াও এটাই। (দেখুন 'ফাতওয়া ওয়া মাক্কালাত মুতানাওয়িআ' ১১/৯৯, ফাতওয়ায়ে লাজনা দায়েমা ৬/৪৪৫-৪৪৬)

নববী র. বলেন, 'এটাই বিশুদ্ধ মত। এ ব্যাপারে একাধিক সহীহ হাদীস রয়েছে'। (দেখুন ইমাম নববীর আল মাজমূ' ৩/৪৪১)

৭ তাশাহহুদের সুন্নাতসমূহ

১ তাশাহহুদের ভেতরে ডান পা খাড়া রাখা ও বাম পা বিছিয়ে রাখা সুন্নাত।

দ্বিতীয় রাকাআত শেষ করার পরে বসার সময় এভাবেই বসবে। চাই সেটা দুই রাকাআত, তিন রাকাআত কিংবা চার রাকাআত বিশিষ্ট যে নামাজই হোক না কেন। তাশাহহুদের জন্য বসলে এভাবে বসবে। দলীল আবু হুমাইদ সায়েদী রা. এর মারফূ হাদীস। তাতে এসেছে, 'যখন দ্বিতীয় রাকাআতে বসলেন, বাম পায়ের ওপর বসলেন এবং ডান পা সোজা রাখলেন'। (বুখারী ৮২৮)। আয়েশা রা. এর হাদীস। 'তিনি প্রত্যেক দুই রাকাআতে 'আত-তাহিয়্যাতু' পড়তেন। বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাড়া রাখতেন'। (মুসলিম ৪৯৮)

তিন রাকাআত কিংবা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাজের শেষ বৈঠকের আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

২ তাশাহহুদের সময় একাধিক পদ্ধতিতে হাত রাখা সুন্নাত।

নিচে আমরা দু'টি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করছি :

এক. উভয় হাত ঊরুর ওপর রাখবে।

দুই. উভয় হাত হাঁটুর ওপর রাখবে। অন্য কথায়, বাম হাত দিয়ে হাঁটুর বাটি ধরে রাখবে। ডান হাত দিয়ে ইশারা করবে- সামনে ইশারা সংক্রান্ত আলোচনা আসবে। আর বাম হাত সবসময় বিছিয়ে রাখবে।

দলীল ইবনে উমর রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন নামাজে বসতেন, তাঁর ডান হাত ডান উরুর ওপর রাখতেন। সব আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে কেবল বৃদ্ধাঙুলির পরের আঙুলটি (শাহাদাত আঙুল) দিয়ে ইশারা করতেন। আর বাম হাত বাম উরুর ওপর রাখতেন'। (মুসলিম ৫৮০)। অপর বর্ণনায় এসেছে, 'বাম হাতের পাতা দিয়ে বাম হাঁটু জড়িয়ে রাখতেন'। (মুসলিম (৫৭৯)

৩ তাশাহহুদের সময় আঙুল রাখার ক্ষেত্রে কয়েকটি সুন্নাত পদ্ধতি রয়েছে।

নিচে আমরা দু'টি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করছি :

প্রথম পদ্ধতি: ডান হাতের আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে রাখবে। কেবল শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা করবে। আর বাম হাত বিছিয়ে রাখবে।

দলীল ইবনে উমর রা. এর (পেছনে উল্লেখকৃত) হাদীস। '... তিনি হাতের আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে রাখলেন। কেবল বৃদ্ধাঙুলির পরের আঙুলটি (শাহাদাত) দিয়ে ইশারা করলেন...'। (মুসলিম ৫৮০)

দ্বিতীয় পদ্ধতি: ৫৩ এর মতো বানাবে। অন্য কথায়, অনামিকা ও কনিষ্ঠা আঙুল মুষ্টিবদ্ধ করে রাখবে। বৃদ্ধা ও মধ্যমা একসঙ্গে মিলিয়ে বৃত্ত বানাবে। শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা করবে। আর বাম হাতের আঙুল বিছিয়ে রাখবে।

দলীল ইবনে উমর রা. এর (পেছনে উল্লেখকৃত) অপর একটি বর্ণনার হাদীস। 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাশাহহুদের জন্য বসতেন, বাম হাত বাম হাঁটুর ওপর রাখতেন। ডান হাত ডান হাঁটুর ওপর রেখে ৫৩ এর মতো বানাতেন। শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন'। (মুসলিম ৮৫০)

৪ তাশাহহুদের একাধিক সুন্নাত বর্ণনা রয়েছে।

সুতরাং একেক সময় একেকভাবে পড়বে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পদ্ধতি হলো :

১) التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ ، وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

'আত-তাহিয়্যাতু লিল্লাহি, ওয়াস সালাওয়াতু, ওয়া তাইয়্যিবাত। আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু, ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু'। (বুখারী ১২০২, মুসলিম ৪০২) ইবনে মাসঊদ রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ।

২〉 **التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ**

'আত তাহিয়্যাতুল মুবারাকাতু, আস-সালাওয়াতুত তাইয়্যিবাতু লিল্লাহি। আস সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু...' এরপর বাকি অংশ পূর্বোক্ত তাশাহহুদের মতো পূর্ণ করবে। (মুসলিম ৪০৩) ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ।

৩〉 **التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لله ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ**

'আত-তাহিয়্যাতুত তাইয়্যিবাত, আসসালাওয়াতু লিল্লাহি, আস সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু...' (এরপর বাকি অংশ পূর্বোক্ত তাশাহহুদের মতো পূর্ণ করবে। (মুসলিম ৪০৪- আবু মূসা রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ)।

৫ তিন ও চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাজের শেষ বৈঠকে 'তাওয়াররুক' করে বসবে।

'তাওয়াররুক' অর্থ হলো নিতম্বের ওপর বসা। এখানে উদ্দেশ্য হলো তিন ও চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাজের শেষ বৈঠকে বাম নিতম্বের ওপর বসবে। এই বসার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যে কোনো একটি পদ্ধতিতে বসলে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

কিছু উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে :

১〉 ডান পা খাড়া রাখবে। বাম পা বিছিয়ে দিয়ে সেটা ডান দিক থেকে ডান পায়ের নিচে দিয়ে বের করে দিবে। মাটিতে নিতম্ব দিয়ে বসে পড়বে।

উক্ত পদ্ধতিটি সহীহ বুখারীতে আবু হুমাইদ সায়েদী রা. এর হাদীসে পাওয়া যায়। (দেখুন বুখারী ৮২৮)

২〉 উভয় পা বিছিয়ে ডান দিক থেকে বের করে দিবে। এরপর নিতম্ব মাটিতে বিছিয়ে বসে পড়বে।

উক্ত পদ্ধতিটি সাহাবী আবু হুমাইদ সায়েদী রা. থেকে হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে এসেছে। (আবু দাউদ ৭৩১, ইবনে হিব্বান ১৮৬৭, বাইহাকী ২/১২৮ ; আলবানী র. এটাকে সহীহ বলেছেন।

বিশুদ্ধ বক্তব্য অনুযায়ী, 'তাওয়াররুক' প্রত্যেক নামাজের শেষ বৈঠকে নয় ; বরং কেবল তিন ও চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাজের শেষ বৈঠকে করা হবে।

৬ বিভিন্ন দরূদ শরীফ পড়া সুন্নাত।

নামাজে দরূদ শরীফের বিভিন্ন পদ্ধতি হাদীসে এসেছে। সুতরাং একেক সময় একেক পদ্ধতিতে পড়া সুন্নাত। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু দরূদ তুলে ধরছি :

১) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

'আল্লাহুম্মা সাল্লিা আলা মুহাম্মাদ, ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ। কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীম, ওয়ালা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ, ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা ইবরাহীম, ওয়ালা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ' (বুখারী ৩৩৭০) কা'ব বিন উজরা রা. এর হাদীসের অংশ বিশেষ।

২) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الْعَالَمِينَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ, ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীম, ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা আলি ইবরাহীম, ফিল আলামীন, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ'। (মুসলিম ৪০৫- আবু মাসঊদ আনসারী রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ)

৩) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহ, কামা সাল্লাইতা আলা আলি ইবরাহীম, ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়ালা আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহ, কামা বারাকতা আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ'। (বুখারী ৩৩৬৯, মুসলিম ৪০৭, আবু হুমাইদ সায়েদী রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ)।

৭ সালাম ফেরানোর আগে চারটি বস্তু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা সুন্নাত।

এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের বক্তব্য। দলীল আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যখন তোমাদের কেউ শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া শেষ করে, তখন যেন চারটি বস্তু তথা জাহান্নামের শাস্তি, কবরের শাস্তি, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা ও দাজ্জালের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চায়'**। (মুসলিম ৫৮৮, বুখারী ৮৩২)

দরূদের পরে ও সালামের আগে হাদীসে অসংখ্য দুআর কথা এসেছে। তাই সুন্নাত হচ্ছে একেক সময় একেকটা পড়া। **উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দুআ আমরা উল্লেখ করছি এখানে:**

১) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ من المَأْثَمِ والمغْرَم

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল মাসামি ওয়াল মাগরাম' (বুখারী ৮৩২, মুসলিম ৫৮৯)

২) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَأَعوْذ بِكَ مِنَ النَّار

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিনান নার।' (আবু দাঊদ ৭৯২, আলবানী এটার ইসনাদকে সহীহ বলেছেন (সহীহু আবী দাঊদ ৩/৩৭৭)

৩) اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরা। ওয়া লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা। ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী। ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম'। (বুখারী ৬৩২৬, মুসলিম ২৭০৫)

৪) اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

'আল্লাহুম্মা আয়িন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক। (আহমদ ২২১১৯, আবু দাঊদ ১৫২২, নাসাঈ ১৩০৪, আলবানী সহীহুল জামি' ২/১৩২০)

৫) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنِ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল বুখলি, ওয়া আউযু বিকা মিনাল জুবুনি, ওয়া আউযুবিকা আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুরি, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিদদুনিয়া, ওয়া আউযুবিকা মিন আযাবিল ক্বর' (বুখারী ৬৩৭০).

৬) اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا

'আল্লাহুম্মা হাসিবনী হিসাবান ইয়াসিরা' (আহমদ ২৪২১৫, আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন- তাহক্বীকু মিশকাতিল মাসাবীহ ৩/১৫৪৪)

এরপর ডানে বামে মুখ ফিরিয়ে সালাম বলবে। সালামের সময় মুখ ফিরানো সুন্নাত। বরং ভালোভাবে ঘুরে মুখ ফেরানো সুন্নাত। কেননা নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমনভাবে মুখ ফিরাতেন যে, তাঁর পেছনে থাকা ব্যক্তি তাঁর কপোলের শুভ্রতা দেখতে পেতো। সা'দ বিন ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ডানে ও বামে সালাম ফেরানোর সময় তাঁর কপোল দেশের শুভ্রতা দেখতে পেতাম'। (মুসলিম ৫৮২)

৮ ফরজ নামাজের সালাম ফিরানোর পরে হাদীসে বর্ণিত দুআগুলো পড়া সুন্নাত

ইমাম নববী র. বলেন, 'নামাজের পরে দুআ করা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের ঐক্য রয়েছে'। (দেখুন আযকার- পৃ. ৬৬)

নামাজ পরবর্তী দুআগুলো উচ্চস্বরে করা মুস্তাহাব। দলীল ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীস : 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে ফরজ নামাজের পরে মানুষ যখন ফিরে যেতো, তখন উচ্চস্বরে দুআ শোনা যেতো'। (বুখারী ৮৪১, মুসলিম ৫৮৩)

দুআগুলো হচ্ছে:

১ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

তিনবার ইস্তিগফার পড়বে। এরপর বলবে, **'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম, ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারাকতা যাল জালালি ওয়াল ইকরাম'।** (মুসলিম ৫৯১, সাওবান রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ)

২ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহ। লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহু ফাজলু, ওয়া লাহুস সানাউল হাসান। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ দীন, ওয়ালাও কারিহাল কাফিরূন'। (মুসলিম ৫৯৬)

৩ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়া হুআ আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানিআ লিমা আ'তাইতা, ওয়া মু'তিয়া লিমা মানা'তা, ওয়া লা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু'। (বুখারী ৮৪৪, মুসলিম ৫৯৩)

৪ **এরপর সুন্নাত তাসবীহ পাঠ করবে। তাসবীহের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে:**

سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر

এক. 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার। 'আলহামদুলিল্লাহ' ৩৩ বার। 'আল্লাহু আকবার' ৩৩ বার। শেষে একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু'... কালেমা শাহাদাত পড়বে।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

দলীল আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পরে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ আল্লাহু আকবার বলবে, এরপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' বলে ১০০ গণনা পূর্ণ করবে, সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ বিশাল হলেও তার গোনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে'।** (মুসলিম ৫৯৭)

سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر

দুই. ‘সুবহানাল্লাহ’ ৩৩ বার, ‘আলহামদুলিল্লাহ’ ৩৩ বার, ‘আল্লাহু আকবার’ ৩৪ বার বলবে। দলীল কা’ব বিন উজরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বরেছেন, **‘প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে এমন কিছু দুআ রয়েছে, যেগুলোর ওপর আমলকারী কোনোদিন ব্যর্থ হবে না। ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহ আকবার’**। (মুসলিম ৫৯৬)

سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله

তিন. ‘সুবহানাল্লাহ’ ২৫ বার, ‘আলহামদুলিল্লাহ’ ২৫ বার, ‘আল্লাহু আকবার’ ২৫ বার, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ২৫ বার পড়বে।

এটা তিরমিযী শরীফে এসেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ রা. এর হাদীস। (তিরমিযী ৩৪১৩, আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন, দেখুন তাহক্বীকু মিশকাতিল মাসাবীহ ১/৩০৭)

سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر

চার. ‘সুবহানাল্লাহ’ ১০ বার, ‘আলহামদুলিল্লাহ’ ১০ বার, ‘আল্লাহু আকবার’ ১০ বার পড়বে।

এটাও তিরমিযীতে এসেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর হাদীস। (তিরমিযী ৩৪১০, আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন, দেখুন তাহক্বীকু মিশকাতিল মাসাবীহ ২/৭৪৩)

কোনো একটি ইবাদতের একাধিক শরয়ী পদ্ধতি থাকলে করণীয় কী সে ব্যাপারে আমরা পেছনেও বারবার বলেছি যে এক্ষেত্রে বৈচিত্র্য অবলম্বন করবে। একেক সময় একেকটার ওপর আমল করবে।

তাসবীহের সময় আঙুল গনা সুন্নাত। দলীল আহমদ ও তিরমিযীর হাদীস। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **‘আঙুল গনে তাসবীহ পাঠ করো। কেননা (কিয়ামতের দিন) এগুলোকে জিজ্ঞাসা করা হবে। এগুলোকে সেদিন কথা বলার শক্তি দেয়া হবে’**। (আহমদ ২৭০৮৯, তিরমিযী ৩৪৮৬, আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন ; দেখুন সহীহুল জামি’ ২/৭৫৩)

৫> আয়াতুল কুরসী পাঠ করা।

দলীল আবু উমামা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, মৃত্যু ছাড়া তার জান্নাতে প্রবেশে আর কোনো বাধা থাকবে না’। (নাসাঈর সুনানে কুবরা ৯৯২৮, ইমাম মুনযিরী ‘তারগীব ওয়াত তারহীব’ কিতাবে ২৩৭৩, ইবনে আব্দুল হাদী আল মুহাররার ১/১৯৮ ও ইবনুল কাইয়্যিম যাদুল মাআদে ১/৩০৩ এটাকে সহীহ বলেছেন)

৬) **'মুআওওইযাতাইন' তথা সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করা।**

দলীল উকবা বিন আমের রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে প্রত্যেক নামাজের পরে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন'। (আবু দাঊদ ১৫২৫, আলবানী বলেছেন, হাদীসের সনদ সহীহ। ইবনে খুযাইমা ও ইবনে হিব্বান এটাকে সহীহ বলেছেন; সহীহু আবী দাঊদ ৫/২৫৪)

এতক্ষণ আমরা নামাজের কিছু সুন্নাত নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের মূল আলোচনা ছিল ফজরের নামাজ নিয়ে। যেহেতু প্রত্যেক নামাজের ব্যাপারেই উক্ত আলোচনা প্রযোজ্য, তাই প্রথমেই এটার সবিস্তার আলোচনা করে নিলাম। আল্লাহ ভালো জানেন।

৯ ফজরের পর থেকে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত স্বীয় নামাজের স্থানে বসে থাকা সুন্নাত।

দলীল জাবের বিন সামুরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের নামাজের পর থেকে সূর্য উপরে ওঠার আগ পর্যন্ত নিজের নামাজের জায়গায় বসে থাকতেন'। (মুসলিম ৬৭০)

◆ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন নিজ ছায়ায় স্থান দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না.... (তাদের ভেতরে একজন হলো)... সে ব্যক্তি যার হৃদয় সর্বদা মসজিদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে'

সকালের যিকির ও দুআসমূহ

সকালের দুআ শুরু হয় সুবহে সাদিকের সময় থেকে। মুয়াযযিন যখন ফজর নামাজের জন্য আযান দেয়, তখন থেকেই সকাল বেলার দুআর সূচনা হয়। নিঃসন্দেহে এসব দুআর মূল্য অপরিসীম। এগুলো একজন মুসলিমের দুনিয়ার রক্ষা-কবচ ও আখিরাতের পাথেয়।

সকাল ও সন্ধ্যার দুআসমূহ:

১ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' যে ব্যক্তি সকালে এই দুআটি ১০ বার পাঠ করবে, তার জন্য ১০০ টি নেকি লেখা হবে, ১০০ টি গোনাহ মুছে দেয়া হবে। একটি ক্রীতদাস আজাদ করার সওয়াব হবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি এটা সন্ধ্যায় পড়বে, একই পরিমাণ সওয়াব লাভ করবে'। (আহমদ ৮৭১৯, বিন বায র. এটার সনদকে হাসান বলেছেন)

২ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ... أسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوم وَخَيْرَ مَا بعدِه، وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذا اليَوم وَشَر مَا بَعْدِه

'আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহ। ওয়াল হামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খাইর হাযিহিল লাইলাতি ওয়া খাইরি মা ফীহা, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফীহা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কাসালি, ওয়াল হারামি, ওয়া সুয়িল কিবারি, ওয়া ফিতনাতিদ দুনইয়া ওয়া আজাবিল ক্বাবরি'। (সকালে পুরো দুআর সঙ্গে শুধু প্রথমে 'আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাহ'.. কথাটা যোগ করবে).. আসআলুকা মিন খাইরি মা ফী হাযাল ইয়াওমি ওয়া খাইরি মা বা'দিহি, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররি মা ফী হাযাল ইয়াওমি ওয়া শাররি মা বা'দিহি'.. । (মুসলিম ২৭২৩)

৩ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي,وَأَنَا عَبْدُكَ,وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার: 'আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বী, লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানী, ওয়া আনা আবদুকা, ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ও'দিকা মাসতাতা'তু, আউযুবিকা মিন শারি মা সানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা, ওয়া আবূউ বিযামবী, ফাগফিরলী, ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয-যুনূবা ইল্লা আনতা'। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যদি কেউ আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে দিনের বেলা এটা পড়ে এবং সন্ধ্যার আগে মারা যায় তবে সে জান্নাতী। একইভাবে রাতে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে কেউ যদি পড়ে এবং সকাল হওয়ার আগেই মারা যায়, তবে সেও জান্নাতী'।** (বুখারী ৬৩০৬)

৪ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ

'যখন সকাল হয়, তখন তোমরা এই দুআ পড়বে: 'আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা, ওয়া বিকা আমসাইনা, ওয়া বিকা নাহইয়া, ওয়া বিকা নামূতু, ওয়া ইলাইকান নুশূর'। আর যখন সন্ধ্যা হয় তখন পড়বে: 'আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা, ওয়া বিকা আসবাহনা, ওয়া বিকা নাহইয়া, ওয়া বিকা নামূতু, ওয়া ইলাইকাল মাসীর'। (আবূ দাউদ ৫০৬৮, তিরমিযী ৩৩৯১, নাসাঈ- সুনানে কুবরা ৯৮৩৬, ইবনে মাজাহ ৩৮৬৮, বিন বায র. এটার সনদকে সহীহ বলেছেন')

৫ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا ، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

'আল্লাহুম্মা ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আলিমাল গাইবি ওয়াশ শাহাদাহ, লা ইলাহা ইল্লা আনতা, রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালিকাহ, আউযুবিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া মিন শাররিশ শাইতানি ওয়া শিরকিহী, ওয়া আন আকতারিফা আলা নাফসী সূআন আও আজুররাহু ইলা মুসলিমিন'। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'সকাল, সন্ধ্যা ও বিছানায় যাওয়ার পরে এই দুআটি পড়ো'।** (আহমদ ৬৫৯৭, আবু দাউদ ৫০৭৬, তিরমিযী ৩৫২৯, নাসাঈ ৭৬৯৯, বিন বায র. এটার সনদকে সহীহ বলেছেন)

৬ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন সকালে ও সন্ধ্যায় এই দু'আটি তিন বার পড়বে: 'বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াযুররু মাআসমিহী শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামায়ি ওয়া হুয়াস-সামীউল আলীম'- তাকে কোনো অনিষ্টতা স্পর্শ করবে না'। (আহমদ ৪৪৬, তিরমিযী ১০১৭৯, ইবনে মাজাহ ৩৮৬৯, বিন বায র. বলেছেন, ইমাম তিরমিযী এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন এবং এটাই সঠিক')

৭ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا , وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا , وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا

'যদি কোনো মুসলিম সকাল ও সন্ধ্যায় তিন বার এই দুআ পড়ে- 'রাযীতু বিল্লাহি রাব্বা, ওয়া বিল ইসলামি দীনা, ওয়াবি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যা'- কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে সন্তুষ্ট করবেন'। (আহমদ ১৮৯৬৭, তিরমিযী ৩৩৮৯, ইবনে মাজাহ ৩৮৭০, বিন বায র. এটার সনদ হাসান বলেছেন)

৮ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ ، وَأَهْلِي وَمَالِي ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফিয়াতা ফিদ দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফী দীনী ওয়া দুনইয়ায়া, ওয়া আহলী ওয়া মালী, আল্লাহুম্মাস-তুর আওরাতী, ওয়ামিন রাওআতী, আল্লাহুম্মাহফিযনী মিন বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফী, ওয়া আন ইয়ামীনী ওয়া আন শিমালী, ওয়া মিন ফাওকী, ওয়া আঊযু বিআজামাতিকা আন উগতালা মিন তাহতী'। (মুসনাদে আহমদ ৪৭৮৫, আবু দাঊদ ৫০৭৪, নাসাঈ ১০৪০১, ইবনে মাজাহ ৩৮৭১, হাকেম এটাকে সহীহ বলেছেন)

৯ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

'আঊযু বিকালিমাতিল্লাহিত-তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাকা'। (আহমদ ৭৮৯৮, তিরমিযী ৩৪৩৭, আবু হুরাইরা রা. এর অংশ বিশেষ ; বিন বায র. এটার সনদকে হাসান বলেছেন)

১০ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক সকালে বলতেন, **'আসবাহনা আলা ফিতরাতিল ইসলাম, ওয়া কালিমাতিল ইখলাস, ওয়া দীনি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া মিল্লাতি আবীনা ইবরাহীমা হানীফা, ওয়া মা কানা মিনাল মুশরিকীন'**। (আহমদ ২১১৪৪, ১৫৩৬৭) আর প্রত্যেক সন্ধ্যায় প্রথমে বলতেন **'আমসাইনা আলা ফিতরাতিল ইসলাম'**.. (বাকি অংশ উপরের দুআর মতো)। বিন বায র. এটার সনদকে সহীহ বলেছেন।

পেছনে আমরা এতক্ষণ যা কিছু উল্লেখ করেছি, সেগুলো শাইখ বিন বায র. এর **'তুহফাতুল আখইয়ার বি-বয়ানি জুমলাতিন নাফিআতিন মিমা ওয়ারাদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতি মিনাল আদইয়াতি ওয়াল আযকার'** শীর্ষক গ্রন্থের 'সকাল-সন্ধ্যার যিকির' অধ্যায় থেকে সংগৃহীত।

১১ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

'ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যূমু বি-রাহমাতিকা আসতাগীস, আসলিহ লী শানী কুল্লাহু, ওয়ালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বরফাতা আইনিন'। (নাসাঈ ১০৪০৫, বাযযার ২/২৮২ ; ইবনে হাজার ও আলবানী এটাকে হাসান বলেছেন। দেখুন নাতাইজুল আফকার পৃ. ১৭৭, সিলসিলাতুল আহাদীসিস-সাহীহাহ ১/৪৪৯)

১২ حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

'হাসবি আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, আলাইহি তাওয়াককালতু ওয়া হুআ রাব্বুল আরশিল-আযীম'- যে ব্যক্তি সাত বার এই দু'আটি পড়বে, আল্লাহ তাকে সকল পেরেশানী থেকে মুক্তি দিবেন। (আবু দাঊদ ৫০৮১, আবূ দারদা রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ। নির্ভরযোগ্য কথা হলো হাদীসটি মাওকূক, রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে এটা 'মারফূ' এর হুকুমে। দেখুন আস-সিলসিলা ১১/৪৪৯)

তৃতীয়: 'জুহার' সময়।

সূর্য উপরে উঠে গেলে 'জুহা'র সময় জুহার নামাজ পড়া সুন্নাত।

দলীল:

১) আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'আমার প্রিয় বন্ধু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তিনটি অসীয়ত করেছেন। ১. প্রত্যেক মাসে তিনটি রোজা রাখা। ২. জুহার দুই রাকাআত নামাজ আদায় করা। ৩. ঘুমের আগে বিতরের নামাজ আদায় করা'। আবু দারদা রা. কেও নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই নামাজের অসীয়ত করেছেন। (মুসলিম ৭২২) আবু যর রা. কে এ ব্যাপারে অসীয়ত করেছেন (নাসাঈর সুনানে কুবরা ২৭১২)। আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন (দেখুন : সহীহাহ ২১৬৬)।

২) আবু যর রা এর হাদীস। তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **‘তোমাদের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর সদকা রয়েছে। সুবহানাল্লাহ সদকা। আলহামদুলিল্লাহ সদকা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সদকা। আল্লাহু আকবার সদকা। সৎ কাজের আদেশ সদকা। অসৎ কাজের নিষেধ সদকা। দুই রাকাআত জুহার নামাজ এসব কিছুর জন্য যথেষ্ট’**। (মুসলিম ৭২০)

সহীহ মুসলিমে আয়েশা রা. এর হাদীসে এসেছে, প্রত্যেক মানুষের শরীরে ৩৬০ টি জোড়া রয়েছে। যে ব্যক্তি এই সংখ্যার সদকা আদায় করলো, সে জাহান্নাম থেকে নিজেকে দূরে রাখলো।

সময়:

সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উঁচু হওয়ার পর থেকেই জুহার সময় শুরু হয়। অন্য কথায়, নিষিদ্ধ সময়ের পর থেকে।

আর শেষ হয় সূর্য ঢলে পড়ার সামান্য সময় আগে। অন্য কথায়, জোহরের ওয়াক্ত আসার প্রায় ১০ মিনিট আগ পর্যন্ত।

দলীল আমর বিন আবাসাতা রা. এর হাদীস : **‘ফজরের নামাজ আদায় করবে। এরপর সূর্য উঁচুতে ওঠার পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এরপর নামাজ পড়বে। কেননা এই নামাজে ফিরিশতারা উপস্থিত হয়ে থাকেন। এরপর যখন সূর্য বর্শার সমপরিমাণ হবে (তথা যখন মধ্যগগনে থাকবে) তখন নামাজ পড়বে না। কারণ তখন জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়’..**। (মুসলিম ৮৩২)

জুহার নামাজের সর্বোত্তম সময় হলো:

শেষ ওয়াক্ত। যখন সূর্য উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

দলীল: যায়দ বিন আরকাম রা. এর হাদীস। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **‘আওয়াবীনের (তথা জুহার) নামাজ হচ্ছে যখন সূর্যের তাপে উটের বাচ্চা ছুটতে থাকে (তথা সূর্যের তাপ প্রকট হয়)**। (মুসলিম ৭৪৮)

জুহার নামাজের রাকাআত সংখ্যা

জুহার নামাজ সর্বনিম্ন দুই রাকাআত। দলীল বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস- ‘আমার প্রিয় বন্ধু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তিনটি অসীয়ত করেছেন.... একটি হচ্ছে জুহার দুই রাকাআত নামাজ’। (বুখারী ১৯৮১, মুসলিম ৭২১)

সর্বনিম্ন রাকাআতের ব্যাপারে মতৈক্য থাকলেও সর্বোচ্চ কত রাকাআত পড়া যাবে এটা নিয়ে উলামায়ে কিরামের মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন আট রাকাআত। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, বেশির কোনো সীমারেখা নেই। সুতরাং যত রাকাআত ইচ্ছা পড়তে পারবে। দলীল আয়েশা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুহার নামাজ চার রাকাআত পড়তেন। ইচ্ছা হলে যত খুশি বেশি পড়তেন'। (মুসলিম ৭১৯)

◆ 'যুহা'র নামাজের অত্যধিক ফজীলতের কারণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে এ নামাজের অসীয়ত করেছেন।

চার. জোহরের ওয়াক্ত

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

এক. জোহরের আগে ও পরের সুন্নাত নামাজ

পেছনে 'সুনানে রাতিবা'র আলোচনাকালেই আমরা বলে এসেছি যে, জোহরে মোট ৬ রাকাআত সুন্নাত রয়েছে। ফরজের আগে চার রাকাআত আর পরে দুই রাকাআত। দলীল আয়েশা রা., উম্মে হাবীবা, ইবনে উমর রা. এর হাদীস।

দুই. জোহরের নামাজের প্রথম রাকাআত লম্বা করা সুন্নাত।

দলীল আবু সাঈদ খুদরী রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'জোহরের নামাজ দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে কোনো ব্যক্তি বাকী কবরস্থানে গিয়ে হাজত পূরণ করে অজু করে এসেও নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রথম রাকাআতে পেতো, দীর্ঘ হওয়ার কারণে'। (মুসলিম ৪৫৪)

সুতরাং ইমামের জন্য জোহরের প্রথম রাকাআত লম্বা করা সুন্নাত। মুনফারিদ তথা একাকী নামাজ আদায়কারী পুরুষ ও মহিলার জন্যও একই বিধান। আফসোসের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এই সুন্নাতটি আমাদের সমাজে আজকে বিলুপ্ত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে সুন্নাতের বাস্তবায়ন ও সুন্নাতের প্রতি অনুরাগের তাওফীক দিন।

তিন. প্রচণ্ড উত্তাপের সময় তাপ কমা পর্যন্ত দেরি করে জোহরের নামাজ আদায় করা সুন্নাত।

এর দলীল হচ্ছে :

আবু হুরাইরা রা. এর মারফূ হাদীস : **‘যখন তাপ প্রখর হয়, দেরি করে ঠাণ্ডা হলে নামাজ পড়ো। কেননা তাপের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তপ্ততার কারণে তৈরি হয়’**। (বুখারী ৫৩৪, ৫৩৩, মুসলিম ৬১৫)

শাইখ ইবনে উসাইমীন বলেন, ‘যদি আমরা ধরে নিই যে গ্রীষ্মের সময় সূর্য বারোটার দিকে ঢলে পড়ে আর আসরের ওয়াক্ত হয় প্রায় সাড়ে চারটার সময়, সে হিসেবে জোহর আদায়ের সুন্নাত সময় হবে বিকাল ৪ টার আগ পর্যন্ত’। (মুমতি’ ২/১০৪)

বিশুদ্ধ বক্তব্য অনুযায়ী জামাআতের সঙ্গে কিংবা একাকী নামাজ আদায়কারী সকলের জন্যই দেরি করে জোহরের সালাত আদায় করা সুন্নাত। ইবনে উসাইমীন র. এর মতও এটাই। সে হিসেবে নারীদের জন্যও এটা সুন্নাত। কারণ আবু হুরাইরা রা. এর হাদীসে কোনো সীমাবদ্ধতা রাখা হয়নি। হাদীসটি ব্যাপক।

◆ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'নামাজ হলো নূর'। সত্যিই নামাজ দুনিয়া ও আখিরাতের আলোকবর্তিকা।

পাঁচ. আসরের ওয়াক্ত।

পেছনে আমরা 'সুনানে রাওয়াতিব' নিয়ে আলোচনা করেছি। আসরের নামাজের সময় এ ধরনের কোনো সুন্নাত নামাজ নেই।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া র. বলেন, 'আসরের আগে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো সুন্নাত নামাজ পড়েছেন এমন কথা পাওয়া যায় না। কেউ বলে থাকলেও সেটা দুর্বল কিংবা ভুল বর্ণনা। (দেখুন আল-ফাতওয়া ২৩/১২৫)

সুতরাং সঠিক বক্তব্য হচ্ছে- : আসরের ফরজ নামাজের আগে সুনির্দিষ্ট কোনো সুন্নাত নামাজ নেই। তবে এ সময় নামাজ পড়া নিষিদ্ধ নয়। তাই সাধারণ নফল হিসেবে দিন-রাতের যে কোনো জায়েজ ওয়াক্তে যেমন নফল পড়া যায়, তেমনি আসরের আগেও পড়া যাবে। কিন্তু নির্ধারিত কোনো সুন্নাত নেই।

সকাল-সন্ধ্যার দুআ ও যিকিরসমূহ

সকাল-সন্ধ্যার যিকিরগুলো শুরু হবে কখন?

সকালের যিকিরসমূহের সময়

সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের বক্তব্য হলো সুবহে সাদিক তথা ফজরের সময় থেকেই যিকিরের সময়ের সূচনা হয়। সুতরাং মুয়াযযিন যখন ফজরের আযান দিবেন, তখন থেকেই সকালের যিকির শুরু হয়ে যাবে।

সন্ধ্যার যিকিরসমূহের সময়

সঠিক কথা হচ্ছে সন্ধ্যার যিকিরসমূহ শুরু হয় আসরের পর থেকে সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত। তবে মাগরিবের পর থেকে শুরু হয় সেটাও বলা যায়।

ছয়. মাগরিবের ওয়াক্ত

এখানে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ:

এক. মাগরিবের প্রথম ওয়াক্তের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাদের ঘরের ভেতরে রাখা সুন্নাত।

দুই. মাগরিবের প্রথম ওয়াক্তেই ঘরের দরজা বন্ধ করা ও আল্লাহর নাম নেয়া সুন্নাত।

এই দু'টি সুন্নাত মানুষকে জ্বিন ও শয়তান থেকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। সন্ধ্যার সময় শয়তান চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং সেই সময়টাতে বাচ্চাদের ঘরের ভেতরে রাখা ও আল্লাহর নাম নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করা সকলের সুরক্ষা নিশ্চিত করে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অসংখ্য বাচ্চা ও ঘরবাড়ির ওপর এই সময় জিন-ভূত আছর করে থাকে। আর এভাবেই বোঝায় যায়, আমাদের ছেলে-সন্তান ও ঘর-বাড়ির সুরক্ষার প্রতি ইসলাম কতটা যত্নবান।

এর দলীল হচ্ছে:

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যখন রাত অন্ধকার হয়ে আসে- অথবা যখন সন্ধ্যা হয়- তোমরা তোমাদের সন্তানদের নিজেদের কাছে রাখো। কারণ সে সময় শয়তান চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর যখন রাতের এক প্রহর চলে যায়, তখন তাদেরকে ছেড়ে দাও, ঘরের দরজা বন্ধ করো এবং আল্লাহর নামের যিকির করো। কেননা শয়তান কোনো বন্ধ দরজা খুলতে পারে না'**। (বুখারী ৩৩০৪, মুসলিম ২০১২)

উল্লেখ্য, মাগরিবের সময়টাতে বাচ্চাদের নিজেদের কাছে রাখা, দরজা বন্ধ করা ইত্যাদি ফরজ বা ওয়াজিব নয়; মুস্তাহাব আমল। দেখুন- ফাতওয়ায়ে লাজনা দায়েমা ২৬/৩১৭)

তিন. মাগরিবের ফরজের আগে দুই রাকাআত নামাজ আদায় করা।

দলীল আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল মুযানী রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'তোমরা মাগরিবের নামাজের আগে নামাজ পড়ো'**। তিন বার বলেছেন। তৃতীয় বারের সময় তিনি **'যার ইচ্ছা হয়'** কথাটি যোগ করেন। উদ্দেশ্য যাতে মানুষ এটাকে সুন্নাত মনে না করে বসে'। (বুখারী ১১৮৩)

তাছাড়া প্রত্যেক আযান ও ইকামাতের মাঝে দুই রাকাআত নামাজ পড়া সুন্নাত।

চাই সেটা সুন্নাতে রাতেবা (মুয়াক্কাদা) হোক কিংবা নফল হোক। সুতরাং ফজর কিংবা জোহরের সময় আযানের পরে যদি সুন্নাত পড়ে ফেলে, তখন এই দুই রাকাআত সুন্নাত আলাদা করে পড়তে হবে না। তবে যদি কেউ মসজিদে বসা থাকে, এরপর মুয়াযযিন আসর কিংবা ইশার আযান দেয়, তখন সুন্নাত হলো দাঁড়িয়ে দুই রাকাআত নামাজ পড়ে নেয়া।

এটার দলীল হচ্ছে:

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল মুযানী রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'প্রত্যেক আযান ও ইকামাতের মাঝে নামাজ রয়েছে'**। তিন বার তিনি কথাটি বলেছেন। তৃতীয়বার **'যার ইচ্ছা হয়'** কথাটি যোগ করেন। (বুখারী ৬২৪, মুসলিম ৮৩৮)

মাগরিবের ফরজের আগের দুই রাকাআত নামাজ কিংবা প্রত্যেক আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী নামাজ কিন্তু সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নয়। আর সে কারণেই নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **'যার ইচ্ছা হয়'** কথাটি যোগ করেছেন। যাতে করে মানুষ এটা সুন্নাত মনে না করে।

চার. ইশার নামাজের আগে ঘুমানো মাকরূহ।

দলীল আবু বারযাহ আসলামী রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইশার নামাজ দেরি করে আদায় করা পছন্দ করতেন। আর তিনি ইশার আগে নিদ্রা যাওয়া কিংবা ইশার পরে গল্প করা অপছন্দ করতেন। (বুখারী ৫৯৯, মুসলিম ৬৪৭)

ইশার নামাজের আগে ঘুমানো মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো, এসময় ঘুমালে ইশার নামাজ ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে।

◆ দিন ও রাতে তাওবা হলো বান্দার মুক্তির চাবিকাঠি। আল্লাহর দিকে যাত্রাপথে সংঘটিত ভুল-ত্রুটি শোধরানোর মাধ্যম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'আল্লাহ তাআলা রাতের বেলা স্বীয় হাতকে প্রসারিত করে রাখেন দিনের অপরাধীদেরকে ক্ষমা করার উদ্দেশ্যে। আবার দিনের বেলা হাতকে প্রসারিত করে রাখেন রাতের অপরাধীদেরকে ক্ষমা করার উদ্দেশ্যে।

সাত. ইশার ওয়াক্ত

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

এক. ইশার পরে বৈঠক কিংবা গল্পগুজব করা মাকরূহ।

দলীল আবু বারযাহ আসলামী রা. এর পেছনে উল্লিখিত হাদীস। তাতে এসেছে, 'তিনি (নবীজী) ইশার আগে নিদ্রা যাওয়া আর ইশার পরে কথা বলা অপছন্দ করতেন'। **তবে যদি কোনো প্রয়োজনে কথা বলা হয়, সেটা মাকরূহ হবে না।**

ইশার পরে কথা বলা মাকরূহ হওয়ার কারণ সম্ভবত : এতে দেরি করে বিছানায় যেতে হয়। যার ফলে ফজরের নামাজ কাজা হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। নিদেনপক্ষে হয়তো প্রথম ওয়াক্তে পড়া হয় না। পাশাপাশি যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামাজে অভ্যস্ত, তারও তাহাজ্জুদ ছুটে যাওয়ার ভয় থাকে।

দুই. মুসল্লীদের কষ্ট না হলে ইশার নামাজ দেরি করে আদায় করা উত্তম।

এর দলীল হচ্ছে :

আয়েশা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক রাতে ইশার নামাজে দেরি করলেন। রাতের সিংহভাগ অতিক্রান্ত হয়ে গেলো। মসজিদের মুসল্লিরা ঘুমিয়ে পড়লো। তখন নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হয়ে নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষে বললেন, **'এটাই ইশার সময়। যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম'** (তবে এই সময়েই ইশার নামাজের নির্দেশ দিতাম)। (মুসলিম ৬৩৮)

ইশার সুন্নাত

সুতরাং মহিলার নামাজ যেহেতু জামাআতের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, তাই যদি কষ্ট না হয় তার জন্য দেরি করেই ইশার নামাজ আদায় করা সুন্নাত। একইভাবে যদি পুরুষের নামাজও জামাআতের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হয়, তথা সফর ইত্যাদিতে থাকে এবং একাকী নামাজ আদায় করে, তখন তার জন্যও দেরি করে ইশা আদায় করা সুন্নাত।

প্রত্যেক রাতে সূরা ইখলাস পাঠ করা সুন্নাত:

আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'তোমাদের কেউ কি প্রত্যেক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়তে পারে না'? সাহাবীরা বললেন, 'কুরআনের এক তৃতীয়াংশ প্রত্যেক রাতে কীভাবে পড়া সম্ভব'? তিনি বললেন, 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ (সূরা ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশ সমান'। (মুসলিম ৮১১ ; আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণিত হাদীস বুখারী ৫০১৫)

ঘুমের সুন্নাতসমূহ

ঘুমের ক্ষেত্রে বেশকিছু সুন্নাত রয়েছে:

১ ঘুমের সময় দরজা বন্ধ করে নেয়া।

দলীল জাবের রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যখন তোমরা ঘুমাতে যাও, বাতি নিভিয়ে দাও, দরজা বন্ধ করে দাও, পানির পাত্রের মুখ আটকাও এবং খাবার-দাবার ঢেকে রাখো'**। (বুখারী ৫৬২৪, মুসলিম ২০১২)

দরজা বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশের কারণ হচ্ছে শয়তান যেন ঘরে ঢুকতে না পারে। এ বিষয়ে পেছনে আমরা জাবের রা. এর অন্য একটি হাদীসে আলোচনা করেছি :

'দরজা বন্ধ করে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না'। (বুখারী ৫৬২৩, মুসলিম ২০১২)

২ ঘুমের আগে আগুন নিভিয়ে দেয়া।

দলীল জাবের রা. এর পূর্বোল্লিখিত হাদীস। তাতে এসেছে, **'ঘুমের সময় বাতি নিভিয়ে দাও'**।

ইবনে উমর রা. এর একটি হাদীসও এক্ষেত্রে দলীল হিসেবে পেশ করা যায়। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যখন তোমরা ঘুমাতে যাও, ঘরের ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না'**। (মুসলিম ২০১৫)

সুতরাং বোঝা গেলো, যে কোনো এমন বস্তু যা আগুন ধরাতে সক্ষম, ঘুমের আগে সেটা নিভিয়ে ফেলা উচিত। উদাহরণত হিটার কিংবা কয়েল ইত্যাদি। যে কোনো সময় এগুলো থেকেও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আর নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঘোষণা অনুযায়ী আগুন হলো মানুষের শত্রু।

এ হিসেবে বলা যায় : যদি অগ্নিসৃষ্টিকারী কোনো বস্তু এমনভাবে রেখে ঘুমায় যা থেকে আগুন ধরার কোনো আশংকা না থাকে, তখন সেটা জ্বালিয়ে রেখে ঘুমানো জায়েজ হবে। কেননা কোনো কিছুর জায়েজ না-জায়েজ হওয়া সেটার কারণ বিদ্যমান থাকা-না থাকার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

৩ ঘুমের আগে অজু করা।

اللَّهُمَّ اِنِي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ

দলীল বারা বিন আযিব রা. এর হাদীস। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যখন ঘুমাতে যাও তখন নামাজের মতো করে অজু করো। এরপর ডান কাতে শুয়ে পড়ো। সবশেষে এই দুআ পড়ো- 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসলামতু ওয়াজহী ইলাইকা...'**। (বুখারী ২৪৭, মুসলিম ২৭১০)

৪ ঘুমানোর আগে বিছানা ঝেড়ে নেয়া।

بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي

দলীল আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যখন তোমাদের কেউ বিছানায় যায়, তখন সেটার যেন লুঙির অভ্যন্তরভাগ দিয়ে ঝেড়ে নেয়। কেননা সে জানে না তাতে (ক্ষতিকর) কিছু রয়েছে কি না । এরপর যেন বলে, 'বিসমিকা রাব্বী ওয়াজা'তু জাম্বী'... '**। (বুখারী ৬৩২০, মুসলিম ২৭১৪)
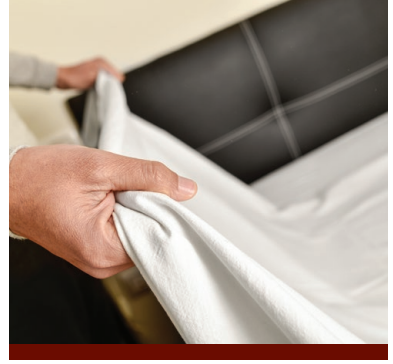
পেছনের হাদীস দ্বারা বোঝায় লুঙ্গির অভ্যন্তরভাগ দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নেয়া সুন্নাত। তিনবার ঝাড়বে এবং ঝাড়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়বে।

উত্তম হচ্ছে কাপড়ের অভ্যন্তরভাগ দিয়ে বিছানা ঝাড়া। তবে বিভিন্ন উলামায়ে কিরামের বক্তব্য হলো : উদ্দেশ্য হচ্ছে বিছানা ঝাড়া। তাই যে কোনো বস্তু দিয়ে ঝেড়ে নেয়াই যথেষ্ট। ইবনে জিবরীন র. বলেছেন, 'কাপড়ের অভ্যন্তরভাগ ব্যবহার করা জরুরি নয়। বরং পুরো বিছানা উঠিয়ে যদি ঝেড়ে নেয় কিংবা পাগড়ি বা অন্য কিছু দিয়েও ঝেড়ে নেয় সেটাই যথেষ্ট। (দেখুন ফাতওয়ায়ে ইবনে জিবরীন ২৬৯৩)

৫ ডান কাতে ঘুমানো।

৬ ডান গালের নিচে ডান হাত রেখে ঘুমানো।

এই দু'টি সুন্নাতের দলীল হচ্ছে বারা বিন আযিব রা. এর হাদীস। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'ঘুমাতে যাওয়ার আগে নামাজের মতো করে অজু করবে। এরপর ডান কাতে ঘুমাবে। ঘুমের আগে পড়বে: 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসলামতু ওয়াজহী ইলাইকা'..**। (বুখারী ২৭১০, মুসলিম ২৪৭)

اللَّهُمَّ اِنِي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ

হুজাইফা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, **‘নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে যখন বিছানায় শুয়ে পড়তেন, তখন তার হাত গালের নিচে রাখতেন’**। (বুখারী ৬৩১৪)

৭ ঘুমের দুআগুলো পড়া।

ঘুমের সময় পঠিতব্য কুরআন ও সুন্নাহর একাধিক দুআ রয়েছে :

১ কুরআনের দুআসমূহ

১> আয়াতুল কুরসী পাঠ করা।

ঘুমের সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করা সুন্নাত। তাতে সকাল পর্যন্ত শয়তান থেকে সুরক্ষার অঙ্গীকার রয়েছে।
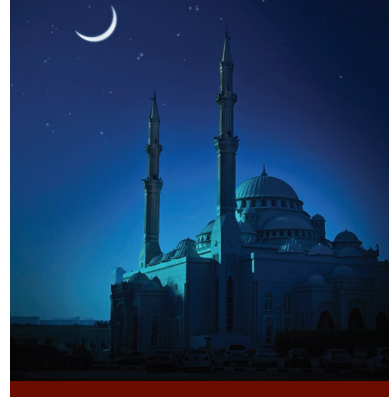
দলীল: যাকাত চোরের সঙ্গে আবু হুরাইরা রা. এর প্রসিদ্ধ ঘটনা। **হাদীসে এসেছে আবু হুরাইরা রা. বলেন,** ‘তখন নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, **‘তোমার গত রাতের বন্দীর কী অবস্থা’?** আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার ধারণা সে আমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দিবে, যার দ্বারা নাকি আল্লাহ আমার উপকার করবেন। তখন আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, **‘সেগুলো কী’?** আমি বললাম, সে আমাকে বলেছে, যখন বিছানায় ঘুমাতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। সে আমাকে আরও বলেছে, এটা পড়লে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন নিরাপত্তা-প্রহরী নির্ধারণ করা হবে। সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছেও আসতে পারবে না। আর নেক আমলের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন সবার আগে। তাই আবু হুরাইরা তাকে ছেড়ে দিলেন। তখন নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, **‘সে তোমাকে একটা সত্য কথা বলেছে। অথচ সে চরম মিথ্যুক। জানো আবু হুরাইরা গত তিন রাত ধরে কার সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ ও কথা হচ্ছে? তিনি বললেন, না। নবীজী বললেন, সে হচ্ছে শয়তান’**। (বুখারী ২৩১১ মুআল্লাক ; নাসাঈর সুনানে কুবরা ১০৭৯৫)

২> সূরা বাক্বারার শেষের দুই আয়াত তিলাওয়াত করা।

দলীল আবু মাসঊদ আনসারী রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **‘যে ব্যক্তি রাতের বেলা সূরা বাক্বারার শেষের এই দুই আয়াত তেলাওয়াত করবে, তার জন্য এদু’টি যথেষ্ট হবে’**। (বুখারী ৪০০৮, মুসলিম ৮০৭)। মূলত সূরার বাক্বারার শেষের আয়াত দু’টি ঘুমের সঙ্গে নির্দিষ্ট কোনো দুআ নয় ; বরং রাতের বেলার স্বাভাবিক দুআ। সুতরাং রাতে কেউ পড়তে গেলে যদি ঘুমের সময় স্মরণ আসে, তখনই পড়ে নিবে।

‘তার জন্য এদু’টি যথেষ্ট হবে’- নবীজীর এই বাণীর মর্মার্থ কী এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে :

কারও মতে, তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য যথেষ্ট হবে। কারও মতে, শয়তান থেকে রক্ষা করবে।

আবার কারও মতে, সব-ধরনের মুসিবত থেকে রক্ষা করবে। ইমাম নববী র. বলেছেন, সব ধরনের সম্ভাবনাই রয়েছে। দেখুন : শরহুন নববী লিমুসলিম- হাদীস নং ৮০৮, সূরা ফাতিহা ও বাক্বারার শেষ আয়াতগুলোর ফজীলত অধ্যায়)

৩> সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়ে দুই হাতে ফুঁক দিয়ে পুরো শরীরে তিনবার মুছে নিবে।

এর দলীল হচ্ছে:

আয়েশা রা. এর হাদীস। 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন প্রত্যেক রাতে বিছানায় ঘুমাতে যেতেন, তখন দুই হাত একত্র করে তাতে ফুঁক দিতেন। এরপর তাতে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়তেন। অতঃপর দুই হাত সাধ্যমতো গোটা শরীরে বুলিয়ে দিতেন। মাথা, মুখমণ্ডল ও শরীরের সামনের ভাগ থেকে শুরু করতেন। তিন বার করতেন। (বুখারী ৫০১৭)

পেছনের হাদীসটি দ্বারা বোঝা গেলো: নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি রাতে এই সুন্নাতটির ওপর আমল করতেন। কারণ হাদীসে আয়েশা রা. স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'প্রত্যেক রাতে'। এটার পদ্ধতি হচ্ছে : দুই হাত একত্র করে সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস পড়ে তাতে ফুঁক দিবে। এরপর মাথা ও মুখমণ্ডল থেকে শুরু করে সাধ্যমতো গোটা শরীরে হাত মুছে নিবে। এভাবে তিনবার করবে।

৪> সূরা কাফিরূন পড়া।

দলীল উরওয়া ইবনে নওফল রা. এর হাদীস তাঁর পিতা থেকে। 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নওফলকে বলেছেন, **'ঘুমের আগে সূরা কাফিরূন পড়ে ঘুমাবে। এটা শিরক থেকে মুক্তির সনদ'**। (আহমদ ২১৯৩৪, আবু দাঊদ ৫০৫৫, তিরমিযী ৩৪০৩ ; আলবানী এটাকে হাসান বলেছেন)

২> ঘুমের সময় অসংখ্য সুন্নাত দুআ রয়েছে। তন্মধ্যে:

১> بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا

'বিসমিকা আল্লাহুম্মা আমূতু ওয়া আহইয়া'। (বুখারী ৬৩২৪, হুযাইফা রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ)

২> اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ

'আল্লাহুম্মা খালাকতা নাফসী ওয়া আনতা তাওয়াফফাহা, লাকা মামাতুহা ওয়া মাহইয়াহা,

ইন আহইয়াইতাহা ফাহফাযহা, ওয়া ইন আমাততাহা ফাগফিরলাহা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফিয়াহ'। (মুসলিম ২৭১২)

৩) اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ, فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى , وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ , وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ , وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ، اقْضِ عَنَّاالدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

'আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বাল আরদ, ওয়া রাব্বাল আরশিল আজীম। রব্বানা ওয়া রব্বা কুল্লি শাইয়িন, ফালিকাল হাব্বি ওয়ান-নাওয়া, ওয়া মুনযিলাত তাওরাতি ওয়াল ইনজীলি ওয়াল ফুরক্বান। আউযুবিকা মিন শাররি কুল্লি শাইয়িন আনতা আখিজুম বিনাসিয়াতিহী, আল্লাহুম্মা আনতাল আউয়াল; ফালাইসা ক্বলাকা শাইউন। ওয়া আনতাল আখির; ফালাইসা বা'দাকা শাইউন। ওয়া আনতায যাহির; ফালাইসা ফাওক্বকা শাইউন, ওয়া আনতাল বাতিন; ফালাইসা দুনাকা শাইউন। ইকজি আন্নাদ-দাইনা ওয়া আগনিনা মিনাল ফাক্বরি'। (মুসলিম ২৭১৩)

৪) بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

'বিসমিকা রাব্বী ওয়াজা'তু জামবী ওয়া বিকা আরফাউহু; ইন আমসাকতা নাফসী ফারহামহা। ওয়া ইন আরসালতাহা ফাহফাজহা বিমা তাহফাজু বিহী ইবাদাকাস সালিহীন'। (বুখারী ৬৩০২, মুসলিম ২৭৪১)

৫) الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِي

'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়া কাফানা ওয়া আওয়ানা, ফাকাম মিম্মান লা কাফিয়া লাহু ওয়া লা মু'উইয়া'। আনাস রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ। তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিছানায় যাওয়ার সময় বলতেন, **'আলহামদু লিল্লাহি.....'**। (মুসলিম ২৭১৫)

৬) اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

'আল্লাহুম্মা কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাক'। (আহমদ ১৮৬৬০ ; আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন। দেখুন সহীহুল জামে' ২/৮৬৯)

৭) ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলা।

সুতরাং সুন্নাত হচ্ছে ঘুমের সময় ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়া। এটার বিশাল ফজীলত রয়েছে। এটা শরীরে আগামী দিনের শক্তি সরবরাহ করে।

দলীল আলী রা. এর হাদীস। 'যাতা ঘুরাতে ঘুরাতে এক পর্যায়ে ফাতেমা রা. এর হাত যখম হয়ে যায়। ঠিক সেই সময় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে কিছু যুদ্ধবন্দী আসে। তখন তিনি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে (ভৃত্যের জন্য) ছুটে যান। কিন্তু নবীজীকে না পেয়ে আয়েশা রা. কে বিষয়টি জানিয়ে চলে আসেন। নবীজী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে এলে আয়েশা রা. তাঁকে বিষয়টি জানান। আলী রা. বলেন, রাতের বেলা আমরা তখন শুয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের বাড়িতে এলেন। আমরা উঠতে গেলে তিনি বললেন, 'বসো বসো!' এরপর তিনি আমাদের দু'জনের মাঝে বসলেন। আমার বুকের ওপর তাঁর পায়ের শীতলতা অনুভব করছিলাম। তিনি বললেন, **'আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তুর চেয়ে উত্তম কিছু দিবো না? যখন তোমরা বিছানায় যাবে, তখন ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলবে, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ বলবে। আর ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ বলবে। এটা ভৃত্যের চেয়ে তোমাদের জন্য উত্তম'।** (বুখারী : ৩৭০৫, মুসলিম : ২৭২৭)

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে : আলী রা. বলেন, 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখ থেকে শোনার পর এই আমলটি কখনও আমি ছাড়িনি। তাকে জিজ্ঞাসা করো, 'সিফফীনের রাতেও না? তিনি বললেন, 'নাহ' সিফফীনের রাতেও না'। (বুখারী ৫৩৬২, মুসলিম ২৭২৭)

৮> **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ. لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ**

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসলামতু ওয়াজহী ইলাইক, ওয়া ফাওয়াজতু আমরী ইলাইক, ওয়া আলজা'তু যাহরী ইলাইক, রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইক। লা মালজাআ ওয়া লা মানজা মিনকা ইল্লা ইলাইক। আমানতু বি কিতাবিকা আল্লাযী আনযালতা, ওয়া বি নাবিইয়্যিকা আল্লাযী আরসালতা'। (বুখারী ২৪৭, মুসলিম ২৭১০)... হাদীসের শেষ অংশে রয়েছে 'নবীজী সা. বলেন, 'ঘুমের আগে এটাই যেন হয় তোমার শেষ কথা। এরপর যদি এই রাতে তুমি মারা যাও, তবে তুমি ফিতরাতের ওপর (নিস্পাপ অবস্থায়) মারা যাবে'। মুসলিমের রেওয়ায়েতে এসেছে, 'আর যদি রাত শেষ হয়ে দিন আসে, তবে সেটা তোমার জন্য উত্তম দিন'।

◆ যিকির হলো দুর্ভেদ্য দুর্গ। হৃদয়ের প্রাণ সঞ্জিবনী শক্তি। সুতরাং আমাদেরকে যিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে আর যে করে না, তাদের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মতো।

উক্ত হাদীসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতের কথা বলা হয়েছে। সেটা হচ্ছে, ঘুমের আগে এই দুআই যেন হয় একজন মুমিনের শেষ কথা। আর এটার জন্য মহা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। সুতরাং যদি সেই রাতেই কেউ মারা যায়, তবে সে ফিতরাত তথা মিল্লাতে ইবরাহীমের সত্য দীনের ওপর মৃত্যুবরণ করলো। আর যদি বেঁচে থাকে, তবে সে রিযিক, আমল ইত্যাদির বরকতের ওপর দিন শুরু করলো। এটা ব্যাপক অর্থবোধক একটি বাক্য ; পূর্বোক্ত সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মহা ফজীলতপূর্ণ দুআর কথা বলা জরুরি মনে হচ্ছে। দুআটি আল্লাহ তাআলা দয়া করে নিজ বান্দাদের দান করেছেন। সহীহ বুখারীতে সাহাবী শাদ্দাদ বিন আওস রা. এর বর্ণনায় এসেছে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : **'সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার হলো: আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা। ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ও'দিকা মাসতাতা'তু; আঊযু বিকা মিন শারি মা সানা'তু, আবূউ লাকা বি-নি'মাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবূউ লাকা বি-যানবী; ফাগফিরলী ফা-ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা'**। এরপর তিনি (নবীজী) বললেন, **'যদি কোনো ব্যক্তি বিশ্বাস সহকারে এই দুআ দিনের বেলা পড়ে সেই দিন সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করে তবে সে জান্নাতী হবে। আবার যদি কোনো ব্যক্তি বিশ্বাস সহকারে রাতে এটা পড়ে এবং ভোর হওয়ার আগে মৃত্যু বরণ করে, তবে সেও জান্নাতী হবে'**। (বুখারী ৬৩০৬)

স্বপ্ন সংশ্লিষ্ট সুন্নাতসমূহ

মানুষের স্বপ্নকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। আবু হুরাইরা রা. এর একটি হাদীসে আমরা এমনি দেখতে পাই :

১. সত্য ও কল্যাণময় স্বপ্ন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখানো হয়ে থাকে। এর বেশকিছু বিধি-বিধান রয়েছে। সামনে আমরা আলোচনা করবো।
২. দুঃখজনক ও ক্ষতিকর স্বপ্ন। এটা শয়তানের পক্ষ থেকে দেখানো হয়ে থাকে। কিছু বিধি-নিষেধ মানলে এর ক্ষতি থেকে সুরক্ষা পাওয়া যেতে পারে। এটা নিয়েও আমরা আলোচনা করবো।
৩. অর্থহীন ও বেহুদা স্বপ্ন। নিজের মনের কল্পনাগুলোই রাতে স্বপ্ন হয়ে আসে।

হাদীসে বর্ণিত স্বপ্ন-সম্পর্কিত কিছু সুন্নাত:

আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : একসময় আমি এমন কিছু স্বপ্নে দেখতাম যার ফলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়তাম। তখন আবু কাতাদার সঙ্গে আমার দেখা হলো। তিনিও বললেন, আমিও এমন কিছু স্বপ্ন দেখতাম যার ফলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়তাম। আর তখন আমি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনলাম : **'ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের কেউ ভালো কিছু স্বপ্ন দেখলে কেবল পছন্দের**

মানুষদেরকেই যেন সেটা জানায়। আর যদি কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখে তবে বাম দিকে যেন তিন বার থুথু ফেলে এবং আল্লাহর কাছে সেটা থেকে ও শয়তানের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর কাউকে সেটা না বলে। কেননা সেই স্বপ্ন তাকে ক্ষতি করতে পারবে না'।

আবু সালামা রা. বলেন, 'আমি এমন কিছু দুঃস্বপ্ন দেখতাম, যা পাহাড়ের চেয়েও ভারী লাগতো আমার কাছে। কিন্তু তখনই আমি এই হাদীসটি শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি সেসব স্বপ্নকে পাত্তা দেয়া ছেড়ে দিলাম'। (বুখারী ৫৭৪৭, মুসলিম ২২৬১) আরেক বর্ণনায় এসেছে, **'ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখানো হয়ে থাকে। খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখলে যেন বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে এবং আল্লাহর কাছে সেটার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় কামনা করে। তাহলে সেটা তাকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না'**। (বুখারী ৩২৯২, মুসলিম ২২৬১)

সহীহ মুসলিমে জাবের রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যেন তিন বার আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে নেয়'**। (মুসলিম ২২৬২)

সহীহ বুখারীতে আবু সাঈদ খুদরী রা. এর হাদীসে এসেছে, **'তোমাদের কেউ যখন কোনো ভালো স্বপ্ন দেখে, তখন যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। কেননা সেটা তাঁর পক্ষ থেকে দেখানো হয়েছে'**। (বুখারী ৭০৪৫)

পেছনে উল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা বোঝা যায়:

১ কেউ ভালো কোনো স্বপ্ন দেখলে তার জন্য কয়েকটি কাজ করা সুন্নাত:

এক. আল্লাহর প্রশংসা করা। কেননা সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখানো হয়েছে।

দুই. মানুষকে জানানো। তবে কেবল পছন্দের মানুষকে জানাবে।

২ আর যদি কেউ কোনো খারাপ দেখে, তবে তার জন্য নিচের কাজগুলো করা সুন্নাত:

এক. বামদিকে তিন বার থুথু ফেলবে।

দুই. আল্লাহর কাছে শয়তান ও স্বপ্নের অনিষ্টতা থেকে তিন বার আশ্রয় প্রার্থনা করবে। 'আঊযু বিল্লাহি মিনাশ-শাইত্বানি ওয়া মিন শাররিহা'- তিন বার বলবে।

তিন. কাউকে দুঃস্বপ্ন সম্পর্কে জানাবে না। উক্ত কাজগুলো করলে আল্লাহর নবীর ভাষ্যমতে, সেই স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। পাশাপাশি আরও কিছু কাজ করা যেতে পারে :

চার. পার্শ্ব পরিবর্তন করে শুইবে। উদাহরণত যদি চিত হয়ে শোয়া থাকে, তবে সেটা পরিবর্তন করে পাশ ফিরে শুইবে।

পাঁচ. উঠে দুই রাকাআত নামাজ পড়বে।

পেছনের হাদীসগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারলাম: মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের একটি অংশ। যিনি জাগ্রত অবস্থায় সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী ; ঘুমের ভেতরে তার স্বপ্নই সবচেয়ে সত্য ও বাস্তবসম্মত হয়ে থাকে। এটা সত্যবাদিতার প্রভাব। সত্য এতটাই বিশাল ও সুদূরপ্রসারী যা মানুষের ঘুমের জগতকেও প্রভাবিত করে।

রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে নিম্নোক্ত দুআ পড়া সুন্নাত:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

উবাদা বিন সামিত রা. এর হাদীস। প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যে ব্যক্তি রাতে হঠাৎ ধড়ফড় করে সজাগ হয়ে ওঠে, এরপর এই দুআ পড়ে: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া সুবহানাল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'**। এরপর বলে, **'আল্লাহুম্মাগ ফিরলী'** (হে আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন)। **কিংবা অন্য কোনো দুআ করে, তার দুআ কবুল করা হয়। যদি অজু করে নামাজ পড়ে, তবে তার নামাজ কবুল করা হয়'**। (বুখারী ১১৫৪)

উক্ত হাদীসে দু'টি মহা সুসংবাদ রয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠার ওপর এই দুআ পড়বে- **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া সুবহানাল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'- যে ব্যক্তি এই দুআটি পড়বে, তার জন্য দু'টি সুসংবাদ রয়েছে:**

এক. 'হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন' যদি বলে কিংবা অন্য কোনো দুআ করে, তার দুআ কবুল করা হবে।

দুই. যদি উঠে অজু করে নামাজ পড়ে, তবে তার নামাজ কবুল করা হবে। আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের প্রশংসা করছি। তার কাছে তাওফীক কামনা করছি।

এতক্ষণ আমরা সময়-নির্ধারিত সুন্নাতগুলো বর্ণনা করলাম। এবার আমরা সময়ের সঙ্গে নির্ধারিত নয় এমন সুন্নাতগুলো নিয়ে আলোচনা করবো। এসব সুন্নাতের ভেতরে দিনের প্রথম সুন্নাত হলো ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক করা এবং এই দুআ পড়া- **'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দামা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর'**।
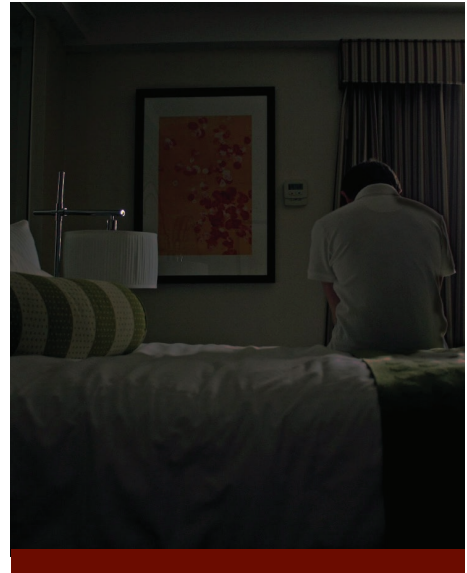
সময়ের সঙ্গে নির্ধারিত নয় এমন সুন্নাতসমূহ

এটা দৈনন্দিন সুন্নাতের দ্বিতীয় প্রকার। এমন সুন্নাতের পরিসর ব্যাপক বিস্তৃত। সময়, ব্যক্তি, পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এটা বিচিত্র হয়ে থাকে।

এখানে আমরা কেবল সেসব সুন্নাত উল্লেখ করার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো যেগুলো দিন ও রাতে একাধিকবার করতে হয়। আল্লাহ তাআলা তাওফীকদাতা।

এসব সুন্নাতের প্রথম প্রকার হলো:

এক: খাবার সংশ্লিষ্ট সুন্নাত

১ খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা।

উমর ইবনে আবী সালামা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ছোট বেলা একবার প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে ছিলাম। সামনে খাবার দেয়া হলে আমি থালার চারপাশে আমার হাত ঘুরাচ্ছিলাম। তখন নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, **'বৎস! বিসমিল্লাহ পড়ে নাও। ডান হাতে খাও! নিজের সামনে থেকে খাও'! সেদিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি এভাবেই খেয়ে আসছি'।** (বুখারী ৫৩৭৬, মুসলিম ২০২২)

খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে যখনই মনে পড়বে তখন 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহ' বলা সুন্নাত।

بسم الله أوله وآخره

দলীল আয়েশা রা. এর হাদীস। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ খেতে বসলে যেন বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়। আর যদি খাওয়ার শুরুতে কেউ বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে যায়, তবে যেন বলে, 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু'। (আবু দাঊদ ৩৭৬৭, তিরমিযী ১৮৫৮ ; আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন)

উক্ত হাদীসে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত রয়েছে। সেটা হলো ডান হাতে খাবার গ্রহণ করা। যাতে করে শয়তানের সঙ্গে সদৃশ না হয়। কারণ মুসলিম ব্যক্তি যখন খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ না বলে তখন সেই খাবারে শয়তানও অংশগ্রহণ করে। একইভাবে যখন বাম হাতে খায় বা পান করে, তখন সেটা শয়তানের সদৃশ হয়। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে।

এর দলীল হচ্ছে:

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর হাদীস। রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে না খায়, বাম হাতে পান না করে। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে'। তিনি বলেন, নাফে' এর সঙ্গে যোগ করে আরও বলতেন, 'বাম হাতে যেন কোনো কিছু না দেয় কিংবা না নেয়।'**। (মুসলিম ২০২০)

শয়তান সবসময় মানুষের ঘরে ঢুকে তাতে রাতযাপন ও ঘরের লোকদের সঙ্গে পানাহারে অংশগ্রহণ করতে চায়। যেমনটা জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. এর হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি। তিনি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন, **'যখন কোনো ব্যক্তি ঘরে ঢোকার সময় আল্লাহর নাম নেয়, এরপর খেতে বসেও আল্লাহর নাম নেয়, তখন শয়তান (অনুসারীদের) বলে, আজকে তোমাদের রাতযাপন ও রাতের খাবার শেষ! আর যখন কেউ ঘরে ঢোকার সময় আল্লাহর নাম না নেয়, তখন শয়তান বলে, তোমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আর যখন খাওয়ার সময়ও আল্লাহর নাম না নেয়, তখন বলে, তোমাদের থাকা ও খাওয়া দুটোরই ব্যবস্থা হয়ে গেছে'**। (মুসলিম ২০১৮)

২ নিজের সামনে থেকে খাওয়া।

দলীল উমর বিন আবী সালামা রা. এর পূর্বোক্ত হাদীস। তাতে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'নিজের সামনে থেকে খাও'**।

৩ পড়ে যাওয়া লোকমা উঠিয়ে পরিস্কার করে খাওয়া।

দলীল জাবের রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, আমি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি : **'শয়তান তোমাদের প্রত্যেকটি কাজের সময় উপস্থিত থাকে। এমনকি খাওয়ার সময়ও। সুতরাং খাওয়ার সময় যদি তোমাদের কারও লোকমা পড়ে যায়, তবে যেন সেটা উঠিয়ে ময়লা পরিস্কার করে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে। খাওয়া শেষ হলে যেন আঙুলগুলো চেটে খায়। কেননা খাওয়ার কোন্ অংশে বরকত রয়েছে সেটা কারও জানা নেই'**। (মুসলিম ২০৩৩)

হাদীসটি নিয়ে গভীর চিন্তা করলে দেখা যায়, শয়তান মানুষের প্রত্যেকটি কাজে অংশ নিতে চায়। যাতে করে সেটা থেকে বরকত ছিনিয়ে নিতে পারে এবং সেটা নষ্ট করে দিতে পায়। হাদীসের **'শয়তান তোমাদের প্রত্যেকটি কাজে উপস্থিত থাকে'**- বাক্যটিই এটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

৪ আঙুল চেটে খাওয়া।

সুন্নাত হচ্ছে নিজে কিংবা অন্য কেউ যেমন স্ত্রী কর্তৃক আঙুল চেটে খাওয়া। সুতরাং টিস্যু কিংবা এ জাতীয় কিছু দ্বারা হাত মোছার আগে সেটা চেটে খাওয়া সুন্নাত।

এর দলীল হচ্ছে জাবের রা. এর পূর্বোক্ত হাদীস।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীসে রয়েছে- নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'তোমাদের কেউ যখন খাবার গ্রহণ করে। তখন নিজে কিংবা অন্য কেউ হাত চাটার আগে যেন সেটা মুছে না ফেলে'**। (বুখারী ৫৪৫৬, মুসলিম ২০৩৩)

৫ থালা পরিষ্কার করে খাওয়া।

এখানে খাওয়া শেষ করার পরে থালার চারপাশ থেকে খাবার পরিস্কার করে খাওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি ভাত খায়, তার পুরো থালা পরিস্কার করে খাওয়া উচিত যাতে তাতে একটি দানাও অবশিষ্ট না থাকে। কেননা হতে পারে বাকি থাকা কোনো দানার ভেতরেই বরকত রয়ে গেছে!

এর দলীল হচ্ছে আনাস রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে থালা পরিস্কার করে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন'। (মুসলিম ২০৩৪) মুসলিমের অপর একটি রেওয়ায়েতে আবু হুরাইরা রা. এর হাদীসে এসেছে : **'তোমাদের প্রত্যেকে যেন থালা পরিস্কার করে খায়'**। (মুসলিম ২০৩৫)

ইবনে উসাইমীন র. বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো আঙুল দ্বারা পুরো থালা চেটে খাওয়া। বর্তমান সময়ের অসংখ্য মানুষ এই সুন্নাত থেকে গাফিল। এমনকি তালেবুল ইলমদেরও এটা থেকে গাফিল দেখা যায়'। (দেখুন- শরহে রিয়াজুস সালেহীন ১/৮৯২)

৬ তিন আঙুল দ্বারা খাওয়া।

তিন আঙুল দ্বারা খাওয়া সুন্নাত। তবে এটা শুধু সেসব খাবার যেগুলো তিন আঙুলে খাওয়া যায় যেমন খেজুর ইত্যাদি। এসব খাবারে তিন আঙুল ব্যবহার করা সুন্নাত।

দলীল হচ্ছে কা'ব বিন মালেক রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম) তিন আঙুলে খেতেন। মুছে ফেলার আগে তিনি আঙুল চেটে খেতেন'। (মুসলিম ২০৩২)

৭ তিন শ্বাসে পানি পান করা।

তিন শ্বাসে পানি পান করা সুন্নাত। তবে শ্বাস গ্লাসের ভেতরে নয় ; বাইরে ছাড়বে।

দলীল আনাস রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পান করার সময় তিনবার শ্বাস নিতেন। তিনি বলতেন, 'এভাবে পান করা অধিক তৃপ্তিদায়ক, উপকারী ও সুন্দর'। আনাস রা. বলেন, 'আমিও তিন শ্বাসে পান করি'। (বুখারী ৫৬৩১, মুসলিম ২০২৮)

পান করার সময় শ্বাস ছাড়ার অর্থ হলো পানপাত্রের বাইরে শ্বাস ছাড়া। কেননা পাত্রের ভেতরে শ্বাস ছাড়া মাকরূহ। দলীল সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু ক্বাতাদা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'তোমাদের কেউ যখন পান করে, তখন পাত্রের ভেতরে যেন শ্বাস না ছাড়ে'**। (বুখারী ৫৬৩০, মুসলিম ২৬৭)

খাওয়ার শেষে আল্লাহর প্রশংসা করা।

এই সুন্নাতের দলীল হচ্ছে:

আনাস বিন মালেক রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'কোনো বান্দা খাবার গ্রহণ করার পরে আল্লাহর প্রশংসা করলে, কিংবা পান করার পরে আল্লাহর প্রশংসা করলে, আল্লাহ সেই বান্দার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান'**। (মুসলিম ২৭৪৩)

আল্লাহর প্রশংসামূলক বিভিন্ন দুআ হাদীসে এসেছে। তন্মধ্যে:

১) الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ ، وَلَا مُوَدَّعٍ ، وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

'আলহামদুলিল্লাহি কাসীরান তাইয়্যিবান মুবারকান ফীহি গাইরা মাকফিয়্যিন, ওয়ালা মুওয়াদ্দায়িন, ওয়ালা মুসতাগনান আনহু রাব্বানা'। (বুখারী ৫৪৫৮)

২) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مَكْفُورٍ

'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাফানা ওয়া আরওয়ানা গাইরা মাকফিয়্যিন ওয়ালা মাকফূরিন'। (বুখারী ৫৪৫৯)

দু'আগুলোর সারমর্ম হচ্ছে: আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি আমাদের পান করিয়েছেন। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট ; আমাদের আর কারও প্রয়োজন নেই। তিনি আমাদের ছেড়ে যান না। তিনিই নিয়ামত দিয়ে আমাদের জীবন ভরপুর করে দিয়েছেন। এসব নিয়ামত অস্বীকারের কোনো সুযোগ নেই।

৯ একসঙ্গে খাওয়া।

আলাদা আলাদা না খেয়ে একসঙ্গে খাওয়া সুন্নাত।

দলীল হচ্ছে জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, আমি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, **'এক জনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট, দু'জনের খাবার চার জনের জন্য যথেষ্ট। চার জনের খাবার আট জনের জন্য যথেষ্ট'**। (মুসলিম ২০৫৯)

১০ খাবার ভালো লাগলে প্রশংসা করা।

খাবার ভালো লাগলে প্রশংসা করা সুন্নাত। সন্দেহ নেই এই প্রশংসা বাস্তবতার ভিত্তিতেই হওয়া উচিত।

এর দলীল জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. এর হাদীস। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিবারের কাছে তরকারি চাইলেন। তারা বললেন, সামান্য সিরকা ছাড়া কিছু নেই। তিনি তখন সেটাই নিলেন এবং খেতে খেতে বললেন, **'সিরকা কত উত্তম তরকারী, সিরকা কত উত্তম তরকারী'** (মুসলিম ২০৫২)। তৎকালীন সময় সিরকা ছিল তরকারী জাতীয় খাবার। এটা আমাদের আজকের সিরকার মতো টক ছিল না; মিষ্টি ছিল।

শাইখ বিন উসাইমীন র. বলেন, খাবার ভালো হলে প্রশংসা করতে হবে- এ ব্যাপারেও নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকনির্দেশনা রয়েছে। সুতরাং কারও কাছে যদি রুটি ভালো লাগে এবং সেটার প্রশংসা করে তবে এটাও নবীজীর সুন্নাত'। (দেখুন- শরহে রিয়াজুস সালেহীন- ২/১০৫৭)

আমাদের সমাজের দিকে কেউ দৃষ্টি দিলে স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারবে যে, আজকে আমরা প্রিয় নবীজীর এই সুন্দর সুন্নাতটি পরিত্যাগ করেই ক্ষান্ত হচ্ছি না ; রীতিমতো কখনও কখনও এর বিরোধিতাও করছি। এখন খাবারের প্রশংসার বদলে দোষ ধরা এবং সমালোচনা করা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এটা নবীজীর আদর্শের বিপরীত কাজ। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরাইরা রা. এর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনও কোনো খাবারের দোষ ধরেননি। ভালো লাগলে খেতেন, না লাগলে খেতেন না'। (বুখারী ৩৫৬৩, মুসলিম ২০৬৪)

১১ আপ্যায়নকারীর জন্য দুআ করা।

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ ، وَاغْفِرْ لَهُمْ ، وَارْحَمْهُمْ

দলীল আব্দুল্লাহ বিন বুসর রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার আমার পিতার কাছে এলেন। তখন আমরা তাঁর সামনে কিছু খাবার পেশ করলাম। তিনি সেগুলো থেকে খেলেন। এরপর তাকে খেজুর দেয়া হলো। তিনি খেজুর খেয়ে বিচিগুলো শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুল মিলিয়ে সেখানে (আঙুলের পিঠে) রাখতেন (এরপর ফেলে দিতেন; প্লেটে রাখতেন না; তাতে খেজুরের সাথে মিশে খেতে অভক্তি আসতে পারে)। এরপর তাঁর সামনে পানীয় পেশ করা হলো। তিনি সেটা ডান হাতে পান করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আবার পিতা নবীজীর সওয়ারীর লাগাম ধরে বললেন, 'আমাদের জন্য দুআ করুন'! নবীজী বললেন, **'আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফী মা রাযাকতাহুম ওয়াগফিরলাহুম ওয়ারহামহুম'**। (মুসলিম ২০৪২)

১২ পান করানোর সময় ডান দিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব।

একাধিক ব্যক্তিকে পান করানো সময় যিনি ডানে আছেন, তাকে আগে পান করাবে, এরপর যিনি বামে আছেন তাকে।

দলীল আনাস বিন মালেক রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল একবার আমাদের বাড়িতে এসে কিছু পান করতে চাইলেন। আমরা তার জন্য একটি ছাগলের দুধ দোহন করলাম। এরপর আমি এই কূপ থেকে পানি তুলে আল্লাহর রাসূলকে দিলাম। তিনি পান করলেন। আবু বকর ছিলেন তাঁর বাম পাশে। উমর ছিলেন সামনে। আর এক বেদুঈন ছিল তাঁর ডান পাশে। নবীজীর পান করা শেষ হলে উমর আবু বকরকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এই যে আবু বকর এখানে হে আল্লাহর রাসূল! কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বকর ও উমরকে বাদ দিয়ে বেদুঈন লোকটির হাতে পানির পেয়ালা তুলে দিলেন। অতঃপর বললেন, **'ডানপাশের লোকেরা! ডান পাশের লোকেরা! ডান পাশের লোকেরা!!'** আনাস রা. বলেন, এটাই সুন্নাত! এটাই সুন্নাত!! এটাই সুন্নাত!!! (বুখারী ২৫৭১, মুসলিম ২০২৯)

১৩ পানকারী সবার শেষে পান করবে।

যিনি একাধিক সংখ্যক মানুষকে পানি করাবেন, তিনি নিজে সবার শেষে পান করবেন।

এর দলীল আবু কাতাদা রা. এর লম্বা হাদীস। তাতে এসেছে : তিনি বলেন..... 'নবীজী ঢেলে দিচ্ছিলেন আর আমি পান করাচ্ছিলাম। শেষমেশ যখন আমি ও আল্লাহর রাসূল ছাড়া কেউ বাকি রইলো না, তিনি আমাকে বললেন, এবার তুমি পান করো। আমি বললাম, আপনি পান করার আগে আমি করবো না। তিনি বললেন, 'যে পান করাবে, সে সবার শেষে পান করবে'। সাহাবী বলেন, তখন আমি পান করলাম। এরপর আল্লাহর রাসূল পান করলেন'। (মুসলিম ৬৮১)

ফায়েদা: দুধ পান করার পরে পানি দিয়ে কুলি করা সুন্নাত। যাতে করে দুধ থেকে মুখে জমে থাকা চর্বি দূরীভূত হয়ে যায়। এর দলীল ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীস। 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুধ পান করলেন। এরপর তিনি পানি আনালেন এবং কুলি করলেন। তারপর বললেন, '**দুধে চর্বি রয়েছে**'। (বুখারী ২১১, মুসলিম ৩৫৮)

১৪ রাত হলে বিসমিল্লাহ বলে পাত্র ঢেকে ফেলা।.

রাত এলে বিসমিল্লাহ বলে খোলা পাত্র ঢেলে ফেলা এবং পানির পেয়ালার মুখ লাগিয়ে দেখা সুন্নাত।

এর দলীল জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, **'তোমরা পাত্র ঢেকে রাখো। মশকের মুখ বন্ধ করে দাও। কেননা বছরে একটি রাত এমন রয়েছে যে রাতে মহামারী আসে। যখনই কোনো পাত্র খোলা থাকে কিংবা মশক উন্মুক্ত থাকে, সেটার ভেতরে প্রবেশ করে'**। (মুসলিম ২০১৪) বুখারীতে জাবেবের হাদীসে আরও রয়েছে, **'মশক বন্ধ করে দাও। আল্লাহর নাম স্মরণ করো। পাত্রগুলোর মুখ লাগিয়ে দাও। আল্লাহর নাম স্মরণ করো'**। (বুখারী ৫৬২৩)

দুই: সালাম, সাক্ষাৎ ও বৈঠকের সুন্নাত

১ সালাম দেয়া সুন্নাত।

সালাম সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য দলীল রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো আবু হুরাইরা রা.এর হাদীস। রাসূলে কারীম বলেছেন, **‘একজন মুসলিমের অপর মুসলিমের ওপর ছয়টি অধিকার রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো সেগুলো কী হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, ‘সাক্ষাতে সালাম দেয়া। দাওয়াত দিলে কবুল করা। নসীহত চাইলে নসীহত করা। হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে জবাব দেয়া। অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া। আর মারা গেলে জানাজা ও দাফন করা’**। (মুসলিম ২১৬২)

সালাম দেয়া সুন্নাত হলেও সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। এর দলীল হচ্ছে:

আল্লাহ তাআলার বাণী : **'যখন তোমাদের সম্ভাষণ জানানো হয়, তখন তোমরা আরও উত্তমভাবে কিংবা সমানভাবে সেটার বিনিময়ে সম্ভাষণ জানাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সবকিছুর হিসাব রাখেন'**। (নিসা : ৮৬)

এখানে আল্লাহ তাআলা সম্ভাষণের জবাব দিতে 'আমর' তথা নির্দেশ দিচ্ছেন। আর 'আমর' এর বিধান হলো ওয়াজিব প্রমাণিত হওয়া। আল্লামা ইবনে হাযাম, ইবনে আব্দুল বার, শাইখ তাকী উদ্দীনসহ অসংখ্য উলামায়ে কিরাম সালামের জবাব ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বর্ণনা করেছেন। (দেখুন- আল-আদাবুশ শরইয়্যাহ ১/৩৫৬, মুআসসাসাতুর রিসালা প্রকাশ)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

সালামের সবচেয়ে উত্তম ও পরিপূর্ণ বাক্য হলো 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ'।

ইবনুল কাইয়্যিম র. বলেন, 'সালাম দেয়ার ক্ষেত্রে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'ওয়া বারাকাতুহ' পর্যন্ত বলতেন। (দেখুন যাদুল মাআদ : ২/৪১৭)

সালামের প্রচার-প্রসার কেবল সুন্নাতই নয় ; বরং এ ব্যাপারে অনেক উৎসাহ এসেছে হাদীসে। এর শ্রেষ্ঠত্ব অনেক। দলীল আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! তোমরা যতক্ষণ না পূর্ণ মুমিন হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পরস্পরকে ভালোবাসার আগ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় বলে দিবো না যেটা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে? নিজেদের ভেতরে সালামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটাও'**। (মুসলিম ৫৪)

২ প্রয়োজনে তিন বার পর্যন্ত সালাম দেয়া মুস্তাহাব।

উদাহরণত যদি মনে করে যে যাকে সালাম দেয়া হয়েছে সে শুনতে পায়নি। তখন দ্বিতীয় বার সালাম দেয়া মুস্তাহাব। যদি তখনও না শুনে তবে তৃতীয় বার দেয়া মুস্তাহাব। একইভাবে যদি বিশাল কোনো মজলিসে প্রবেশ করে প্রথমে সালাম দেয়। কিন্তু দুয়েকজন ছাড়া কেউ সেটা শুনতে না পায়। তখন পরবর্তীতে প্রয়োজনমতো দুই তিন বার সালাম দিবে যাতে সবাই শুনতে পায়।

এর দলীল হচ্ছে আনাস রা. এর হাদীস। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'তিনি কোনো কথা বললে তিন বার বলতেন, যাতে শ্রোতা সেটা ভালোভাবে বুঝে নিতে পারে। আর যখন কোনো কওমের কাছে গিয়ে তাদের সালাম দিতেন, তখন তিনবার দিতেন'। (বুখারী ৯৫)

আনাস রা. এর এই হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, প্রয়োজন হলে যে কোনো কথা তিনবার বলা সুন্নাত। সুতরাং কোনো কথা বলার পর যদি শ্রোতা সেটা বুঝতে না পারে, তবে তিনবার বলা সুন্নাত।

৩ পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেয়া সুন্নাত।

দলীল আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর হাদীস : 'এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলো- কোন ইসলাম সর্বোত্তম? তিনি বললেন, **'মানুষকে খাবার খাওয়ানো। পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম প্রদান করা'**। (বুখারী ১২, মুসলিম ৩৯)

৪ হাদীস অনুযায়ী কারা আগে সালাম দেবে?

দলীল আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'আরোহিত ব্যক্তি পায়ে-হাঁটা ব্যক্তির ওপর সালাম দিবে। চলমান ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তির ওপর সালাম দিবে। অল্পসংখ্যক লোক অধিকসংখ্যক মানুষের ওপর সালাম দিবে'**। (বুখারী ৬২৩৩, মুসলিম ২১৬০) বুখারীর অপর একটি বর্ণনায় আরও এসেছে, **'ছোট বড়কে সালাম দিবে। চলমান ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে। কম মানুষ বেশি মানষকে সালাম দিবে'**। (বুখারী ৬২৩৪)

উপরে যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো, সেটা সালাম দেয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি। কিন্তু এটার বিপরীত করলে তথা বড় যদি ছোটকে সালাম দেয়, পায়ে-চলমান ব্যক্তি যদি আরোহিত ব্যক্তিকে সালাম দেয় তবে মাকরূহ হবে না ; বরং সর্বোত্তম হবে না শুধু এটুকুই।

৫ বাচ্চাদেরকে সালাম দেয়া সুন্নাত।

দলীল আনাস বিন মালেক রা. এর হাদীস। 'তিনি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে হাঁটতেন। অনেক সময় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাচ্চাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে তাদেরকে তিনি সালাম দিতেন'! (বুখারী ৬২৪৭, মুসলিম ২১৬৮)

পাশাপাশি ছোটদের সালাম দেয়ার মাঝে আরও কিছু উপকারিতা রয়েছে। যেমন নিজের ভেতরে বিনয়ের স্বভাব তৈরি করা, বাচ্চাদের ভেতরে সালাম দেয়ার অনুভূতি জাগিয়ে তোলা।

৬ ঘরে প্রবেশের সময় সালাম দেয়া সুন্নাত।

সর্বাবস্থায় সালাম দেয়া সুন্নাত তাই এখানেও দিবে। তবে সেটা হবে মিসওয়াক করার পরে। কারণ ঘরে প্রবেশের আগে মিসওয়াক করা সুন্নাত। আমরা আগে বলেছিলাম বেশকিছু জায়গায় মিসওয়াক সুন্নাত হওয়াটা সুপ্রমাণিত। এর ভেতরে একটা হলো ঘরে প্রবেশেয় সময়। সহীহ মুসলিমে আয়েশা রা. এর হাদীসে এসেছে তিনি বলেন, 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ঘরে প্রবেশ করতেন, সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন'। (মুসলিম ২৪৩) সুতরাং প্রথমে মিসওয়াক করে, ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিবে। কোনো কোনো উলামায়ে কিরাম বলেছেন, যে কোনো ঘরে প্রবেশ করলেই সালাম দেয়া সুন্নাত। চাই তাতে কেউ থাকুক বা না থাকুক। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, **'যখন তোমরা ঘরে**

প্রবেশ করো তোমাদের নিজেদের ওপর সালাম দাও। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুবারক ও পবিত্র সম্ভাষণ। এভাবেই আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বর্ণনা করে দেন যাতে তোমরা বুঝতে পারো'। (নূর :৬১)

ইবনে হাজার র. বলেন, 'সালামের প্রচার-প্রসার ঘটানোর ব্যাপক নির্দেশনা রয়েছে শরীয়তে। এই নির্দেশনার ভেতরে ঘরে ঢোকার সময় নিজের ওপর সালাম দেয়াও অন্তর্ভুক্ত। দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী **'অতঃপর যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করো, তখন নিজেদের ওপর সালাম দাও'**। (দেখুন ফাতহুল বারী হাদীস নং ৬২৩৫, সালামের প্রচার অধ্যায়)

ফায়েদা: **পেছনের আলোচনা দ্বারা বোঝা গেলো, ঘরে প্রবেশের সময় তিনটি সুন্নাত রয়েছে:**

১> **এক.** আল্লাহর নাম নেয়া। বিশেষ করে রাতের বেলা।

দলীল জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. এর হাদীস। তিনি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন, 'যখন কোনো ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে। প্রবেশের সময় এবং খেতে বসার সময় আল্লাহর নাম নেয়। তখন শয়তান বলে, আজকে তোমাদের রাত-যাপন ও খাওয়া শেষ। আর যদি ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম না নেয়, তখন শয়তান বলে, রাত-যাপনের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আবার যখন খাওয়ার সময়ও আল্লাহর নাম না নেয়, তখন শয়তান বলে, খাওয়ার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে'। (মুসলিম ২০১৮)

২> **দুই.** মিসওয়াক করা। দলীল আয়েশা রা. এর পেছনে উল্লিখিত হাদীস।

৩> **তিন.** গৃহবাসীদের সালাম দেয়া।

৭ কেউ ঘুমে থাকলে নিম্ন আওয়াজে সালাম দেয়া সুন্নাত।

এটা ছিল রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদর্শ। যেমনটা আমরা মিকদাদ বিন আসওয়াদ রা. এর হাদীসে দেখতে পাই। তিনি বলেন, '.... আমরা দুধ দোহন করতাম এবং আমাদের প্রত্যেকে যার যার অংশ পান করতো। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য আমরা তাঁর অংশ উঠিয়ে রাখতাম। তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতের বেলা আমাদের কাছে আসতেন। তখন তিনি আমাদের সালাম দিতেন। যেটা জাগ্রতরা শুনতে পেতো। কিন্তু ঘুমন্তদের ঘুম ভাঙাতো না'।

৮ সালাম পৌঁছে দেয়া সুন্নাত।

সালাম পৌঁছে দেয়া সুন্নাত। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি বলে, তার কাছে আমার সালাম পৌঁছে দিও। তখন সেটা সেই ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়া সুন্নাত।

দলীল আয়েশা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেছেন, **‘জিবরীল তোমাকে সালাম বলেছেন’**। তখন আমি বললাম, ‘ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’। (বুখারী ৩২১৭, মুসলিম ২৪৪৭)

উক্ত হাদীসে সালাম পৌঁছানোর বিষয়টি রয়েছে। এখানে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরীল আ. এর সালাম আয়েশা রা. কে পৌঁছে দিয়েছেন। সুতরাং এর দ্বারা কারও সালাম কারও কাছে পৌঁছে দেয়ার বিষয়টি সুন্নাত হওয়া জানা যায়।

৯ মজলিসে প্রবেশ ও ত্যাগের সময় সালাম দেয়া।

দলীল আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **‘যখন তোমাদের কেউ কোনো মজলিসে যায় তখন যেন সালাম দেয়। যখন মজলিস থেকে উঠে আসার ইচ্ছা করে তখনও যেন সালাম দেয়। কেননা প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালামের অপেক্ষা উত্তম নয়’** (তথা উভয় সালামই সমান গুরুত্বপূর্ণ)। (আহমদ ৯৬৬৪, আবু দাঊদ ৫২০৮, তিরমিযী ২৭০৬, আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন (সহীহুল জামে’ ১/১৩২)

১০ সাক্ষাতের সময় সালামের সঙ্গে মুসাফাহা করা সুন্নাত।

এটা সাহাবায়ে কিরামের আমল। দলীল কাতাদা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, আমি আনাসকে বললাম, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবারা কি মুসাফাহা করতেন? তিনি বললেন, ‘হা’। (বুখারী ৬২৬৩)

১১ মুচকি হাসা এবং হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাৎ করা সুন্নাত।

দলীল আবু যর রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, আমাকে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **‘ভালো কাজ কখনও তুচ্ছ করবে না। যদিও সেটা তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাতই হোক না কেন’**। (মুসলিম ২৬২৬) তিরমিযী শরীফে আবু যর রা. এর হাদীস এসেছে এভাবে : আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছেন, **‘তোমার ভাইয়ের মুখে মুচকি হাসি দেয়াও একটি সদকা’**। (তিরমিযী ১৯৫৬ ; আলবানী এটাকে সহীহ বলেছে- দেখুন আস-সাহীহাহ ৫৭২)

১২ ভালো কথা বলাও সদকা ও সুন্নাত।

সাক্ষাতের সময় হোক কিংবা বৈঠকের সময় হোক সর্বাবস্থায় সুন্দর কথা বলা সুন্নাত এবং এটা একটি সদকা।

দলীল আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'ভালো কথা সদকা'**। (বুখারী ২৯৮৯, মুসলিম ১০০৯)

অনেক সময় অনেকে ভালো কথা বলেন, কিন্তু সওয়াবের নিয়ত না করার কারণে সওয়াব পান না। অথচ যদি এসব ভালো কথা বলার ক্ষেত্রে সওয়াবের নিয়ত করতেন, অসংখ্য সওয়াবের অধিকারী হতেন।

শাইখ বিন উসাইমীন র. বলেন, ভালো কথা বলতে 'তুমি কেমন আছো? কী অবস্থা? সবাই কেমন আছে? পরিবারের কী খবর?' এসব কথা উদ্দেশ্য। কেননা এগুলো মানুষকে সন্তুষ্ট করে। সুতরাং যেসব কথা অন্যের মনে শান্তি দেয় সেটাই ভালো কথা। সেটা সদকা ও সওয়াবের কারণ। (দেখুন শরহু রিয়াজিস সালেহীন ২/৯৯৬ ; ভালো কথা এবং হাসিমুখে সাক্ষাৎ মুস্তাহাব অধ্যায়)

১৩ মজলিসে আল্লাহর যিকির করা মুস্তাহাব।

যিকিরের মজলিসের ফজীলত এবং সেটার প্রতি উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'আল্লাহর কিছু ফিরিশতা রয়েছেন যারা পথে-ঘাটে যিকিরকারীদের খুঁজতে থাকেন। যখন তারা কোনো যিকিরের মজলিস পেয়ে যান, সঙ্গে সঙ্গে একে অপরকে ডাকতে থাকেন, 'এসো সবাই! পেয়ে গেছি! তিনি বলেন, এরপর তারা তাদের ডানা দিয়ে সেই যিকিরকারীদের দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত পরিবেষ্টিত করে রাখেন'....**। (বুখারী ৬৪০৮, মুসলিম ২৬৮৯)

১৪ মজলিস শেষ করার পরে মজলিসের কাফফারা আদায় করা সুন্নাত।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

দলীল আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'হৈচৈ ও বেহুদা কথাপূর্ণ কোনো মজলিসে বসার পরে উঠে যাওয়ার আগে যদি কেউ এই দুআটি পড়ে- 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক' তাহলে ঐ মজলিসে তার যা কিছু গোনাহ হয়েছে সবকিছু ক্ষমা করে দেয়া হবে'**। (তিরমিযী ৩৪৩৩ ; আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন- সহীহুল জামে' ২/১০৬৫)

তিন: পোশাক ও সাজ-সজ্জার সুন্নাত

১ ডান পায়ে আগে জুতা পরা সুন্নাত।

জুতা পরার সময়ে ডান পায়ে শুরু করা সুন্নাত। আর যখন জুতা খুলবে তখন বাম পা আগে খোলা সুন্নাত।

দলীল আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'তোমাদের কেউ যখন জুতা পরে তখন যেন ডান পা দিয়ে শুরু করে। আর যখন কেউ জুতা খোলে, যেন বাম পা আগে খোলে। যাতে করে ডান পায়ে আগে জুতা পরা হয় এবং ডান পা থেকেই শেষে খোলা হয়'**। (বখারী ৫৮৫৬)

মুসলিমের অপর একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, 'তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না হাঁটে। হয়তো দুই পায়ে জুতা পরবে অথবা খালি পায়ে হাঁটবে। (মুসলিম ২০৯৭)

উপর্যুক্ত হাদীস দু'টিতে তিনটি সুন্নাত রয়েছে:

১. জুতা পরার সময় ডান পায়ে আগে পরবে।

২. খোলার সময় বাম পা আগে খুলবে।

৩. হয়তো দুই পায়ে জুতা পরবে। অথবা একেবারেই পরবে না। অন্য কথায়, এক পায়ে জুতা পরবে না।

২ সাদা কাপড় পরিধান করা সুন্নাত।

বিভিন্ন রঙের জামা-কাপড়ের ভেতর থেকে সাদা রঙের কাপড় পরা সুন্নাত। দলীল ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'তোমরা সাদা কাপড় পরো। কেননা সাদা কাপড় সর্বোত্তম কাপড়। সাদা কাপড়েই মৃতকে দাফন করো'**। (আহমদ ২২১৯, আবু দাউদ ৩৮৭৮, তিরমিযী ৯৯৪ ; আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন- সহীহুল জামে' ১/২৬৭)

শাইখ ইবনে উসাইমীন র. বলেন, 'জামা, পাজামা, লুঙ্গিসহ সব ধরনের কাপড়ই এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সব ধরনের কাপড় সাদা রঙের পরা সুন্নাত এবং উত্তম। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে অন্য রঙের কাপড় পড়া নিষেধ। তবে নারীদের কাপড় পুরুষের জন্য পরা নিষেধ। (দেখুন শরহে রিয়াজুস সালেহীন ২/১০৮৭)

৩ সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাত।

দলীল আনাস রা. এর হাদীস। রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'দুনিয়াতে দু'টি জিনিস আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে নারী ও সুগন্ধি। আর আমার চোখের শীতলতা রয়েছে নামাজে'**। (আহমদ ১২২৯৩, নাসাঈ ৩৯৪০ ; আলবানী 'সহীহুন নাসাঈ' তে বলেছেন : হাসান সহীহ)

এই হাদীসটি সহীহ। অপরদিকে **'তোমাদের দুনিয়ার তিনটি জিনিস আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে'** শীর্ষক হাদীসটি দুর্বল।

নবীজী দুর্গন্ধ অপছন্দ করতেন। বুখারীতে আয়েশা রা. থেকে একটি লম্বা হাদীস এসেছে। আয়েশা রা. বলেন, 'নবীজীর কাছ থেকে কেউ দুর্গন্ধ পাবে এটা তাঁর জন্য কষ্টকর ছিল'। (বুখারী ৬৯৭২)

৪ সুগন্ধি ফিরিয়ে দেয়া মাকরূহ।

দলীল আনাস রা. এর হাদীস। ‘নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না’। (বুখারী ২৫৮২)

৫ ডান দিক থেকে মাথা আচড়ানো সুন্নাত।

এখানে মাথা আচড়ানো বলতে চিরুনি করা উদ্দেশ্য। সুতরাং ডান দিকে আগে করবে, এরপর বাম দিকে করবে।

এর দলীল হচ্ছে:

আয়েশা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, ‘নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জুতা পরিধান করা, মাথা আচড়ানো, অজু করাসহ সকল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দনীয় ছিল’। (বুখারী ১৬৮, মুসলিম ২৬৮)

চার. হাঁচি ও হাই তোলার সুন্নাত

হাঁচির সুন্নাতসমূহ:

 হাঁচিদাতার জন্য 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা সুন্নাত।

الْحَمْدُ لِلَّهِ / يَرْحَمُكَ اللَّهُ / يَهْدِيكُمُ اللَّهُ ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

দলীল আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয়, তখন যেন আলহামদুলিল্লাহ বলে। হাঁচিদাতার ভাই কিংবা সঙ্গী যেন বলে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। যে ব্যক্তি ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে, হাঁচিদাতা যেন তার জবাবে বলে, 'ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহু বালাকুম'**। ৯বুখারী ৬২২৪)

الْحَمْدُ لله عَلَى كلِّ حَال

হাঁচির জবাব বিভিন্নভাবে দেয়া যায়। সুতরাং কখনও আলহামদুলিল্লাহ বলবে আবার কখনও 'আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল' বলবে। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, 'যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয়, তখন যেন বলে 'আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল'। (আবু দাউদ ৫০১, ইবনুল কাইয়্যিম র. যাদুল মাআদে (২/৪৩৬) এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন, 'এর সনদ সহীহ')

হাঁচিদাতার আলহামদুলিল্লাহ শুনে পাশের ব্যক্তি বলবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। তখন হাঁচিদাতা তার জবাবে বলবে 'ইয়াহ্দীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহু বালাকুম'। এগুলোর সবকিছুই পেছনে আবু হুরাইরা রা. এর হাদীসে এসেছে।

২ হাঁচিদাতা যদি আলহামদুলিল্লাহ না বলে তবে সে হাঁচির জবাব না দেয়া সুন্নাত।

হাঁচিদাতা যদি আলহামদুলিল্লাহ না বলে তাহলে আমাদের জন্য জবাব দেয়া সুন্নাত নয় ; বরং সুন্নাত হচ্ছে জবাব না দেয়া। দলীল আনাস রা.এর হাদীস। তিনি বলেন, 'দুই ব্যক্তি রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে বসে হাঁচি দিলো। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের একজনের জবাব দিলেন আরেকজনের জবাব দিলেন না। তখন লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তার হাঁচির জবাব দিলেন, অথচ আমার হাঁচির জবাব দিলেন না যে!? নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'সে আলহামদুলিল্লাহ বলেছে, তুমি আলহামদুলিল্লাহ বলোনি'। (বুখারী ৬২২৫) এটা নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আমলী প্রমাণ। নবীজী বক্তব্যেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সহীহ মুসলিমে আবু মূসা রা. এর হাদীসে এসেছে, আমি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, 'যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলে, তখন তার জবাব দাও। আর যদি আলহামুদুলিল্লাহ না বলে, তবে জবাব দিও না। (মুসলিম ২৯৯২)

কিন্তু যদি প্রেক্ষাপট ভিন্ন হয়, সেক্ষেত্রে বিধানও ভিন্ন হবে। উদাহরণত ছোট বাচ্চাকে শিক্ষক কিংবা ছোট সন্তানকে যদি পিতা বলেন যে আলহামদুলিল্লাহ বলো- সেটা করা যাবে।

একইভাবে যদি কেউ ঠাণ্ডা-সর্দির কারণে বিরতিহীন হাঁচি দিতেই থাকে, তবে তিনবার পর্যন্ত জবাব দিবে। তিন বারের পরে আর জবাব দিতে হবে না।

দলীল আবু দাঊদ শরীফে আবু হুরাইরা রা. এর মাওকূফ ও মারফূ' হাদীস। তিনি বলেন, 'তিন বার পর্যন্ত হাঁচির জবাব দাও। তিন বারের বেশি হলে সেটা সর্দি'। (আবু দাঊদ ৫০৩৪- আলবানী র. বলেছেন হাদীসটি হাসান মাওকূফ, মারফূ' : সহীহু আবী দাঊদ ৪/৩০৮)

এর সমর্থনে সহীহ মুসলিমে আরও একটি হাদীস পাওয়া যায়। সালামা বিন আকওয়া' রা. থেকে বর্ণিত তিনি নবীজীর পাশে থাকা এক ব্যক্তিকে হাঁচি দিতে শুনলেন। তখন নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনলেন, **'ইয়ারহামুকাল্লাহ'**। দ্বিতীয় বার হাঁচি দিলে তিনি বললেন, **'লোকটি সর্দি-আক্রান্ত'**। (মুসলিম ২৯৯৩)

সুতরাং উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো, দুই অবস্থায় হাঁচির জবাব দিতে হবে না।

১. যখন হাঁচিদাতা নিজে আলহামদুলিল্লাহ না বলবে।

২. যখন তিন বারের বেশি হাঁচি দিবে। কেননা সেটা অসুস্থতা বলে গণ্য হবে।

হাই তোলার সুন্নাতসমূহ:

- **হাই এলে যথাসম্ভব চেপে রাখা কিংবা হাত দিয়ে প্রতিহত করা সুন্নাত।**

এর দলীল হচ্ছে:

আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'আল্লাহ তাআলা হাঁচি পছন্দ করেন, হাই অপছন্দ করেন। সুতরাং কেউ যদি হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলে, যে কোনো মুসলিমের সেটা শুনে জবাব দেয়া উচিত। কিন্তু হাই আসে শয়তানের পক্ষ থাকে। তাই সাধ্যমতো সেটা প্রতিহত করা উচিত। মানুষ যখন হাই তোলার জন্য 'হা' করে, তখন শয়তান হাসতে থাকে'**। (বুখারী ২৬৬৩)

সহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ রা. এর হাদীসে এসেছে- নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **'তোমাদের কারও যখন হাই আসে, তখন হাত দিয়ে যেন মুখ চেপে রাখে। কেননা তখন তাতে শয়তান প্রবেশ করে'**। (মুসলিম ২৯৯৫)

সুতরাং হাই প্রতিহত করা কাম্য। মুখ যথাসাধ্য বন্ধ করে হোক, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে হোক কিংবা মুখের ওপর হাত দিয়ে হোক- যে কোনোভাবেই সেটা প্রতিহত করার চেষ্টা করতে হবে।

প্রতিহত করার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে হাই যদি এসেই পড়ে, তখন উচিত হলো আওয়াজ না করা। কেননা মানুষ যখন হাই তোলার সময় 'হা' অথবা 'আহ' কিংবা এজাতীয় আওয়াজ করে, তখন শয়তান হাসে।

এর দলীল হচ্ছে:

আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **'হাই শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং যখন তোমাদের কারও হাই আসে, তখন যেন সাধ্যমতো সেটা প্রতিহত করে। কেননা যখন কেউ হাই তোলার সময় 'হা' বলে, তখন শয়তান হাসতে থাকে'**। (বুখারী ৩২৯৮, মুসলিম ২৯৯৪)

সতর্কতা: অনেকে হাই তোলার পরে 'আঊযুবিল্লাহ' বলতে অভ্যস্ত। অথচ কুরআন হাদীসে এর কেনো প্রমাণ নেই ; বরং এটা সুন্নাতের খিলাফ বলেই প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা এখানে এমন একটা দুআর পদ্ধতি আবিস্কার করা হচ্ছে, যেটা আল্লাহর রাসূল থেকে প্রমাণিত নয়।

পাঁচ: দৈনন্দিন অন্যান্য সুন্নাত
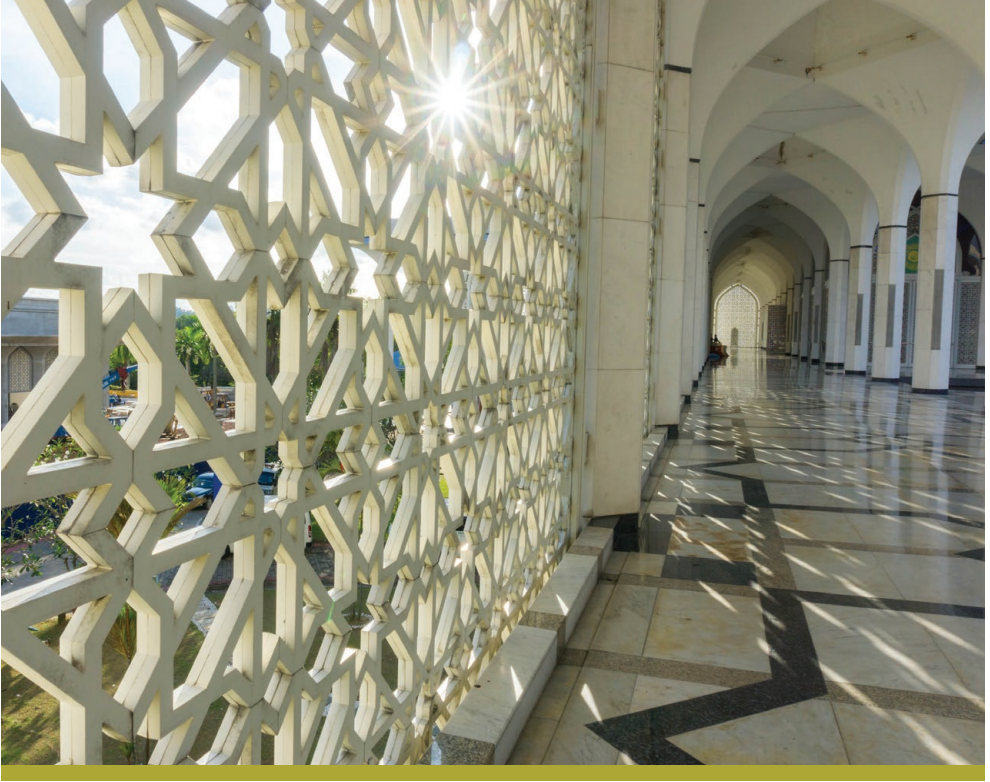
বাথরুমে প্রবেশ ও বের হওয়ার দুআসমূহ

বাথরুমে প্রবেশের আগে নিম্নোক্ত দুআ পড়া সুন্নাত :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আনাস রা. থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বাথরুমে যেতেন, তখন বলতেন, **'আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবায়িস'**। (বুখারী ৬৩২২, মুসলিম ৩৭৫) অর্থ হে আল্লাহ আমি 'খুবুস' এবং 'খাবায়িস' থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি।
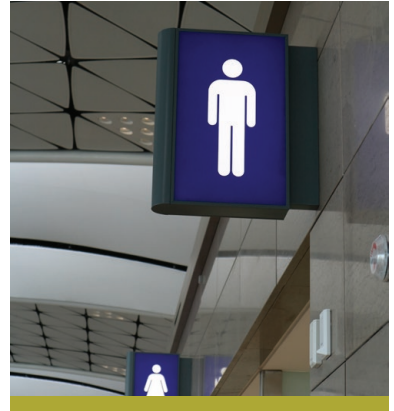
এখানে 'খুবুস' অর্থ হলো পুরুষ শয়তান। আর 'খাবায়েস' হলো নারী শয়তান। সুতরাং সব ধরনের শয়তান থেকেই আশ্রয় কামনা করা হবে।

কারও কারও মতে দুআটির শব্দ হচ্ছে 'খুব্স' (খুবুস নয়)। তখন এর অর্থ হবে, অনিষ্টতা। আর 'খাবায়েস' হলো প্রেতাত্মা। এ হিসেবে সব ধরনের অনিষ্টতা ও অনিষ্টতার উৎস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা হবে। আর এটা আগেরটার চেয়ে ব্যাপক।

বাথরুম থেকে বের হয়ে নিম্নোক্ত দুআ পড়া সুন্নাত :

غُفْرَانَكَ

মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযী শরীফে আয়েশা রা. এর হাদীস। হাদীসটিকে আলবানী র. সহীহ বলেছেন। আয়েশা রা. বলেন, 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বাথরুম থেকে বের হতেন, তখন বলতেন '**গুফরানাক**'। (আহমদ ২৫২২০, আবু দাউদ ৩০, তিরমিযী ৭ ; আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন- দেখুন তাহকীকু মিশকাতিল মাসাবীহ ১/১১৬)

অসিয়ত লেখা সুন্নাত।

অসুস্থ কিংবা সুস্থ অবস্থায় প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অসিয়ত করা সুন্নাত। কেননা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যখন কোনো মুসলিম কোনো কিছু অসিয়ত করার ইচ্ছা করে, তখন সেটা লিখিত আকারে রাখা ব্যতীত দুই রাত কাটানোও তার জন্য উচিত নয়'**। (বুখারী ২৭৮৩, মুসলিম ১৬২৬) এটা ইবনে উমর রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ। এখানে দুই রাত বলতে আক্ষরিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে অসিয়ত লেখা ব্যতীত সামান্য সময়ও ক্ষেপণ করা উচিত নয়। কেননা মানুষের তো জানা নেই কখন মৃত্যু এসে পড়ে। সুতরাং এটা সকল মানুষের ক্ষেত্রে সমানভাবে সুন্নাত।

উপরে সুন্নাত অসিয়তের কথা বলা হলো। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে অসিয়ত কোনো ওয়াজিবের সঙ্গে সম্পৃক্ত ; যেমন আল্লাহর হক তথা যাকাত, হজ্জ, কাফফারা ইত্যাদি অথবা বান্দার হক তথা ঋণ, আমানত ইত্যাদি- এসব ক্ষেত্রে অসিয়ত সুন্নাত নয় ; বরং ওয়াজিব। কেননা এগুলো ওয়াজিব বিধানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিশেষত যখন এসব হকের ব্যাপারে কারও জানা না থাকে। (আর শরঈ বিধান হচ্ছে : 'যেটা ব্যতীত কোনো ওয়াজিব আদায় হয় না সেটাও ওয়াজিব')

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উদারতা ও নম্রতা অবলম্বন করা।

ক্রয়-বিক্রয় ও বেচাকেনার ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় পক্ষকে বিনয়, নম্রতা, উদারতা অবলম্বন করা উচিত। দরদাম নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ ও কঠোরতা না করা উচিত। বরং সবর ও উদারতার সঙ্গে এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

এর দলীল হচ্ছে :

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যে ব্যক্তি উদারতার সঙ্গে বিক্রি করে, ক্রয় করে এবং পাওনা আদায়ের তাগাদা করে- আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে রহম করুন'**। (বুখারী ২০৭৯)

সুতরাং কেউ যখন অন্যের কাছ থেকে নিজের কোনো অধিকার আদায়ের জন্য চেষ্টা করে, সেক্ষেত্রেও উদারতা ও বিনম্রতা অবলম্বন করা উচিত। কেননা নবীজীর বাণী **'যখন পাওনা আদায় করে'** ঋণ ছাড়াও সব ধরনের অধিকার বোঝায়।

প্রত্যেক অজুর পরে দুই রাকাআত নামাজ আদায় করা।

এটা দৈনন্দিন সুন্নাতের ভেতর থেকে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুন্নাত। এটার বিনিময় হচ্ছে 'জান্নাত'। দলীল আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের নামাজের সময় বিলালকে বললেন, **'হে বেলাল! ইসলামে প্রবেশের পর থেকে সবচেয়ে আশা-জাগানিয়া এমন কী আমল তুমি করেছো যার কারণে জান্নাতে আমি তোমার জুতার (পথ-চলার) আওয়াজ পেয়েছি? তিনি বললেন, তেমন তো কোনো বড় আমল আমি করতে পারিনি। তবে একটি আমল আমার রয়েছে। সেটা হলো দিন রাতের যখনই আমি পবিত্রতা অর্জন (তথা অজু করি) তখন সাধ্যমতো কিছু নামাজ আদায় করি'**। (বুখারী ১১৪৯, মুসলিম ২৪৫৮)

নামাজের জন্য অপেক্ষা করা।

নামাজের জন্য অপেক্ষা করা বিশেষ ফজীলতপূর্ণ সুন্নাত।

এর দলীল হচ্ছে:

আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'তোমাদের সেই ব্যক্তি নামাজেই রয়েছে, যাকে নামাজ আটকে রেখেছে, নামাজ ছাড়া তার পরিবারের কাছে যাওয়া থেকে অন্য কিছু বারণ করছে না'**। (বুখারী ৬৫৯, মুসলিম ৬৪৯) সুতরাং নামাজের অপেক্ষায় থেকেই সে নামাজের সওয়াব অর্জন করবে।

আরও একটি হাদীস আবু হুরাইরা রা. থেকে। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **'যখন তোমাদের কেউ নামাজের জায়গায় বসে থাকে, অজু ভাঙার আগ পর্যন্ত ফিরিশতারা তার জন্য দুআ করতে থাকে। বলতে থাকে, 'হে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ তাকে রহম করুন'**। তোমাদের সেই ব্যক্তি নামাজেই রয়েছে, যাকে নামাজ আটকে রেখেছে, নামাজ ছাড়া তার পরিবারের কাছে যাওয়া থেকে অন্য কিছু বারণ করছে না'। (বুখারী ৬৫৯, মুসলিম ৬৪৯)

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আরও একটি ব্যাপার যোগ হয়েছে :

'যতক্ষণ না কাউকে কষ্ট দেয়, যতক্ষণ না অজু ভেঙে ফেলে'। (মুসলিম ৬৪৯) অর্থাৎ নামাজের অপেক্ষায় থেকে নামাজের সওয়াব পাওয়ার শর্ত হচ্ছে পবিত্র অবস্থায় থাকা এবং কাউকে কষ্ট না দেয়া।

মিসওয়াক করা।

মিসওয়াক করা সব সময়ের জন্য সুন্নাত। কোনো সময়ের সঙ্গে বাধা নয়। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিসওয়াকের প্রতি খুব উৎসাহ দিতেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, **'আমি মিসওয়াকের ব্যাপারে তোমাদের বেশি বলে ফেলেছি'**। (বুখারী ৮৮৮- আনাস রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ) নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরেক হাদীসে বলেন, 'মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ'। (আহমদ ৭, নাসাঈ ৫ আয়েশা রা এর হাদীসের অংশবিশেষ ; আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন : দেখুন আল-ইরওয়া ১/১০৫)

মিসওয়াক সব সময়ে করা গেলেও কিছু কিছু সময়ে এটার সুন্নাত হওয়া সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। পেছনে আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। যেমন তাহাজ্জুদের সময়, অজুর সময়, নামাজের সময়, ঘরে প্রবেশের সময় মিসওয়াকের সুন্নাত সুপ্রমাণিত।

প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করা।

প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন করে অজু করা সুন্নাত। সুতরাং কেউ যদি মাগরিবের জন্য অজু করে থাকে এবং সে অজু দিয়ে মাগরিবের নামাজ আদায় করে। এরপর ইশার ওয়াক্ত আসার পরেও সেই অজু থাকে, তথাপি তার জন্য নতুন করে অজু করা সুন্নাত।

এর দলীল হচ্ছে:

সহীহ বুখারীতে আনাস রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, **‘**নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক নামাজের সময় অজু করতেন**’**। (বুখারী ২১৪)

তাছাড়া একজন মুমিনের জন্য সবসময় পবিত্রতা (তথা অজুর) ওপর থাকা সুন্নাত। দলীল সাওবান রা. এর হাদীস। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘মুমিন ব্যতীত আর কেউ অজুর সুরক্ষা করতে পারে না’। (আহমদ ২২৪৩৪, ইবনে মাজাহ ২৭৭, দারেমী ৬৫৫ ; আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন : দেখুন সহীহুল জামে’ ১/২২৫)

দুআ করা।

দুআর করার সুন্নাতসমূহের বর্ণনা। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১> পবিত্র অবস্থায় দুআ করা।

দলীল সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু মূসা রা. এর হাদীস। সেখানে আওতাস যুদ্ধে আবু মূসার সঙ্গে তার চাচা আবু আমেরের ঘটে যাওয়া কাহিনী বিধৃত হয়েছে। হাদীসটিতে এসেছে : সে যুদ্ধে আবু আমের শাহাদাত বরণ করার আগে স্বীয় ভাতিজা আবু মূসাকে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে তার সালাম পৌঁছানোর অসিয়ত করেন এবং তার জন্য দুআ করতে বলেন। আবু মূসা বলেন, ‘আমি নবীজীকে আমাদের ও আবু আমেরের সংবাদ দিলাম। তাঁকে বললাম, তিনি (আবু আমের) আপনাকে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বলেছেন। তিনি তখন পানি চাইলেন এবং অজু করলেন। এরপর দুই হাত উপরের তুলে বললেন, **‘হে আল্লাহ! আপনি আপনার প্রিয় বান্দা আবু আমেরকে ক্ষমা করে দিন’**। নবীজী এতটা উপরে হাত তুলে দুআ করছিলেন যে তার বগলদেশের শুভ্রতা আমার দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর তিনি বললেন, **‘হে আল্লাহ! আপনি তাকে কিয়ামতের দিন আপনার অসংখ্য সৃষ্টির (কিংবা বললেন, বান্দার) ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিন’**। (বুখারী ৪৩২৩, মুসলিম ২৪৯৮)

২> কিবলামুখী হওয়া।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘উমর ইবনুল খাত্তাব রা. আমাকে বলেছেন, তিনি বলেন, বদরের দিন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) মুশরিকদের দেখলেন সংখ্যায় তারা এক হাজার। অপরদিকে তাঁর সাহাবীদের সংখ্যা তিনশত ঊনিশ জন। তখন আল্লাহর নবী কিবলামুখী হলেন। দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে মিনতি করতে লাগলেন, **'হে আল্লাহ আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করুন। হে আল্লাহ! আপনি যদি মুসলমানদের এই দলটি ধ্বংস করে দেন, ভূপৃষ্ঠে আর আপনার ইবাদত করা হবে না'!** নবীজী কিবলামুখী হয়ে দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে দুআ করতে করতে একসময় তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যায়। তখন আবু বকর রা. এসে চাদর কাঁধে উঠিয়ে দিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার প্রভুর কাছে যথেষ্ট দুআ করেছেন। এবার তিনি আপনার সঙ্গে কৃত ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ করবেন'। (মুসলিম ১৭৬৩)

৩> দুই হাত উত্তোলন করা।

দলীল পেছনে উল্লেখকৃত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীস। সেখানে এসেছে, 'আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিবলামুখী হলেন এবং দুই হাত উত্তোলন করলেন'। দুআর সময় হাত তোলার ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস রয়েছে।

৪> আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওপর দরূদের মাধ্যমে দুআ শুরু করা।

দলীল জামে' তিরমিযীতে ফাযালা ইবনে উবাইদ রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, 'একদা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বসা ছিলেন। এমন সময় এক লোক এসে নামাজ পড়লো। এরপর দুআতে বললো, 'হে আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার ওপর রহম করুন'। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, **'তাড়াহুড়ো করে ফেললে! নামাজ শেষ করে একটু বসো। এরপর আল্লাহর উপযুক্ত প্রশংসা করো। আমার ওপর দরূদ পড়ো। এরপর দুআ করো'**। (তিরমিযী ৩৪৭৬ ; আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন- দেখুন সহীহুল জামে' ১/১৭২)

৫> আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ দিয়ে তাঁকে ডাকা।

সুতরাং যে ব্যাপারে দুআ করবে, আল্লাহর সে ব্যাপার সংশ্লিষ্ট নামগুলো মুখে উচ্চারণ করে ডেকে ডেকে দুআ করবে। উদাহরণত কেউ যদি দুআতে রিযিক প্রার্থনা করে, তখন বলবে **'ইয়া রায্যাক তথা রিযিকদাতা'**। যদি রহমত কামনা করে, তবে বলবে **'ইয়া রহমান ওয়া রহীম'**। যদি ইযযত সন্ধান করে, তবে বলবে **'ইয়া আযীয'**! যখন ক্ষমা চাইবে তখন বলবে **'ইয়া গাফূর'**! যখন অসুস্থতা থেকে সুস্থতা কামনা করবে, তখন বলবে, **'ইয়া শাফী'**।

এভাবে দুআর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাম নিয়ে দুআ করবে। কারণ আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন, **'আর আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর অসংখ্য নাম; তোমরা তাঁকে সেসব নামে ডাকো'**। (আল-আ'রাফ : ১৮০)

৬> বারবার একই জিনিস চাওয়া। দুআতে কাকুতি-মিনতি করা।

এর দলীল হচ্ছে পেছনে উল্লিখিত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীস। তাতে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুআ করেছেন, **'হে আল্লাহ! আমাকে দেয়া আপনার প্রতিশ্রুতি আপনি পূরণ করুন। হে আল্লাহ আপনার ওয়াদা বাস্তবায়িত করুন'**। এভাবে দুআ করতে করতে এক পর্যায়ে তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গেলো। তখন আবু বকর তাঁকে গিয়ে বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহর নবী! আল্লাহর কাছে আপনার চাওয়া যথেষ্ট হয়েছে'! (মুসলিম ১৭৬৩)

একইভাবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন দাওস কওমের ব্যাপারে দুআ করলেন তখন বললেন, **'হে আল্লাহ আপনি দাওসকে হেদায়াত দান করে নিয়ে আসুন! হে আল্লাহ আপনি দাওসকে হেদায়াত দিয়ে নিয়ে আসুন'**। (বুখারী ২৯৩৭, মুসলিম ২৫২৪)

সহীহ মুসলিমের হাদীসও এর দলীল। তাতে এসেছে, **'লোকটি লম্বা সফরকারী। এলোকেশী, ধুলো-মলিন। আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বলে হে প্রভু! হে প্রভু!!** (মুসলিম ১০১৫) এই দুআর ভেতরে কাকুতি-মিনতি রয়েছে।

তিনবার করে দুআ করা সুন্নাত। দলীল সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনে মাসঊদ রা. এর হাদীস। তাতে এসেছে, 'তিনি যখন দুআ করতেন তখন তিনবার দুআ করতেন। তিনি যখন কিছু চাইতেন তখন তিনবার চাইতেন। অতঃপর বলেন, **'হে আল্লাহ! আপনি কুরাইশদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন! তিনবার বললেন'**। (বুখারী ২৪০, মুসলিম ১৭৯৪)

৭> গোপনে দুআ করা।

কারণ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, **'মিনতিসহ সঙ্গোপনে তোমাদের প্রভুর কাছে দুআ করো'** (আল-আ'রাফ : ৫৫)। দুআ যত গোপনে হয়, ততোই তাতে নিষ্ঠা ও আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা থাকে। একই কারণে আল্লাহ তাআলা নবী যাকারিয়া আ. এর স্তুতিতে বলেন, **'যখন তিনি তাঁর প্রভুকে গোপনে ডাকলেন'** (সূরা মারইয়াম : ৩)। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, 'নিষ্ঠার পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্যই তিনি এমন করেছেন)।

ফায়েদা : **কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, দুআতে কী কী চাওয়া যেতে পারে?**

উত্তর : দুআর ভেতরে দুনিয়া ও আখেরাতের যা কিছু চাওয়া-পাওয়া সব চাওয়া যেতে পারে। তবে দুআর ক্ষেত্রে 'সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক' শব্দে দুআ করা উত্তম। এসব দুআ কুরআন ও সুন্নাহতে রয়েছে। তাতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনের কল্যাণের অসংখ্য দুআ রয়েছে। কারণ নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন দুআ করেছেন, তখন এমন সব মহান বাক্যে দুআ করেছেন, যাতে ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনের কল্যাণ বিদ্যমান। সে হিসেবে একজন মুমিনের সেসব দুআ পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

আবু মালেক আশজাঈ রা. স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, এক ব্যক্তি নবীজীর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! যখন দুআ করবো আল্লাহর কাছে কী চাইবো? নবীজী বললেন, **'বলো হে আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমাকে দয়া করুন। আমাকে সুস্থতা দান করুন। আমাকে রিযিক দিন'। এরপর বৃদ্ধাঙুলি ব্যতীত অন্যান্য আঙুল একত্র করে বললেন, 'এগুলোতে তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ নিহিত'**। (মুসলিম ২৬৯৭)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْزُقْنِي

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, যখন কেউ নতুন ইসলাম গ্রহণ করতো, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে সর্বপ্রথম নামাজ শিক্ষা দিতেন। এরপর তাকে নিম্নোক্ত দুআগুলো শিখিয়ে দিতেন, **'আল্লাহুমাগফিরলী ওয়ার হামনী, ওয়াহদিনী, ওয়াফিনী, ওয়ারযুকনী'**। (মুসলিম ২৬৯৭)

আরেকটি ফায়েদা : গোপনে অন্য মানুষের জন্য দুআ করা সুন্নাত। এতে একদিকে দুআ কবুল হয় ; অপরদিকে যিনি দুআ করেন তিনিও অনেক উপকার লাভ করেন। সহীহ মুসলিমে আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'কোনো মুসলিম তার ভাইয়ের জন্য গোপনে আল্লাহর কাছে দুআ করলে সেটা কবুল করা হয়। এবং তার মাথার কাছে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করা হয়। যখনই সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দুআ করে, তখন ফিরিশতা বলেন, আমীন। তোমার জন্যও সেটা'**। (মুসলিম ২৭৩৩)

দৈনন্দিন আরেকটি সুন্নাত হলো আল্লাহর যিকির করা।

সর্বোত্তম যিকির হলো আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করা। কুরআনের তিলাওয়াত সালাফের রাতের ঘুমকে হারাম করে দিতো। তাদের চোখ থেকে অশ্রুনদী বইয়ে দিতো। (**'তারা রাতে কম ঘুমাতো। নিশীথের শেষ প্রহরে তারা ইস্তেগফার করতো'** (সূরা যারিয়াত : ১৮) সালাফে সালিহীন রাতের বেলা কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতের সঙ্গে অন্যান্য যিকির করতেন। আল্লাহর যিকিরের সঙ্গে রাত কাটানোর ফজীলত বলে শেষ করা যাবে না। কিন্তু আফসোস আজ আমরা এক্ষেত্রে অমার্জনীয় শিথীলতা দেখাচ্ছি। আল্লাহর গুটিকয়েক কিছু বান্দা বাদ দিয়ে অধিকাংশ মানুষই গাফেল। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

আতা বিন সায়েব থেকে হাম্মাদ বিন যায়দ বর্ণনা করেন, আবু আব্দুর রহমান বলেন, 'আমরা কুরআন এমন এক সম্প্রদায় থেকে গ্রহণ করেছি যারা আমাদেরকে বলেছেন, তারা কুরআনের দশটি আয়াত শেখার পরে সেটার ভেতরে যা কিছু আছে সবকিছু না জেনে সামনের দশটি আয়াত শিখতেন না। এভাবে কুরআন পড়া ও কুরআন অনুযায়ী আমল

করা দু'টিই আমরা একসঙ্গে শিখেছি। আমাদের পরে এই কুরআন বহন করবে এমন এক সম্প্রদায়, যারা পানি গেলার মতো এই কুরআনকে গিলবে। অথচ কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না'। (দেখুন- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/২৬৯)

যিকির অন্তর জীবিত রাখে।

বর্তমান সময়ে আমরা অনেকেই হৃদয়ের কর্কশতা, দিলের রুক্ষতায় ভুগছি। মানুষের হৃদয়ে সেই প্রাণ নেই। আজ আত্মার সেই সজীবতা নেই। যিকিরই পারে এই সমস্যার সমাধান করতে। আন্তরাত্মায় সজীবতা ফিরিয়ে আনতে। সহীহ বুখারীতে আবু মূসা রা. এর হাদীসে এসেছে তিনি বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে আর যে যিকির করে না, তাদের উদাহরণ হচ্ছে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মতো'**। সহীহ মুসলিমে এসেছে, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'যে ঘরে আল্লাহর যিকির করা হয় আর যে ঘরে করা হয় না, সেগুলোর উদাহরণ জীবিত ও মৃতের মতো'**। (বুখারী ৬৪০৭, মুসলিম ৭৭৯)

◆ সবকিছু থেকে দূরে একান্তে নিজের মনের সঙ্গে একটু বসা দরকার। মনকে কিছু প্রশ্ন করা দরকার। গাফলতির এই যুগে মনের জবাবদিহিতার জন্য সময় বের করা দরকার।

আল্লাহ তাআলা কুরআনের একাধিক জায়গায় যিকিরের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

১. আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে বেশি বেশি যিকির করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, **'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর বেশি বেশি যিকির করো। সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করো'**। (আল-আহযাব : ৪১-৪২)

২. যেসব পুরুষ ও নারী যিকির করে, আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা, বিশাল পুরস্কার ও সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, **'আর যেসব পুরুষ ও নারী আল্লাহর বেশি বেশি যিকির করে। আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিশাল পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন'**। (আল-আহযাব : ৩৫)

৩. আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। তারা যিকির করে ঠিকই, কিন্তু আয়াতে দেখুন তাদের যিকিরের পরিমাণ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে : **'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়, আল্লাহও তাদের ধোঁকার বিনিময় দেন। আর যখন তারা নামাজে দাঁড়ায় তখন আলস্য ভরে মানুষকে দেখানোর জন্য দাঁড়ায়। আর তারা খুব কমই আল্লাহর যিকির করে'**। (সূরা নিসা : ১৪২)

৪. ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন যেন আল্লাহর যিকির থেকে আমাদের গাফেল না করে এ ব্যাপারে আল্লাহ সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, **'হে মুমিনগণ! ধন-সম্পদ ও ছেলে-সন্তুতি যেন আল্লাহর যিকির থেকে তোমাদের গাফিল না করে। আর যারা এমন করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত')**। (সূরা মুনাফিকুন : ৯)

৫. যিকিরের ফজীলতে আরও কিছু আয়াত ও হাদীস দেখুন : আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, **'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো'। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, 'আমি আমার ব্যাপারে বান্দার ধারণা অনুযায়ী কাজ করি। যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি, যদি সে আমাদের ভরা মজলিসে স্মরণ করে, আমিও তাকে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মজলিসে স্মরণ করি'**। (বুখারী ৭৪০৫, মুসলিম ২৬৭৫ ; আবু হুরাইরা রা. এর হাদীসের অংশবিশেষ)

রাসূলের সুন্নাহতে যিকিরের অসংখ্য পদ্ধতি এসেছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে:

১. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদ, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর- এই দুআটি যে ব্যক্তি প্রত্যেকদিন**

একশত বার পাঠ করবে, তার দশটি দাস মুক্ত করার সওয়াব হবে। তার জন্য একশ'টি সওয়াব লেখা হবে। একশ'টি গোনাহ মুছে দেয়া হবে। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকবে। এই দুআটি তার চেয়ে বেশি পড়া ছাড়া অন্য কোনো আমল দিয়ে ঐদিন তার আগে কেউ যেতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' একশ' বার পাঠ করবে, সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও তার গোনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে'। (বুখারী ৩২৯৩, মুসলিম ২৬৯১)

২ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আবু আইয়ূব রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদ, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর'- যে ব্যক্তি এই দু'আটি দশ বার পাঠ করবে, সে ইসমাঈল আ. এর বংশ থেকে চারটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সওয়াব পাবে'।** (বুখারী ৬৪০৪, মুসলিম ২৬৯৩)

৩ সা'দ বিন ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, **'তোমাদের কেউ কি প্রত্যেক দিন এক হাজার নেকী কামাতে অক্ষম'?** তখন একজন জিজ্ঞাসা করলো : কীভাবে এক হাজার নেকী কামাবে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, **'এক শত বার আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করবে, তাহলে তার জন্য এক হাজার নেকী লেখা হবে। অথবা এক হাজার গোনাহ মুছে দেয়া হবে'।** (মুসলিম ২৬৯৮)

৪ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন একশত বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করবে, সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও তার গোনাহগুলো মুছে দেয়া হবে'। (বুখারী ৬৪০৫, মুসলিম ২৬৯২) সহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি সকাল বেলা ও সন্ধ্যা বেলা একশত বার **'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' যিকির করবে, এটা একশত বার কিংবা আরও বেশি যিকিরকারী ব্যতীত আর কেউ কিয়ামতের দিন তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে আসবে না'।** (মুসলিম ২৬৯২)

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

বিভিন্ন ধরনের দুআ ও যিকির এবং তার ফযীলত সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। এতক্ষণ আমরা কেবল প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ কিছু দুআ নিয়ে আলোচনা করলাম। এগুলো ছাড়াও অসংখ্য দুআ ও যিকির রয়েছে। উদাহরণত আবু মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছেন, **'আমি কি তোমাকে জান্নাতের একটি ভাণ্ডারের পথ দেখিয়ে দিবো না'?** আমি বললাম, জ্বী 'আল্লাহর রাসূল অবশ্যই দিবেন'। তিনি ললেন, **'বলো- লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।** (বুখারী ৪২০২, মুসলিম ২৭০৪)

سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ , وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **‘সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার’ বলা আমার কাছে পৃথিবীর সবকিছুর থেকে প্রিয়’**। (মুসলিম ২৬৯৫)

ইস্তেগফারও এক ধরনের যিকির। আগার মুযানী রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **‘আমার অন্তর অস্থির হয়ে ওঠে। আমি প্রত্যেক দিন একশত বার আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করি’**। (মুসলিম ২৭০২)

এটা ইস্তেগফার করার আমলী দলীল। প্রায়োগিকভাবে দেখানোর পাশাপাশি নবীজী উম্মতকে এটা পালনের মৌখিক নির্দেশনাও দিয়েছেন। সহীহ মুসলিমে আগার মুযানী রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **‘হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো। আমি প্রত্যেক দিন আল্লাহর কাছে একশত বার তওবা করি’**। (মুসলিম ২৭০২)

সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস এসেছে। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি, **‘আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর কাছে প্রত্যেকদিন সত্তুর বার ইস্তেগফার ও তওবা করি’**। (বুখারী ৬৩০৭) সুতরাং আমাদেরও উচিত ইস্তেগফার থেকে গাফিল না হওয়া।

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ, سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم

যিকিরের অধ্যায়ের পাশাপাশি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে এসে আমরা একটি মহান যিকিরের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। সেটি হচ্ছে বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, **‘দু’টি বাক্য এমন রয়েছে যা মুখে বলতে হালকা। অথচ কিয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লায় ভারী। আর আল্লাহর কাছেও অত্যন্ত প্রিয়। বাক্যদু’টি হলো: সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম’**। (বুখারী ৬৪০৬, মুসলিম ২৬৯৪)

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার; যার দয়ায় সুন্দর কর্মসমূহ সম্পাদিত হয়